স্তালিন রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

রচনাকাল

১৯৩৪—১৯৩৭

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭



প্রথম প্রকাশ
৩০শে আগস্ট, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও

সম্পাদক : সুদর্শন রায়চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

কমরেড স্তালিনের জীবৎকালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে মোট ১৩ খণ্ডে স্তালিন রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ১৯০১ সাল থেকে শুরু করে জানুয়ারি, ১৯৩৪ পর্যন্ত সময়কালে কমরেড স্তালিনের রচিত নিবন্ধ, প্রতিবেদন, পত্র, ভাষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ১৩ খণ্ড মূল রচনাবলীকে অনুসরণ করে আমরা বাঙলায় স্তালিন রচনাবলী প্রকাশ করেছিলাম মোট ১৩টি খণ্ডেই। সে-ছাড়াও প্রকাশিত হয় স্তালিনের একটি জীবনী।

কিন্তু ঐ ১৩টি খণ্ড ছাড়াও কমরেড স্তালিনের অজস্র রচনা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিল ও আছে যা অদ্যাবধি বাঙলা ভাষায় তো বটেই, এমনকি এ-দেশে কখনই কোনও ভাষায় পুরোপুরি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। ৩০শে আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে স্তালিন রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ড (বাঙলা সংস্করণ) প্রকাশকালে পাঠকদের কাছে রচনাবলীর প্রকাশক ও তদানীন্তন সম্পাদকমণ্ডলী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কমরেড স্তালিনের ঐ ১৩টি খণ্ড-বহির্ভূত রচনাগুলোও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করা হবে।

ঠিক চার বছর পরে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কমরেড স্তালিনের ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রতিবেদন, পত্র, সাক্ষাৎকার, ভাষণ ইত্যাদি সংকলিত করে বাঙলা ভাষায় রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডটি প্রকাশ করা হল। স্তালিন জন্মশতবর্ষে এই কাজ করতে পারায় আমরা আনন্দিত। স্তালিন রচনাবলীর প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের অভিনন্দন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ। আজ তিনি আমাদের পাশে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর শুভেচ্ছা পেয়ে আমরা ধন্য হতাম এবং আমাদের আসন্ন প্রকাশনার কাজ সেই শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে আরও সুগম হত। কমরেড স্তালিনের পরবর্তীকালের রচনাগুলোও ভবিষ্যতে যথাসম্ভব দ্রুত আমরা প্রকাশ করব। বর্তমান বৎসরেই আশা করা যায় যে পঞ্চদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হবে। সেই

অনুযায়ী কাজও চলছে। আশা করি যে স্তালিন-অনুরাগী পাঠকবর্গের আনুকূল্যে আমাদের উদ্যোগ নিশ্চয়ই সফল হবে।

রচনাবলীর বর্তমান ও আসন্নপ্রকাশ খণ্ডগুলোর সম্পাদনার ভার নিয়েছেন রচনাবলীর প্রথম তের খণ্ডের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুদর্শন রায়-চৌধুরী। এই খণ্ডটির অনুবাদও তারই। তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশনার ব্যাপারে অধীর পাল, মুস্তাফা কামাল এবং শৈলেন সেন বিশেষভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাদের সকলের কাছেই আমি

পরিশেষে স্তালিন রচনাবলীর সকল গ্রাহক ও পাঠকদেরও প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ তাদের কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র সংস্থার পক্ষে বর্তমান কাগজ ও ছাপাখানা সংকট ও অন্যান্য অনেক প্রতিবন্ধকের ভেতর এই দুরূহ কাজে নতুন করে হাত দেওয়ার সাহস হত না।

নবজাতক প্রকাশন — **মজহারুল ইসলাম**

৩০শে আগস্ট, ১৯৭৯

বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কমরেড স্তালিনের জীবৎকালেই ১৯০১ সাল থেকে ১৯৩৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সময়-কালে তার রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও ভাষণ ইত্যাদি রচনা মোট তেরটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য যে সে রচনাবলী ছিল অসম্পূর্ণ, কারণ ঐ সময়ের পরেও কমরেড স্তালিনের লেখা অজস্র রচনা রয়েছে।

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান এই চতুর্দশ খণ্ডে কমরেড স্তালিনের ১৯৩৪-১৯৩৭ সাল সময়পর্বের বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে। এর পরেও যেসব রচনা বাকি থাকবে সেগুলো নিয়ে আরও অন্তত তিনটি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের আছে। পঞ্চদশ খণ্ডটি আশা করা যায় আগামী ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশিত হতে পারবে।

বর্তমান খণ্ডে বিধৃত সময়পর্বটি ছিল কমরেড স্তালিনের ভাষায় প্রধানত 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার কাজে বলশেভিক পার্টি'র ভূমিকার পর্ব। আর এই সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ সংবিধানটি রচিত ও প্রবর্তিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন গড়ে উঠেছে এক বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও যৌথীকৃত কৃষিব্যবস্থা। সোভিয়েত ব্যবস্থার অধীনে শ্রমিকশ্রেণীর, কৃষকসমাজের ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভেতর এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছিল 'যার সাক্ষাৎ মানুষের ইতিহাসে আগে কখনও মেলেনি।' কমরেড স্তালিন ছিলেন এই পরিবর্তনের এক মহান্ রূপকার।

কিন্তু কমরেড স্তালিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজ যখন সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগোচ্ছিল তখন বিপ্লবের যারা শত্রু তারা নিশ্চুপ বসে থাকেনি। অতীতেও শাখ্‌তি বা মেট্রো-ভিকার্সে'র মত অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন। তেমন এই সময়পর্বেও ট্রট্স্কিপন্থী প্রতিবিপ্লবীরা তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। এরই পরিণতিতে ১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লেনিনগ্রাদে স্মোল্‌নিতে কমরেড কিরভকে হত্যা করা হয়।

কমরেড কিরভের উদ্দেশে কমরেড স্তালিন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বলেছেন যে তিনি ছিলেন 'বলশেভিকবাদের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।'

সোভিয়েতবিরোধী এইসব ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই এই খণ্ডে সংকলিত 'পার্টির কাজে ত্রুটিসমূহ এবং ট্রট্স্কিপন্থী ও অন্যান্য দ্বৈতচারীদের নির্মূল করার জন্য ব্যবস্থাবলী' শীর্ষক প্রতিবেদনে কমরেড স্তালিন পার্টিবিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী নানান সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় পার্টি কমরেডদের মধ্যেও জনগণের শত্রুদের সঠিক চেহারাটি চিনবার যোগ্যতার অভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ও বলেছেন যে অর্থনৈতিক অভিযানের দ্বারা ও অর্থনৈতিক নির্মাণ-কার্যে বিরাট বিশাল সাফল্যের দ্বারা কখনই ভেসে গেলে চলবে না এবং ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর সঠিক তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে হবে। সেই সঙ্গে শাখ্‌তির সময়কার ধ্বংসবাজদের সঙ্গে আধুনিক ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসবাজদের পার্থক্যটিকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে হবে।

বলা বাহুল্য যে এইসব রচনা থেকে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বটির সঠিকতাই বারংবার প্রমাণিত হয়েছে এবং এই সত্যও প্রমাণিত হয়েছে যে কমরেড স্তালিনকে আজীবন নিরলস ও অতন্দ্র প্রহরা দিতে হয়েছে যাতে এই একনায়কত্বে কোনওরকম শৈথিল্য না আসে, যাতে কোনও আত্মপ্রসাদে, কোনও 'আমলাতান্ত্রিক মরিচা'য় কমরেডরা আবৃত না হয়ে পড়েন।

এই খণ্ডে বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক এইচ. জে. ওয়েল্‌সের সঙ্গে কমরেড স্তালিনের এক চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ওয়েল্‌স্ ছিলেন কট্টর আত্মবিশ্বাসী এবং কিছুটা জেদিও। নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে নাছোড় ওয়েল্‌সের যুক্তিগুলোকে কমরেড স্তালিন অনবদ্য দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন এবং এই পরিসরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কতকগুলো বুনিয়াদি তত্ত্বকে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। বিপ্লবের সশস্ত্রতা তত্ত্বগতভাবে অনিবার্য না হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সেটা অপরিহার্য তার কারণগুলোকে কমরেড স্তালিন সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেছেন, বলেছেন যে 'কমিউনিস্টরা হিংসার প্রেমে মুগ্ধ নয়। শাসকশ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বশ্যতা স্বীকারে রাজী হয় তাহলে কমিউনিস্টরা সহিংস পদ্ধতিগুলো বর্জন করতে খুশিই হবে। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এমন ধারণার বিরুদ্ধেই যায়।' এই সাক্ষাৎকারে কমরেড স্তালিন বুর্জোয়া সমাজের 'পরিকল্পিত অর্থনীতি'র ফাঁকগুলোকে দেখিয়ে দিয়েছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'পরিকল্পিত অর্থনীতি' যে একটি অলীক কল্পনামাত্র তা প্রমাণ করে তিনি বলেছেন যে 'পুঁজিপতিদের না হঠিয়ে,

উৎপাদনের উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে বিনাশ না করে পরিকল্পিত অর্থনীতি সৃষ্টি অসম্ভব।'

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'স্তাখানোভাইটদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।' কমরেড স্তালিন এই রচনায় স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপর্যকে অনুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে স্তাখানোভাইট অর্থাৎ স্তাখানোভপন্থীদের আন্দোলন বস্তুতপক্ষে 'সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পরিবেশ তৈরি করছে।' এই প্রসঙ্গে সর্বহারা বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়তা কোথায় নিহিত থাকে কমরেড স্তালিন তা-ও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে একমাত্র এই বিপ্লবই জনগণের সমৃদ্ধ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণকর্মে বিপুল সাফল্য এনে দেওয়া হল সর্বহারা বিপ্লবের একটি মৌলিক দায়িত্ব এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্তাখানোভ আন্দোলনের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল।

এই খণ্ডে 'লালফৌজ এ্যাকাডেমির স্নাতকদের উদ্দেশে ভাষণ'-এ কমরেড স্তালিন বলেছেন যে পুনর্গঠনের পর্বে 'টেকনিক বা কৃৎকৌশলই সবকিছুকে নির্ধারণ করে' বলে যে শ্লোগানটি তোলা হয়েছিল তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ায় কৃৎকৌশলের অভাব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত হয়েছে। এখন প্রয়োজন হল নতুন শ্লোগান তোলা। সেই শ্লোগান 'ক্যাডাররাই সব কিছুকে নির্ধারণ করে।' সুতরাং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বর্তমান পর্বে মানুষকে, শ্রমিককে, ক্যাডারকেই মূল্য দিতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া সংবিধান সম্বন্ধে কমরেড স্তালিনের যে প্রতিবেদনটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে সেখানে একদিকে যেমন সং-বিধানের সাধারণ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনই আবার অপরদিকে খসড়া সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকেও তুলে ধরা হয়েছে।

স্তালিন নির্বাচনী এলাকার ভোটদাতাদের কাছে ভাষণে কমরেড স্তালিন প্রকৃত জন-প্রতিনিধিকে কি কি গুণের অধিকারী হতে হবে তা নির্দেশ করেছেন। নির্বাচকমণ্ডলীকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেও তাদেরকে প্রতিনিধিদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে যাতে এই প্রতিনিধিরা 'সঠিক রাস্তা থেকে সরে না দাঁড়ায়।'

এ ছাড়াও এই খণ্ডে সংকলিত ছোট-বড় নানান রচনার প্রত্যেকটিতেই কমরেড স্তালিনের ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু অর্থনৈতিক

নির্মাণক্ষেত্রেই নয়, এমনকি দেশের ও পার্টির সঠিক ইতিহাস কিভাবে তৈরি করা যায় সে সম্বন্ধে কমরেড স্তালিন সারগর্ভ পরামর্শ দিয়েছেন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে। সব মিলিয়ে এই খণ্ডটি কমরেড স্তালিনের বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে বর্তমান খণ্ডটিতে বিধৃত সময়পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিটি কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা করে নেওয়ার জন্য তারা যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ-এর একাদশ ও বিশেষত দ্বাদশ অধ্যায়টি পড়ে নেন।

বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কমরেড স্তালিনের রচনাগুলোর বিষয়ে পরিশেষে কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। পূর্বের খণ্ডগুলোতেও তা ছিল কিন্তু বর্তমান খণ্ডে কোন্ কোন্ বিষয়ে টীকার সংযোজন আবশ্যক তা একান্তভাবে সম্পাদককেই স্থির করতে হয়েছে কারণ এ বিষয়ে অনুসরণযোগ্য কোনও পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। সুতরাং পরিশিষ্টে সংযোজিত টীকাগুলো এই বাঙলা সংস্করণেরই নিজস্ব ব্যাপার।

সুদূর লণ্ডন থেকে অনুজপ্রতিম বন্ধুবর সওকাতউল ইসলাম এই খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলোর উৎস-গ্রন্থাদি পাঠিয়েছিলেন। এইজন্য তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে পাঠকবর্গের কাছে সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি ঘটে গেছে তার জন্য মার্জনা চাইছি। কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদও আছে। পরবর্তী সংস্করণ যাতে ত্রুটিমুক্ত হতে পারে তার জন্য পাঠকদের কাছে এ সম্বন্ধে মতামত চেয়ে রাখছি।

অভিনন্দন সহ

৩০শে আগস্ট, ১৯৭৯   **সুদর্শন রায়চৌধুরী**

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

এঙ্গেলসের একটি নিবন্ধ প্রসঙ্গে

১৯শে জুলাই, ১৯৩৪

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের বিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে 'বলশেভিক' পত্রিকার যে পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে সেখানে কমরেড আদোরাৎস্কি এঙ্গেলসের 'রুশ জারতন্ত্রের বৈদেশিক নীতি'[১] শীর্ষক নিবন্ধটি ছাপানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। এই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশে ১৮৯০ সালে। এই নিবন্ধটি যদি এঙ্গেলসের কোনও রচনাবলীতে বা কোনও ঐতিহাসিক বিষয়সংক্রান্ত পত্রিকায় মুদ্রণের প্রস্তাব আসত তাহলে তা আমি নিছক সাদামাটা ব্যাপার বলে ধরে নিতাম। কিন্তু এটা ছাপানোর প্রস্তাব এসেছে আমাদের সংগ্রামী পত্রিকা 'বলশেভিকে'র একটি সংখ্যায় যা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের বিংশতিতম বার্ষিকী স্মরণ করবে। এর অর্থ এই যে যারা এমন প্রস্তাব আনছেন তাদের মতে আলোচ্য নিবন্ধটিকে এমন একটি রচনা হিসেবে গণ্য করা যায় যা সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্যাগুলোকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করবে বা নিদেনপক্ষে আমাদের পার্টি-কর্মীদের কাছে গভীর শিক্ষাপ্রদ হবে। কিন্তু এঙ্গেলসের এই লেখার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো থেকেই স্পষ্ট যে তার সকল গুণাবলী সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাতে ঘাটতি রয়েছে। তদুপরি এতে এমন প্রকৃতির কিছু দুর্বলতা আছে যে সমালোচনামূলক টীকা ছাড়াই প্রকাশিত হলে পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে। সুতরাং 'বলশেভিকে'র পরবর্তী সংখ্যায় এঙ্গেলসের নিবন্ধটির প্রকাশ অবিবেচকের কাজ হবে বলে আমি মনে করি।

কি কি দুর্বলতার কথা আমি উল্লেখ করেছি ?

১। রুশ জারতন্ত্রের লুঠেরা নীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ও এই নীতির জঘন্য প্রকৃতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরে এঙ্গেলস একে রাশিয়ার সামরিক-সামন্তবাদী-বণিক ওপর মহলের তরফে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার ও রণনীতিগত গুরুত্বসম্পূর্ণ ঘাঁটির ওপর আধিপত্য বজায়ের জন্য সমুদ্র, সমুদ্র-বন্দরে নির্গমপথ পাওয়ার 'চাহিদা' দিয়ে ততটা ব্যাখ্যা করেন নি যতটা করেছেন এরকম একটি পরিস্থিতির মাধ্যমে যে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির

মাথায় সর্বদাই ছিল একটি সর্বশক্তিমান ও অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন বিদেশী অভিযাত্রীর দল যারা সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছে, যারা তাদের অভিযাত্রী লক্ষ্যপথে প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধক বিস্ময়করভাবে অতিক্রম করতে পেরেছে, যারা ইউরোপের সবকটি সরকারকে আশ্চর্যরকম চালাকি করে ঠকিয়েছে এবং পরিশেষে রাশিয়াকে সামরিক শক্তির দিক থেকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়েছে। এঙ্গেলসের হাতে বিষয়টির এরকম ব্যাখ্যা অত্যন্ত অসম্ভব ঠেকতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটাই ঘটনা। এঙ্গেলসের নিবন্ধ থেকে এখানে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলো দেওয়া হল :

'বৈদেশিক নীতি হল প্রশ্নাতীতভাবে সেই দিক যেখানে জারতন্ত্র শক্তিশালী—খুবই শক্তিশালী। রুশ কূটনীতি কিছুটা মাত্রায় তৈরি করেছে এক আধুনিক জেস্যুইট সম্প্রদায়কে যা দরকার হলে এমন যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে যাতে একজন জারের মর্জিও অতিক্রম করা যায় ও তার নিজের অঙ্গের ভেতর দুর্নীতিকে দমন করা যায় কেবল বাইরে সেটাকে আরও প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দিতে, এই জেস্যুইটবর্গকে আদিতে এবং অন্য সব কিছুর থেকে বেছে বেছেই আনা হয়েছে বিদেশীদের ভেতর থেকে যথা পোজো ডি বোর্গের মত কর্সিকান, নেসেলরোডের মত জার্মান, লিয়েভেনের মত রুশো-জার্মান ঠিক যেমন এর প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় ক্যাথারিন ছিল একজন বিদেশী।

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ আসনে কেবল একজন বিশুদ্ধ রুশবংশজাত গোর্‌ৎচাকভ এসেছে। আর তার উত্তরাধিকারী ভন গিয়ার্স—সেও একটি বিদেশী নামই বহন করে।

বিদেশী অভিযাত্রীদের ভেতর থেকে আসা এই গোপন সম্প্রদায়ই রুশ সাম্রাজ্যকে তার বর্তমান শক্তিমত্তায় উন্নীত করেছে। লৌহদৃঢ় অধ্যবসায় নিয়ে, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ় অচল রেখে, কোনও বিশ্বাসভঙ্গে, বেইমানিতে, হত্যায়, হীন বশ্যতায় সংকুচিত না হয়ে, সর্বত্র উৎকোচ অবাধে অর্পণ করে, কোনও বিজয়েই উদ্ধত না হয়ে, কোনও পরাজয়েই হতোদ্যম না হয়ে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও অন্তত একজন জারের শবদেহ মাড়িয়ে যেমন প্রতিভাসম্পন্ন তেমনই বিবেকবর্জিত এই দলটি রাশিয়ার সীমান্তকে নীপার ও ভিনা থেকে ভিশ্চুলা ছাড়িয়ে প্রুথ, ড্যানিয়ুব ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত প্রসারিত করতে; ডন ও ভোল্‌গা থেকে ককেশাস ছাড়িয়ে এবং অক্সাস ও জ্যাক্সার্টেসের উৎস পর্যন্ত প্রসারিত করতে; রাশিয়াকে বিরাট, শক্তিমান ও ভয়ঙ্কর করে তুলতে এবং তার

সামনে বিশ্বের সার্বভৌমিকতার পথকে খুলে দিতে সমস্ত রুশ বাহিনীদের থেকেও মহত্তর অবদান রেখেছে।'

যে-কেউ মনে করতে পারে রাশিয়ার বহিরিতিহাসেব ক্ষেত্রে কূটনীতিই সবকিছু অর্জন করেছে আর জার, সামন্ততন্ত্রী, বণিক ও অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলো কিছুই বা প্রায় কিছুই করে নি।

যে-কেউ মনে করতে পারে যে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির শীর্ষে নেসেলরোড বা ভন গিয়ার্সের মত বিদেশী অভিযাত্রীরা না থেকে গোরচাকভ ও অন্যদের মত রুশ অভিযাত্রীরা থাকলে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি এক ভিন্ন গতিমুখ গ্রহণ করত।

এটা বলা একেবারেই বাহুল্য যে ঘৃণা ও জঘন্য সেই বিজয় অভিযানের নীতি কোনমতেই রুশ জারদের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল না। প্রত্যেকেরই জানা আছে যে বিজয় অভিযানের একটি নীতি তখন বেশীমাত্রায় যদি না-ও হয় তবু কিছু কম নয় এমনভাবেই ইউরোপের সমস্ত শাসক ও কূটনীতিজ্ঞদের গৃহীত নীতি ছিল। এদেরই মধ্যে ছিল নেপোলিয়নের মত বুর্জোয়া পটভূমির এক সম্রাট যে তার অ জার উদ্ভব সত্ত্বেও তারও বৈদেশিক নীতিতে প্যাঁচ আর প্রবঞ্চনায়, বেইমানি আর তোষামোদিতে, নির্মমতা আর বর্বরতায়, হত্যা আর গৃহদাহে অভ্যস্ত ছিল। স্পষ্টতই ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারে না।

এটা পারস্কার যে রুশ জার-রাজে' বিরুদ্ধে তার পুস্তিকাটি রচনার সময় (এঙ্গেলসের নিবন্ধটি ছিল খুবই সংগ্রামী প্রকৃতির পুস্তিকা) এঙ্গেলস কিছুটা হারিয়ে গেছিলেন এবং হারিয়ে যাওয়ার জন্যই কিছুটা সময় এমন সব ব্যাপার ভুলে গেছিলেন যা তার কাছে সুবিদিতই ছিল।

২। ইউরোপের পরিস্থিতির প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে এবং আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখছেন:

'ইউরোপীয় পরিস্থিতি আজ তিনটি ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত:

(১) জার্মানীর সঙ্গে আলশেস্-লোরেনের সংযুক্তীকরণ। (২) কন্স্টান্টি-নোপ্‌লের ওপর রুশ জারতন্ত্রের আসন্ন অভিযান। (৩) সমস্ত দেশেই সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের ভেতর, শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর ভেতর লড়াই যা ক্রমশই আরও জোরালো হয়ে উঠছে আর যে সংগ্রামের উষ্ণমাপক হল সর্বত্রবিস্তারী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

প্রথম দুটি ঘটনা থেকে আজকের ইউরোপের দুটি বৃহৎ শিবিরে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। জার্মান সংযুক্তীকরণ ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার মিত্র করে; জারতন্ত্র কর্তৃক কনস্টান্টিনোপ্‌লকে হুমকিদান অস্ট্রিয়া এমনকি ইতালিকেও জার্মানীর মিত্র করে। দুটি শিবিরই প্রস্তুত হচ্ছে একটি নির্ণায়ক লড়াইয়ের জন্য—তা এমনই এক যুদ্ধ যা দুনিয়া কখনও দেখেনি, যেখানে লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র যোদ্ধা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কেবল দুটি পরিস্থিতি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূচনাকে এতাবৎ প্রতিহত করেছিল; প্রথমত, আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য দ্রুত অগ্রগতি যার পরিণতিক্রমে প্রত্যেকটি নতুন উদ্ভাবিত অস্ত্র কোনও একটিমাত্র বাহিনীতেও প্রবর্তিত হওয়ার আগেই হটে যাচ্ছে আরেক নতুন উদ্ভাবিত অস্ত্রের দ্বারা; এবং দ্বিতীয়ত, এই বিরাট বিশাল লড়াইয়ে কে যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবে তার সম্ভাবনা গণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অক্ষমতা ও সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা।

একটি সাধারণ যুদ্ধের এই সমস্ত বিপদ সেই দিন বিলুপ্ত হবে যেদিন রাশিয়ার পরিস্থিতির পরিবর্তন রুশ জনগণকে সুযোগ দেবে এক আঘাতেই তার জারদের বিজয় অভিযানের সনাতন নীতিকে মুছে ফেলতে, এবং বিশ্বজনীন শীর্ষস্থানীয়তা নিয়ে স্বপ্ন দেখার বদলে তার নিজের সেই সব আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে যেগুলো এখন সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন।

········কেবল সবচেয়ে জরুরী আভ্যন্তরীণ অসুবিধাগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি রুশ জাতীয় সংসদকে নতুন নতুন বিজয়লাভের জন্য সমস্ত তীব্র লালসাকে অবিলম্বে নিশ্চিত বন্ধ করতে হবে।

ক্রমবর্ধমান দ্রুততার সঙ্গে ইউরোপ একটি ঢালু সমতল বেয়ে নেমে চলেছে একটি সাধারণ যুদ্ধের অতল গহ্বরের দিকে—সে যুদ্ধের প্রসারতা ও ভয়ঙ্করতা অশ্রুতপূর্ব। কেবল একটি জিনিসই তা থামাতে পারে, তা হল রাশিয়ার ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন। এটা যে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে আসবেই তাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

যেদিন জারতন্ত্র—গোটা ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার এই শেষ শক্ত ঘাঁটিটি —ভেঙে পড়বে সেদিন ইউরোপ জুড়ে বইবে এক একেবারে স্বতন্ত্র হাওয়া।'

ইউরোপীয় পরিস্থিতির প্রকৃতির এই বর্ণনায় এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলোর সারাংশ আলোচনায় এটা নজর না করা অসম্ভব যে এঙ্গেলস এমন একটি

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাদ দিয়েছেন যা পরবর্তীকালে সবচেয়ে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সেটা হল উপনিবেশের জন্য, বাজারের জন্য, কাঁচামালের উৎসভূমির জন্য সাম্রাজ্যবাদী লড়াই সম্বন্ধীয় উপাদান। ইতোমধ্যে সেই সময়েই এই উপাদানটির অত্যন্ত গভীর গুরুত্ব ছিল। তিনি বাদ দিয়েছেন আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের একটি উপাদান হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকাকে, জার্মানী ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সেই সব দ্বন্দ্বের উপাদানকে যে দ্বন্দ্বগুলো ইতোমধ্যেই হয়ে উঠেছিল গভীর গুরুত্বসম্পন্ন এবং যেগুলো পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও চিকাসোর ক্ষেত্রে প্রায় নির্ণায়ক একটি ভূমিকা পালন করেছিল।

আমার মতে এই বর্জনটাই এঙ্গেলসের নিবন্ধের মুখ্য দুর্বলতার কারণ। এই দুর্বলতা থেকেই নিবন্ধটির অন্যান্য দুর্বলতাও বেরিয়ে আসে। সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল নিম্নলিখিতগুলো :

(ক) বিশ্বযুদ্ধ পেকে ওঠার ব্যাপারে জারতন্ত্রী রাশিয়ার কনস্টান্টিনোপল দখলের প্রয়াসের বিষয়টিকে অতিমূল্যায়ণ। এটা সত্য যে এঙ্গেলস জার্মানী কর্তৃক আলশেস-লোরেন অধিগ্রহণের বিষয়টিকেই প্রথমে যুদ্ধের একটি উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারপরেই তিনি এই উপাদানটিকে পেছনে ঠেলে দেন এবং রুশ জারতন্ত্রের লুঠেরা প্রচেষ্টাসমূহকে সম্মুখসারিতে নিয়ে আসেন এই কথা জোরের সঙ্গে বলে যে 'একটি সাধারণ যুদ্ধের সমস্ত বিপদ সেই দিন বিলুপ্ত হবে যেদিন রাশিয়ার পরিস্থিতির পরিবর্তন রুশ জনগণকে সুযোগ দেবে এক আঘাতেই তার জারদের বিজয় অভিযানের সনাতন নীতিকে মুছে ফেলতে।'

এটা নিঃসন্দেহেই অতিরঞ্জন।

(খ) আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ এড়নোর ব্যাপারে রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকার, 'রুশ জাতীয় সংসদ' (বুর্জোয়া আইনসভা)-এর ভূমিকার অতিমূল্যায়ণ। এঙ্গেলস জোর দিয়ে এ-কথা বলেন যে বিশ্বযুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র উপায় হল রুশ জারতন্ত্রের পতন। এটা পরিষ্কার অতিরঞ্জন। শুধু এই কারণেই রাশিয়ার এক নতুন বুর্জোয়া ব্যবস্থা তার 'জাতীয় সংসদকে' সাথে নিয়েও যুদ্ধ এড়াতে পারে না যে যুদ্ধের মুখ্য কারণগুলো নিহিত প্রধান প্রধান সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিদের ভেতর সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের বর্ধমান তীব্রতার মধ্যে। ঘটনা হল এই যে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার পরাজয়ের সময় থেকেই ইউরোপীয় বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জারতন্ত্রের স্বাধীন

ভূমিকা ভালমত ক্ষয়ে যেতে সুরু হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বসংঘাতে একটি উপাদান হিসেবে জারতন্ত্রী রাশিয়া ইউরোপের মুখ্য শক্তিগুলোর এক সহায়ক মজুত হিসেবেই মূলত কাজ করেছিল।

(গ) 'গোটা ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শেষ শক্ত ঘাঁটি' হিসেবে জারতন্ত্রী শক্তির ভূমিকার অতিমূল্যায়ণ। রাশিয়ার জারতন্ত্রী শক্তি যে সমস্ত ইউরোপীয় (এবং এশীয়ও) প্রতিক্রিয়ার একটি সুদৃঢ় শক্ত ঘাঁটি ছিল তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না কিন্তু এটা যে এই প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ শক্ত ঘাঁটি ছিল এ-কথায় ন্যায্যতই সন্দেহ করা যেতে পারে।

এটা লক্ষণীয় যে এঙ্গেলসের নিবন্ধের এই দুর্বলতাগুলো কেবল 'ঐতিহাসিক মূল্যের'ই নয়। এগুলোর এক অত্যন্ত গভীর ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে, বা তা থাকতে পারে। এটা সত্য যে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের একটি উপাদান হিসেবে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকার জন্য সাম্রাজ্যবাদী লড়াইকে যদি নজর থেকে হারিয়ে ফেলা হয়; ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলোকে যদি ভুলে যাওয়া হয়; যদি কনস্টাণ্টিনোপ্‌লের প্রতি রুশ জারতন্ত্রের লালসাকে যুদ্ধের আরও গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে গণ্য করে জার্মানী কর্তৃক আলশেস-লোরেন দখলের ঘটনাকে যুদ্ধের উপাদান হিসেবে সম্মুখ সারি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, সর্বোপরি রুশ জারতন্ত্র যদি সকল ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ দুর্গপ্রাকার হয়—তাহলে এটাই কি স্পষ্ট নয় যে একটা যুদ্ধ ধরুন, জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া জার্মানীর যুদ্ধ, তা কোনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, কোনও দস্যুতার যুদ্ধ নয়, নয় কোনও জনবিরোধী যুদ্ধ, বরং তা একটি মুক্তিযুদ্ধ বা প্রায় মুক্তিযুদ্ধ?[২]

এ বিষয়ে খুব কমই সন্দেহ থাকতে পারে যে এরকম চিন্তাধারাই ৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪ তারিখে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সেই পাপকে সুগম করে তুলেছিল যেদিন তারা যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও 'রুশ বর্বরতা' ইত্যাদির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার শ্লোগান ঘোষণা করেছিল।[৩]

এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এই নিবন্ধ প্রকাশের এক বছর পরে ১৮৯১ সালে বেবেলকে লিখিত তার পত্রাবলীতে আসন্ন যুদ্ধের ভবিষ্যত আলোচনা করতে গিয়ে এঙ্গেলস সরাসরি বলেছেন যে, 'জার্মানীর জয় তাহলে বিপ্লবেরই জয়'

এবং 'রাশিয়া যদি যুদ্ধ সুরু করে তাহলে রুশ আর তাদের মিত্ররা যেই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে আগুয়ান হও।'

এটা নিশ্চিত যে এরকম একটি চিন্তাধারায় গৃহযুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের কোনও স্থান থাকতে দেয় না।

এঙ্গেলসের নিজের দুর্বলতাগুলোর বিষয় তাহলে দাঁড়াচ্ছে এইরকম।

সে সময় (১৮০১-৯০) যে ফ্রাঙ্কো-রুশ জোট তৈরি হতে চলেছিল এবং যার ধারটা ছিল অস্ট্রো-জার্মান জোটের বিরুদ্ধে তার ভয়ে এঙ্গেলস ভীত হয়ে এই নিবন্ধে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিকে আক্রমণের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন যাতে ইউরোপীয় জনমানসে বিশেষত ব্রিটিশ জনমানসে সেই নীতিকে সকল সম্মান থেকে বিচ্যুত করা যায়; কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি অন্য অনেক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও এমনকি নির্ণায়ক চরিত্রের উপাদান থেকে দৃষ্টিচ্যুত হন। এরই ফলে তিনি সেই পক্ষপাতদুষ্টতায় পতিত হন যা আমরা উদ্‌ঘাটন করলাম।

এইসব কিছুর পরে আমাদের সংগ্রামী মুখপত্র 'বলশেভিকে' এঙ্গেলসের নিবন্ধটি এই ভেবে মুদ্রিত করা কি যথাযথ যে তা পথ দেখাবে বা যা-ই হোক না কেন সেটা গভীর শিক্ষাপ্রদ একটি নিবন্ধ বটে—কারণ এটা স্পষ্ট যে 'বলশেভিকে এটা ছাপানোর অর্থ হবে ঘুরিয়ে সেটাকে ঐরকম গ্রহণযোগ্য বলে সুপারিশ দেওয়া?

আমার মতে এটা যথাযথ নয়।

জে. ভি. স্তালিন

(১৯শে জুলাই, ১৯৩৪ সি. পি. এস. ইউ-এর পলিটব্যুরোর সদস্যদের প্রতি একটি চিঠি হিসেবে লিখিত)

বলশেভিক, সংখ্যা ৯

মে, ১৯৪১

মার্কসবাদ বনাম উদারনীতিবাদ

এইচ. জে. ওয়েল্‌সের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

২৩শে জুলাই, ১৯৩৪

ওয়েল্‌স্‌ঃ মি. স্টালিন, আমার সঙ্গে সাক্ষাতে রাজী হওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে খুবই বাধিত। আমি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলাপ করেছি এবং তার মূল ধারণাগুলো ঠিকমত জানতে চেষ্টা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি যে দুনিয়াকে পাল্টানোর জন্য আপনি কি করছেন·····

স্তালিনঃ তেমন বেশী কিছু নয় ·····

ওয়েল্‌স্‌ঃ একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমি দুনিয়া ঘুরে বেড়াই আর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমার চারপাশে কি চলছে তা লক্ষ্য করি।

স্তালিনঃ আপনার মত গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি 'সাধারণ মানুষ' নয়। অবশ্য একমাত্র ইতিহাসই দেখাতে পারে যে এই বা সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি কত গুরুত্বপূর্ণ; যা-ই হোক, একজন 'সাধারণ মানুষ' হিসেবে আপনি দুনিয়াকে দেখেন না।

ওয়েল্‌স্‌ঃ আমি বিনয়ের ভান করছি না। আমি যা বোঝাতে চাইছি তা এই যে আমি দুনিয়াটাকে দেখার চেষ্টা করি সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে, দলীয় রাজনীতিবিদ বা দায়িত্বশীল প্রশাসকের চোখ দিয়ে নয়। আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর আমার মনকে উত্তেজিত করেছে। পুরানো আর্থিক দুনিয়াটা ভেঙে পড়ছে; দেশের অর্থনৈতিক জীবন নতুন কর্মনীতির ওপর আবার সংগঠিত করা হচ্ছে। লেনিন বলেছিলেনঃ 'আমাদের নিশ্চয়ই ব্যবসা করা শিখতে হবে, এটা শিখতে হবে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে।' আজকে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আয়ত্ত করার জন্য পুঁজিপতিদের আপনাদের কাছ থেকে শিখতে হবে। আমার মনে হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা ঘটছে তা হল এক গভীর ব্যাপক পুনর্বিন্যাস, পরিকল্পিত অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি। আপনি এবং রুজভেল্ট দুটি ভিন্ন আরম্ভস্থল থেকে যাত্রা

সুরু করেছেন। কিন্তু মস্কো ও ওয়াশিংটনের ভেতর কি একটা চিন্তাধারার সম্পর্ক, চিন্তাধারার একটা আত্মীয়তা নেই? এখানে যা আমি চলতে দেখছি ওয়াশিংটনে আমি ঠিক তা-ই দেখে বিস্মিত হয়েছি; ওরা অফিস-কাছারি তৈরি করছে, ওরা তৈরি করছে অনেক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-সংস্থা, ওরা সংগঠিত করছে বহুদিনের চাহিদামত একটি সরকারী কর্মচারী-বাহিনী। আপনাদেরই মত ওদেরও প্রয়োজন নির্দেশক ক্ষমতার।

স্তালিন: সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা যেটা অনুসরণ করছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা থেকে পৃথক একটা লক্ষ্যই অনুসরণ করছে। মার্কিনীরা যে লক্ষ্য অনুসরণ করছে সেটা উদ্ভূত হয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে, অর্থনৈতিক সংকট থেকে। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী কার্যকলাপের ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক বনিয়াদটিকে না পাল্‌টিয়ে মার্কিনীরা তাদের সংকট থেকে মুক্তি চাইছে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সঞ্জাত যে ধ্বংস, যে ক্ষতি তাকে তারা একটা স্বল্পতায় নামিয়ে আনতে চাইছে। এখানে কিন্তু আপনি জানেন যে পুরানো বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদের জায়গায় একটি আত্যন্ত পৃথক, একটি নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনার উল্লিখিত ঐ মার্কিনীরা যদি অংশতও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে অর্থাৎ এইসব ক্ষয়ক্ষতিকে একেবারে কমে নামিয়ে আনতে পারে তাহলেও তারা বর্তমান এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য নিহিত তার মূলগুলোকে বিনাশ করবে না। তারা সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বজায় রাখছে যা অবশ্যম্ভাবী ও অবধারিতভাবেই উৎপাদন ক্ষেত্রে ডেকে আনবে নৈরাজ্য। সুতরাং এটা কোন সমাজ পুনর্সংগঠনের ব্যাপার নয়, নয় নৈরাজ্য ও সংকটের জনক পুরানো সমাজব্যবস্থা বিনাশের ব্যাপার। বড় জোর এটা হবে সেই ব্যবস্থার কিছু কিছু বাড়াবাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিষয়ীগতভাবে বোধ হয় এই মার্কিনীরা মনে করে যে সমাজকে তারা নতুন করে সংগঠিত করছে; কিন্তু বস্তুগতভাবে তারা সমাজের বর্তমান বনিয়াদটাকেই বজায় রাখছে। এই কারণেই বস্তুগতভাবে সমাজের কোনও পুনর্সংগঠন হবে না।

কোনও পরিকল্পিত অর্থনীতিও হবে না। পরিকল্পিত অর্থনীতিটা কি? এর লক্ষণগুলো কি? পরিকল্পিত অর্থনীতি বেকার সমস্যাকে বিনাশের চেষ্টা করে। মনে করা যাক যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বজায় রেখেই বেকার সমস্যাকে

একটা নির্দিষ্ট স্বল্পতায় হ্রাস করে আনা সম্ভব। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই কোনও পুঁজিপতি কখনই সেই বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ বিনাশে রাজী হবে না, সেই রিজার্ভ বেকার বাহিনীর বিনাশে রাজী হবে না যার উদ্দেশ্য হল শ্রম বাজারের ওপর চাপ আনা, সস্তা শ্রমের যোগানকে সুনিশ্চিত করা। এখানেই আপনি পাবেন বুর্জোয়া সমাজের 'পরিকল্পিত অর্থনীতির' অন্যতম ফাঁক। পুনশ্চ, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ধরে নেওয়া হয় যে শিল্পের সেই সব শাখাতেই বর্ধিত উৎপাদন করা হবে যেগুলো জনগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী তৈরি করে। কিন্তু আপনি জানেন যে পুঁজিবাদে উৎপাদনের প্রসারটা ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে, অর্থনীতিব সেই সব শাখাতেই পুঁজির প্রবাহ ঘটে যেখানে মুনাফার হার বেশি। জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য আপনি কখনই কোন পুঁজিপতিকে তার লোকসান ঘটাতে বাধ্য করতে এবং কম হারের মুনাফা নিতে রাজী করতে পারবেন না। পুঁজিপতিদের না হঠিয়ে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে বিনাশ না করে পরিকল্পিত অর্থনীতি সৃষ্টি অসম্ভব।[৪]

ওয়েল্‌স্ঃ আপনার বক্তব্যের অধিকাংশই আমি সমর্থন করি। কিন্তু আমি এই বিষয়টার ওপর জোর দিতে চাই যে কোন দেশ যদি সামগ্রিকভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিব নীতিকে গ্রহণ করে, সরকার যদি দৃঢ়তার সঙ্গে ক্রমশ ধাপে ধাপে এই নীতির প্রয়োগ সুরু করে তাহলে অর্থনৈতিক মুষ্টিমেয়তন্ত্র শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হবে এবং ইঙ্গ-স্যাক্সন শব্দার্থে সমাজতন্ত্র সম্ভব হবে। রুজভেল্টের 'নয়া ব্যবস্থা (New Deal)'[৫] অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমার মতে সেগুলো সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। আমার মনে হয় যে দুই দুনিয়ার মধ্যে বৈরিতার ওপর জোর দেওয়ার বদলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত সমস্ত গঠনমূলক শক্তির মধ্যে একটা সাধারণ ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করা।

স্তালিনঃ ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে বজায় রাখার পাশাপাশি পরিকল্পিত অর্থনীতির নীতিসমূহের বাস্তব রূপায়ণের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি রুজভেল্টের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত গুণাবলীকে, তার উদ্যম, সাহস ও দৃঢ়তাকে ছোট করতে আদৌ চাই না। নিঃসন্দেহে সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সকল নায়কের মধ্যে রুজভেল্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। সেই কারণেই আমি আরেকবার এটা জোর দিয়ে বলতে চাই যে পুঁজিবাদের পরিবেশে পরিকল্পিত অর্থনীতি অসম্ভব এই মর্মে

আমার বিশ্বাসের অর্থ এমন নয় যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, প্রতিভা ও সাহস সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ আছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয় তাহলে যে লক্ষ্যের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেখানে সব-চেয়ে প্রতিভাবান নায়কও পৌছাতে পারেন না। তত্ত্বগতভাবে অবশ্য পুঁজি-বাদের পরিবেশেও ক্রমশ ধাপে ধাপে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় না যাকে আপনি ইঙ্গ-স্যাক্সন শব্দার্থে 'সমাজতন্ত্র' বলছেন। কিন্তু এই 'সমাজতন্ত্রটি' কেমন হবে? বড় জোর তা হবে পুঁজিবাদী মুনাফার সবচেয়ে লাগামছাড়া ব্যক্তি-মুখপাত্রকে কিছুটা মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-নিয়মণের নীতিব কিছু বর্ধিত প্রয়োগ। সে তো খুব ভালই। কিন্তু যেই রুজভেল্ট বা সমকালীন বুর্জোয়া বিশ্বের অন্য কোনও নেতা পুঁজিবাদের বনিয়াদের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর করার দিকে হাত দিতে এগোবেন তখনই তিনি অনিবার্যভাবেই চূড়ান্ত পরাজয়ে ভুগবেন। ব্যাঙ্ক, শিল্প, বড় বড় উদ্যোগ, বৃহৎ কলকারকানা রুজভেল্টের হাতে নয়। এসবই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রেলপথ, বাণিজ্য-নৌবহর—এইসবই ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে। আর সর্বোপরি দক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগরদের বাহিনী—এরাও রুজভেল্টের নির্দেশের অধীন নয়, এরা হল ব্যক্তিগত মালিক-দের হুকুমের অধীন। পুঁজিবাদী বিশ্বে রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে ভুলে যাওয়া আমাদের চলবে না। রাষ্ট্র হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা দেশের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করে, 'শৃঙ্খলা' বজায় রাখায়; তা হল কর সংগ্রহের একটি হাতিয়ার। কঠোর শব্দার্থে যেটাকে অর্থনীতি বলা হয় সে ব্যাপারে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিশেষ কিছু করে না; সেটা রাষ্ট্রের হাতে থাকে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী অর্থনীতির করায়ত্ত। সেই কারণেই আমার আশঙ্কা যে সকল উদ্যম ও যোগ্যতা সত্ত্বেও আপনার উল্লিখিত লক্ষ্যে রুজভেল্ট পৌছাবেন না—অবশ্য যদি সেটা তাঁরও লক্ষ্য হয়। হয়ত কয়েক প্রজন্ম বাদে এই লক্ষ্যের দিকে কিছুটা যাওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে এমনকি সেটাও খুব সম্ভাব্য নয়।

ওয়েল্‌স্: মনে হয় আপনার থেকে আমি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ধারাকে বিশ্বাস করি। আরও উন্নত সংগঠনের জন্য, সমাজের আরও উন্নত পরিচালনার জন্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়াসী বিরাট ব্যাপক সব শক্তিকে সক্রিয় করে তুলেছে বিভিন্ন আবিষ্কার ও আধুনিক

বিজ্ঞান। সামাজিক সব তত্ত্বনিরপেক্ষেই সংগঠন এবং ব্যক্তি-কার্যাবলীর নিয়মণ যান্ত্রিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি ব্যাঙ্কগুলোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দিয়ে সুরু করি ও তারপর পরিবহণ, ভারী শিল্প, সাধারণভাবে সকল শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে হাত দিই তাহলে এরকম একটা সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখার ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমতুল হয়ে উঠবে। এটা হবে সামাজিককরণের প্রক্রিয়া। সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সাদা আর কালোর মত পরস্পরের বিপরীত নয়। এ-দুইয়ের মধ্যে অনেক অন্তর্বর্তী পর্যায় রয়েছে। এমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আছে যা দস্যুতার কাছা-কাছি আর এমন শৃঙ্খলা ও সংগঠন আছে যা সমাজতন্ত্রের সমগোত্র। পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন অনেকটাই নির্ভর করে অর্থনীতির সংগঠকদের ওপর, দক্ষ প্রযুক্তিবিদ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর যারা ধাপে ধাপে সমাজ-তান্ত্রিক সংগঠন-নীতিসমূহের প্রতি দীক্ষিত হতে পারে। আর এটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সংগঠন আসে সমাজতন্ত্রের আগে। এটা হল আরও গুরুত্বপূর্ণ সত্য। সংগঠন ছাড়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিছক আদর্শমাত্র।

স্তালিন: ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে, একক ব্যক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে কোন মীমাংসার অসাধ্য সংঘাত নেই বা তা থাকা উচিতও নয়। এরকম কোন সংঘাত থাকা উচিত নয় এই কারণে যে সমষ্টিবাদ, সমাজতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থকে অস্বীকার করে না বরং সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থ থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে পারে না। কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজই এই ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহকে সবচেয়ে পূর্ণভাবে মেটাতে পারে। তারও বেশি; একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই ব্যক্তির স্বার্থসমূহকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে পারে। এই দিক থেকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মীমাংসার অসাধ্য কোন সংঘাত নেই। কিন্তু শ্রেণী-সমূহের মধ্যে সংঘাতকে, সম্পত্তিবান শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে মেহনতি শ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীর সংঘাত কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? একদিকে আমাদের আছে সম্পত্তিবান শ্রেণী যে ব্যাঙ্ক, কারখানা, খনি, পরিবহণ, উপনিবেশগুলোর বাগিচার মালিক। এই লোকগুলো নিজেদের স্বার্থ ছাড়া, মুনাফার জন্য তাদের কঠোর প্রয়াসটি ছাড়া আর কিছুই দেখে না। তারা সমষ্টির ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়ায় না; তারা প্রত্যেক সমষ্টিকেই তাদের

নিজেদের ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়াবার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে আছে দরিদ্রদের শ্রেণী, শোষিত শ্রেণী যাদের কোন কলকারখানার বা ব্যাঙ্কের মালিকানা নেই, যারা পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়, যারা নিজেদের সবচেয়ে প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মেটানোর সুযোগও পায় না। এইরকম বিপরীত স্বার্থ ও প্রচেষ্টার মধ্যে কি রকম করে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব? আমি যতদূর জানি রুজভেল্ট তো এই স্বার্থগুলোর মধ্যে মীমাংসা করার পথ খুঁজে পেতে সফল হন নি। আর অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে এটা অসম্ভব। প্রসঙ্গত·বলি যে আমি যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কখনও থাকি নি এবং মার্কিন ঘটনাবলী মূলত পত্রপত্রিকা থেকেই পর্যবেক্ষণ করি তাই আমার থেকে আপনি সে দেশের পরিস্থিতি আরও ভাল জানেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করার ক্ষেত্রে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। আর এই অভিজ্ঞতা আমাকে এ-কথা বলে যে রুজভেল্ট যদি পুঁজিপতি শ্রেণীর মূল্যে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ পূরণের জন্য কোনও প্রকৃত প্রচেষ্টা চালান তাহলে সেই পুঁজিপতি শ্রেণী তার জায়গায় আরেকজন রাষ্ট্রপতিকে বসাবে। পুঁজিপতিরা বলবে: রাষ্ট্রপতিরা আসবে-যাবে, কিন্তু আমরা চিরকাল থাকব; এই বা ঐ রাষ্ট্রপতি যদি আমাদের স্বার্থরক্ষা না করে তাহলে অন্য একজনকে আমরা খুঁজে বার করব। পুঁজিপতি শ্রেণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি কি বিরোধিতা করতে পারে?

ওয়েল্‌স্: মানুষকে এই ধনী ও দরিদ্রের ভেতর সরলীকৃত শ্রেণীবিভাগ করার আমি বিরোধী। নিশ্চয়ই এরকম একদল লোক আছে যারা কেবল মুনাফার জন্যই প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু ঠিক এখানকারই মত পাশ্চাত্যেও কি এইসব লোককে জঘন্য বলে মনে করা হয় না? পাশ্চাত্যে কি এমন অসংখ্য লোক নেই যাদের কাছে মুনাফা কোনও শেষ লক্ষ্য নয়, যারা কিছুটা সম্পদের অধিকারী, যারা লগ্নী করতে চায় আর এই লগ্নী থেকে একটা মুনাফা অর্জনও করতে চায়, কিন্তু যারা এটাকেই মূল লক্ষ্য বলে গণ্য করে না? তারা বিনিয়োগকে একটি অসুবিধাজনক আবশ্যকতা বলেই মনে করে। এরকম অসংখ্য সক্ষম ও নিষ্ঠাবান ইঞ্জিনীয়ার, অর্থনীতির সংগঠক কি নেই যাদের কার্যকলাপ মুনাফা ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারাই উৎসাহিত হয়ে থাকে? আমার মতে এমন যোগ্য মানুষের একটি বিরাট শ্রেণী আছে যারা বর্তমান ব্যবস্থাটিকে অসন্তোষজনক বলে স্বীকার করে এবং যারা ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক

সমাজে একটি মহান্ ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে। গত কয়েক বছর ধরেই ইঞ্জিনীয়ার, বৈমানিক, সামরিক-কারিগরি বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত লোক ইত্যাদি মানুষের বিরাট মহলের মধ্যে আমি সমাজতন্ত্র ও বিশ্বনাগরিকবাদের অনুকূলে প্রচারকার্যে যথেষ্ট নিযুক্ত থেকেছি এবং এর প্রয়োজন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। দুই-পথের শ্রেণী-যুদ্ধবিষয়ক প্রচারের মাধ্যমে এইসব মহলের নাগাল পেতে চাওয়া নিরর্থক। এইসব মানুষ দুনিয়ার অবস্থাটা বোঝে না তারা বোঝে যে এটা হল একটি রক্তাক্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা। কিন্তু আপনাদের সাদামাটা শ্রেণী-যুদ্ধের দ্বন্দ্বকেও তারা অর্থহীন বলে গণ্য করে।

স্তালিন: ধনী ও দরিদ্র মানুষের সরলীকৃত শ্রেণীবিভাগে আপনার আপত্তি। অবশ্য একটা মধ্য স্তর আছে, সেখানে আছে প্রকৌশলবিদ বুদ্ধিজীবীরা যাদের কথা আপনি বলেছেন এবং যাদের মধ্যে খুব ভাল ও খুব সৎ মানুষ আছেন। তাদের মধ্যে অসৎ ও বদমায়েস লোকও আছে, সব রকম মানুষই আছে তাদের ভেতর। কিন্তু সর্বপ্রথমে মানুষ ধনী ও দরিদ্রে, সম্পত্তির মালিক ও শোষিতে বিভক্ত। এই মৌল বিভাগটি থেকে এবং দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার মানে হল মৌল সত্য থেকেই নিজেকে সরিয়ে রাখা। আমি সেই অন্তর্বর্তী মধ্য স্তরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছি না, যারা এই দুটি বিরোধী শ্রেণীর কোন না কোন পক্ষ গ্রহণ করে অথবা এই সংগ্রামে একটি নিরপেক্ষ বা আধা-নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু আমি আবার বলছি যে সমাজের এই মৌল বিভাগ থেকে এবং দুটি প্রধান শ্রেণীর ভেতর এই মৌল সংগ্রাম থেকে সরে থাকার অর্থ হল সত্যকেই উপেক্ষা করা। সংগ্রাম চলছে আর চলবেও। তার ফলাফল নির্ধারণ করবে সর্বহারাশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী।

ওয়েল্স্: কিন্তু এমন অনেক মানুষ কি নেই যারা দরিদ্র নয় কিন্তু যারা কাজ করে এবং উৎপাদনশীলভাবেই কাজ করে?

স্তালিন: নিশ্চয়ই আছে। আছে ছোট জমির মালিক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ীরা। কিন্তু একটা দেশের ভবিষ্যত এরা স্থির করে না। সেটা নির্ধারণ করে মেহনতি মানুষ যারা সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস উৎপাদন করে।

ওয়েল্স্: কিন্তু নানান ধরনের পুঁজিপতি তো আছে। এরকম পুঁজিপতি তো আছে যারা কেবল মুনাফার কথা, কেমন করে বড়লোক হওয়া

যায় সেই কথা ভাবে; আবার এমনও আছে যারা ত্যাগ স্বীকারে তৈরি। উদাহরণস্বরূপ প্রবীণ মর্গ্যানের কথা ধরুন। সে কেবল মুনাফার কথা ভেবেছিল; সে ছিল সমাজের বুকে একটা পরভৃৎ, ব্যস্, সে কেবল ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করেছে। কিন্তু রকফেলারের কথা ধরুন। সে একজন চমৎকার সংগঠক। তেল চালানকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় সে ব্যাপারে সে এমন এক দৃষ্টান্ত রেখেছে যার সমকক্ষ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া চলে। অথবা ফোর্ডের কথা ধরা যাক। অবশ্য ফোর্ড স্বার্থপর। কিন্তু যুক্তিবিন্যস্ত উৎপাদনের সে কি এমন একজন উৎসাহী সংগঠক নয় যার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা নিতে পারেন? আমি এই তথ্যটি জোর দিয়ে বলতে চাই যে ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মতামতের ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এর কারণ হল সব প্রথমে জাপানের অবস্থা ও জার্মানীর ঘটনাবলী। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে উদ্ভূত কারণগুলো ছাড়া এর অন্যান্য কারণও আছে। আরও গভীর একটা কারণ হল এই যে অনেক মানুষই এই তথ্যটি স্বীকার করেছে যে ব্যক্তিগত মুনাফার ওপর দাঁড়ানো ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় যে দুই দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলোকে আমাদের সামনে আনা কিছুতেই উচিত নয়, বরং উচিত সমস্ত গঠনমূলক আন্দোলনকে, সমস্ত গঠনমূলক শক্তিকে যথাসম্ভব এক লাইনে সমন্বিত করার জন্য কঠোর চেষ্টা চালানো। আমার মনে হয় যে, মি. স্টালিন আপনার থেকে আমি বেশি বামপন্থী; পুরানো ব্যবস্থাটা যতটা ভাঙনের কাছাকাছি বলে আপনি মনে করেন আমার মনে হয় তার থেকে বেশিই সেটা ভাঙনের দিকে এগিয়েছে।

স্তালিন: কেবল মুনাফার জন্য, কেবল ধনী হওয়ার জন্য যারা চেষ্টা চালায় সেই পুঁজিপতিদের কথা বলতে গিয়ে আমি এটা বলতে চাই না যে এরা হল সবচেয়ে অযোগ্য ব্যক্তি, একেবারে কিছুই করতে সক্ষম নয়। এদের অনেকেরই যে নিঃসন্দেহে বিরাট সংগঠনী ক্ষমতা আছে তা অস্বীকার করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আমরা সোভিয়েত জনগণ অনেক কিছুই শিখি। আর সেই যে মর্গান যাকে অমন বিরূপভাবে আপনি বর্ণনা করলেন সে-ও ছিল নিঃসন্দেহেই একজন ভাল ও যোগ্য সংগঠক। কিন্তু আপনি যদি এমন মানুষের কথা বলতে চান যারা দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলতে প্রস্তুত তাহলে অবশ্য আপনি এমন

কাউকেই খুঁজে বার করতে পারবেন না মুনাফার স্বার্থকে বিশ্বস্তভাবে যারা সেবা করে থাকে সেইসব লোকদের সারি থেকে। তারা আর আমরা বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। আপনি ফোর্ডের কথা তুলেছেন। নিশ্চয়ই সে উৎপাদন বিষয়ে একজন যোগ্য সংগঠক। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীটা কি আপনার অজানা? জানেন না যে কত অসংখ্য শ্রমিককে সে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে? একজন পুঁজিপতি মুনাফার সঙ্গে অচলভাবে বাঁধা থাকে। দুনিয়ার কোনও শক্তিই তাকে সেটা থেকে ছিঁড়ে সরাতে পারে না। পুঁজিবাদের বিনাশ হবে উৎপাদনের 'সংগঠকদের' হাতে নয়, নয় প্রকৌশলবিদ বুদ্ধিজীবীদের হাতে, তার বিনাশ আনবে শ্রমিকশ্রেণী কারণ পূর্বোল্লিখিত স্তরগুলো কোনও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে না। ইঞ্জিনীয়ার, উৎপাদক-সংগঠকেরা নিজের পছন্দমত কাজ করে না, সে কাজ করে তার ওপর যে হুকুম জারী হয় সেই মত যাতে তার মালিকদের স্বার্থের সেবা করা যায়। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে; এই স্তরটিতে এমন মানুষ আছে যারা পুঁজিবাদের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৌশলবিদ বুদ্ধিজীবীরা যাদু ঘটাতে পারে এবং মানুষের বিরাট কল্যাণ করতে পারে। কিন্তু তারা বিরাট ক্ষতিও করতে পারে। প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আমাদের—সোভিয়েত জনগণের কিছু কম অভিজ্ঞতা নেই। অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশেষ অংশ নতুন সমাজ নির্মাণের কাজে অংশ নিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা এই নির্মাণকার্যের বিরোধিতা করেছিল ও তার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত চালিয়েছিল। প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের এই নির্মাণকার্যে সামিল করার জন্য যা কিছু করা আমাদের সম্ভব ছিল সবই আমরা করেছি, এটা-সেটা চেষ্টা চালিয়েছি। নতুন ব্যবস্থাকে সহায়তা করতে সক্রিয়ভাবে রাজী হতে আমাদের প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের কম সময় লাগে নি। আজ এই প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে ভাল অংশটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাতাদের সামনের সারিতে রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থাকার ফলে প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের ভাল ও মন্দ দিকের উনমূল্যায়ণ আমরা আদপেই করি না এবং আমরা জানি যে এক দিকে তারা ক্ষতি করতে পারে আবার অন্যদিকে তারা 'যাদু' ঘটাতে পারে। 'অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা হত যদি এক আঘাতেই প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদেরকে পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে আত্মিকভাবে

বিচ্ছিন্ন করে আনা সম্ভব হত। কিন্তু সেটা কল্পস্বর্গবৎ অলীক। প্রকৌশল-বিদ-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কি এমন অনেকসংখ্যক ব্যক্তি আছে যারা বুর্জোয়া দুনিয়া ভেঙে বেরিয়ে আসতে ও সমাজকে পুনর্নির্মাণের কাজের ভার নিতে সাহস পাবে? আপনি কি মনে করেন যে এই ধরনের মানুষ অনেকই আছে, ধরুন ইংল্যাণ্ডে বা ফ্রান্সে? না, এমন মানুষ স্বল্পসংখ্যকই আছে যারা তাদের মালিকের কাছ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে ও দুনিয়াটাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজ সুরু করতে আগ্রহী।

তাছাড়া এই সত্যটির থেকে দৃষ্টি সরানো কি সম্ভব যে দুনিয়ার রূপ বদলের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন আবশ্যক? আমার মনে হয়, মি. ওয়েল্‌স্‌, আপনি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটির বড় ঊনমূল্যায়ণ করেছেন আর সেটা আপনার ধারণা থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে গেছে। ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি তুলতে যারা অক্ষম এবং যাদের হাতে ক্ষমতা নেই তারা দুনিয়ায় সর্বোত্তম অভিপ্রেত থাকা সত্ত্বেও কিই বা করতে পারে? বড় জোর তারা সেই শ্রেণীটিকে সাহায্য করতে পারে যে ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু তারা নিজেরা দুনিয়াটাকে বদলাতে পারে না। এটা একমাত্র পারে সেই বিরাট শ্রেণী যে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করবে এবং পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন আগে ছিল সেইরকম সার্বভৌম প্রভু হয়ে উঠবে। এই শ্রেণীটি হল শ্রমিকশ্রেণী। প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণীয়; আর এর বদলে তাদেরকেও সাহায্য করতে হবে। কিন্তু এরকম চিন্তা অবশ্যই চলবে না যে প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীরা একটি স্বাধীন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে। দুনিয়ার রূপান্তরণ হল একটি বিরাট, জটিল ও যন্ত্রণাদায়ী প্রক্রিয়া। এই কর্তব্য পালনের জন্য একটি বিরাট শ্রেণীর প্রয়োজন। বড় বড় জাহাজই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় যায়।

ওয়েল্‌স্‌ঃ হাঁ, কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্য একজন ক্যাপ্টেন ও নাবিকের প্রয়োজন।

স্তালিনঃ সেটা সত্য; কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রথম প্রয়োজন হল বড় জাহাজ। জাহাজ ছাড়া নাবিক কে? সে তো এক অলস ব্যক্তি।

ওয়েল্‌স্‌ঃ বড় জাহাজটি হল মানবসমাজ, কোনও একটি শ্রেণী নয়।

স্তালিনঃ দেখুন মি. ওয়েল্‌স্‌, আপনি স্পষ্টতই এই ধারণা থেকে

এগোচ্ছেন যে সব মানুষই ভাল; আমি কিন্তু ভুলি না যে অনেক বদমায়েস লোক আছে। আমি বুর্জোয়াশ্রেণীর ভালত্বে বিশ্বাসী নই।

ওয়েল্‌স্‌ঃ কয়েক দশক আগে প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপারে যে পরিস্থিতিটা ছিল আমার তা মনে পড়ে। সে সময় প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় অল্প ছিল, কিন্তু অনেক কিছু করার ছিল এবং প্রত্যেক ইঞ্জিনীয়ার, প্রকৌশলবিদ ও বুদ্ধিজীবী তার সুযোগটা খুঁজে পেয়েছিল। সেই জন্যই প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীরা ছিল সবচেয়ে কম বিপ্লবী শ্রেণী। কিন্তু এখন প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবেই প্রচুর এবং তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে খুব তীক্ষ্ণভাবে। যে দক্ষ মানুষটি আগে বৈপ্লবিক কথাবার্তায় কখনও কান দেয় নি, সে এখন এ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। সম্প্রতি আমি আমাদের মহান ইংরাজ বৈজ্ঞানিক সমিতি রয়্যাল সোসাইটির সঙ্গে একটি ভোজে বসেছিলাম। সভাপতির ভাষণটি ছিল সামাজিক পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের জন্য। এখন আমি তাদেরকে যা বলছি ত্রিশ বছর আগে তারা তাতে কান দিত না। আজকে রয়্যাল সোসাইটির শীর্ষে যে ব্যক্তিটি আছেন তিনি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন ও মানবসমাজের বৈজ্ঞানিক পুনর্সংগঠনের ওপর জোর দেন। মানসিসকতা পাল্টায়। আপনার শ্রেণী-যুদ্ধের প্রচার এইসব তথ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে নি।

স্তালিনঃ হাঁ। আমি এটা জানি। আর এটার ব্যাখ্যা করতে হবে এই তথ্য দিয়ে যে পুঁজিবাদী সমাজ আজ একটা কানাগলিতে পড়ে আছে। এই কানাগলি থেকে বেরোবোর এমন একটি রাস্তা পুঁজিপতিরা খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না যেটা এই শ্রেণীর মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তারা হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এই সংকট থেকে খানিকটা বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তারা এমন একটি নির্গম পথ খুঁজে বার করতে অক্ষম যেখান দিয়ে তারা মাথা-উঁচু করে হেঁটে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং যে পথ পুঁজিবাদের স্বার্থকে বুনিয়াদি দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করবে না। এই বিষয়টি অবশ্য প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ উপলব্ধি করেছে। তাদের একটা বড় অংশ তাদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সেই শ্রেণীটির স্বার্থসমূহের অভিন্নতাকে উপলব্ধি কবতে সুরু করেছে যে ঐ কানাগলিটা থেকে বেরোবার পথ নির্দেশ করতে সক্ষম।

ওয়েল্‌স্‌ঃ মি. স্তালিন, বিপ্লবের ব্যাপারে তার ব্যবহারিক দিক থেকে সকলের চাইতে আপনি কিছু বেশিই জানেন। আচ্ছা, এই জনগণ কি কখনও জেগে ওঠে? এটা কি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য নয় যে সব বিপ্লবই সমাধা করে সংখ্যালঘুরা?

স্তালিন: বিপ্লব সম্ভব করার জন্য একটি নেতৃত্বদায়ী বিপ্লবী সংখ্যালঘুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তত নিষ্ক্রিয় সমর্থনের ওপর আস্থা না রাখতে পারলে সবচেয়ে প্রতিভাবান, নিষ্ঠাবান ও উদ্যমশীল সংখ্যালঘুও অক্ষম হয়ে পড়বে।

ওয়েল্‌স্‌ঃ অন্তত নিষ্ক্রিয়? সম্ভবত অবচেতন?

স্তালিন: কিছুটা পরিমাণে আধা-প্রেরণাপ্রসূত এবং আধা-চেতনও, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন ছাড়া সর্বোত্তম সংখ্যালঘুও নির্বীর্য।

ওয়েল্‌স্‌ঃ পাশ্চাত্যে কমিউনিস্ট প্রচারকার্য আমি লক্ষ্য করি আর আমার মনে হয় যে আধুনিক পরিবেশে সেই প্রচারটা বড সেকেলে শোনায় কারণ সেটা হল বিদ্রোহাত্মক প্রচার। সমাজব্যবস্থার বলপূর্বক উৎসাদনের অনুকূলে প্রচার খুবই ভাল যদি তা স্বৈরনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আধুনিক পরিবেশে ব্যবস্থাটা যখন যেভাবেই-হোক ভেঙেই পড়ছে তখন জোরটা দেওয়া উচিত দক্ষতার ওপব, যোগ্যতার ওপর, উৎপাদনশীলতার ওপর; বিদ্রোহের ওপর নয়। আমার মনে হয় যে বিদ্রোহের ভাবটা সেকেলে। পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট প্রচারকার্য গঠনমূলক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের কাছে বোকামিবিশেষ।

স্তালিন: পুরানো ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই ভেঙে পড়ছে ও ক্ষয়ে চলেছে। সেটা সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি যে এই মুমূর্ষু ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য তাকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য মাধ্যম দিয়ে সব রকমের উপায় দিয়ে নতুন নতুন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একটি সঠিক স্বীকৃত বিষয় থেকে আপনি একটি ভুল সিদ্ধান্ত টানছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে পুরানো দুনিয়াটা ভেঙে পড়ছে। কিন্তু আপনি যে ভাবছেন এটা নিজে থেকেই ভেঙে পড়ছে সেটা ভুল। না, তা নয়। একটা সমাজব্যবস্থা সরিয়ে তার বদলে আরেকটি সমাজব্যবস্থার উদ্ভব এক জটিল ও দীর্ঘ বিপ্লবী প্রক্রিয়া। এটা নিছক কোনও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়, পক্ষান্তরে এ হল একটি সংগ্রাম, এ হল শ্রেণীসমূহের সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত একটি প্রক্রিয়া। ধনতন্ত্রের ক্ষয় হচ্ছে বটে, কিন্তু তার

সঙ্গে নিছক একটা গাছের তুলনা করা চলবে না যা এত দূর ক্ষয়ে গেছে যে নিজে নিজেই মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য। তা হয় না। বিপ্লব—একটা সমাজব্যবস্থা সরিয়ে আরেকটির আসা সব সময়েই একটি সংগ্রাম, একটি যন্ত্রণাদায়ী ও নিষ্ঠুর সংগ্রাম, একটি জীবনমৃত্যু সংগ্রাম। আর সর্বদাই নতুন পৃথিবীর যে মানুষেরা ক্ষমতায় এসেছে তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয়েছে বলপূর্বক পুরানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য পুরানো দুনিয়ার প্রচেষ্টা থেকে; নতুন ব্যবস্থার ওপর পুরানো দুনিয়ার আক্রমণকে রুখবার জন্য দুনিয়ার এই মানুষদের সব সময়েই সজাগ, সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

হাঁ, আপনি যখন বলেন যে পুরানো সমাজব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে তখন ঠিকই বলেন। কিন্তু সেটা তার নিজের থেকেই ভেঙে পড়া নয়। উদাহরণ-স্বরূপ ফ্যাসিবাদের কথা ধরুন। ফ্যাসিবাদ হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যা পুরানো ব্যবস্থাকে হিংস্র উপায়ে বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ফ্যাসিস্টদের বেলায় আপনি কি করবেন? তাদের সঙ্গে তর্ক চালাবেন? যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাবেন? কিন্তু তাদের ওপর এসব কিছুরই প্রভাব পড়বে না। কমিউনিস্টরা আদপেই হিংসার পদ্ধতিকে মতাদর্শরূপ দিতে চায় না। কিন্তু তারা, কমিউনিস্টরা হঠাৎ চমকে যেতেও চায় না, তারা এর ওপর নির্ভর করতে পারে না যে পুরানো দুনিয়াটা স্বেচ্ছায় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবে, তারা দেখে যে পুরানো ব্যবস্থাটি নিজেকে সহিংস পথেই রক্ষা করছে আর সেইজন্যই কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীকে বলে: হিংসার জবাব হিংসায় দাও; পুরানো মুমূর্ষু ব্যবস্থার হাতে তোমার ধ্বংসকে রুখবার জন্য যা পার তাই কর, তোমার হাতে—যে হাত দিয়ে তুমি পুরানো ব্যবস্থাকে উৎখাত করবে সেই হাতে তাকে হাতকড়া পরাতে দিও না! দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি সমাজব্যবস্থা দিয়ে অন্য সমাজব্যবস্থার অপসারণকে কমিউনিস্টরা নিছক একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে না, গণ্য করে একটি জটিল, দীর্ঘ ও সহিংস প্রক্রিয়া হিসেবে। কমিউনিস্টরা ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করে না।

ওয়েল্স্: কিন্তু ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আজ যা ঘটছে সেদিকে চেয়ে দেখুন। সে ভাঙনটা কোনও সাদামাটা ধরনের নয়; তা হল প্রতিক্রিয়াশীল হিংসার বিস্ফোরণ যা দুর্বৃত্তিতে অধঃপতিত হয়েছে। আর আমার মনে হয় যে প্রতিক্রিয়াশীল ও নির্বুদ্ধি হিংসার সঙ্গে যখন সংঘাত আসে তখন সমাজতন্ত্রীরা

আইনের কাছে আবেদন জানাতে পারে এবং পুলিশবাহিনীকে শত্রু না ভেবে তাদের তখন উচিত প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাকে সমর্থন করা। আমি মনে করি যে পুরানো বিদ্রোহাত্মক সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা অর্থহীন।

স্তালিন: কমিউনিস্টরা নিজেদেরকে এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড় করায় যা তাদের এই শিক্ষা দেয় যে পুরানো অপ্রচলিত শ্রেণীগুলো স্বেচ্ছায় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে না। সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস স্মরণ করুন। অনেকে কি সেদিন বলেনি যে পুরানো সমাজব্যবস্থা ক্ষয়ে গেছে? কিন্তু তথাপি কি একজন ক্রমওয়েলের প্রয়োজন হয়নি সেটাকে বলপূর্বক ধ্বংস করতে?

ওলেল্স্: ক্রমওয়েল কাজ করেছিলেন সংবিধানের ভিত্তিতে এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার নামে।

স্তালিন: সংবিধানের নামে তিনি হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন, রাজার মুণ্ডপাত করেছিলেন, পার্লামেণ্টকে ছত্রখান করেছিলেন, অনেককে গ্রেপ্তার ও অনেককে নিহত করেছিলেন!

অথবা আমাদের ইতিহাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিন। এটা কি দীর্ঘকাল ধরেই স্পষ্ট ছিল না যে জারতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে? কিন্তু তার উৎসাদনের জন্য কত রক্ত ঝরেছিল?

আর অক্টোবর বিপ্লবের ব্যাপারটা কি? এরকম লোক কি অসংখ্য ছিল না যারা জানত যে আমরা বলশেভিকরাই একমাত্র সঠিক মুক্তির পথ দেখাচ্ছি? এটা কি স্পষ্ট ছিল না যে রুশ পুঁজিবাদ ক্ষয়ে গেছে? কিন্তু আপনি তো জানেন যে অক্টোবর বিপ্লবকে তার সকল শত্রু—ঘরোয়া আর পরোয়াদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি বিরাট প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, কত রক্ত ঝরেছিল।

অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের ফ্রান্সের কথা ধরুন। ১৭৮৯ সালের অনেক আগেই অনেক মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল যে রাজকীয় শক্তি কেমন পচে গেছে, সামন্তবাদী ব্যবস্থা কেমন পচা। কিন্তু একটি গণবিদ্রোহ, শ্রেণীসমূহের একটি সংঘর্ষকে এড়ানো হয়নি, এড়ানো যায়নি। কেন? কারণ হল যে শ্রেণীগুলোকে ইতিহাসের মঞ্চ ত্যাগ করতে হবে তারা কিছুতেই এটা বুঝতে চায় না যে তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাদেরকে এটা বোঝানো

অসম্ভব। তারা মনে করে যে পুরানো ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর ফাটল-গুলোকে সারানো যায়, বাঁচানো যায়। ঠিক সেই কারণেই মুমূর্ষ শ্রেণীগুলো শাসকশ্রেণী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয় ও সমস্ত রকম পদ্ধতির আশ্রয় নেয়।

ওয়েল্‌স্ঃ কিন্তু মহান্ ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বে আইনজীবীর সংখ্যা কিছু কম ছিল না।

স্তালিনঃ বিপ্লবী অন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকাকে কি আপনি অস্বীকার করেন? ফরাসী মহাবিপ্লব কি আইনজীবীদের একটা বিপ্লব ছিল? তা কি এমন একটা গণবিপ্লব ছিল না যা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিরাট বিশাল জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে বিজয় অর্জন করেছিল এবং তৃতীয় স্তরের মানুষদের (Third Estate) স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল? আর ফরাসী মহাবিপ্লবের নেতাদের মধ্যে যারা আইনজীবী ছিলেন তারা কি পুরানো ব্যবস্থার বিধান মেনে চলেছিলেন? তারা কি নতুন, বুর্জোয়া-বিপ্লবী বিধান প্রবর্তন করেন নি?

ইতিহাসের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এটাই শেখায় যে অদ্যাবধি কোনও একটি শ্রেণীও স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে অন্য শ্রেণীর স্থান করে দেয়নি? বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোনও নজির নেই। কমিউনিস্টরা ইতিহাসের এই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বেচ্ছাবিদায়কে কমিউনিস্টরা স্বাগত জানাবে। কিন্তু ঘটনাধাবার এমন একটা পরিবর্তন অসম্ভব; অভিজ্ঞতা সেইরকমই শেখায়। সেই কারণেই কমিউনিস্টরা সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে চায় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানায় সজাগ থাকতে, লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে। এমন নায়ককে কে চায় যে তার বাহিনীর সতর্কতাকে শিথিল করে দেয়, যে নায়ক এটা বোঝে না যে শত্রু আত্মসমর্পণ করবে না, তাকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে? সে রকম নায়ক হওয়ার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকানো, তার প্রতি বেইমানি করা। সেই জন্য আমি মনে করি যে আপনার কাছে যেটা সেকেলে বলে বোধ হচ্ছে বাস্তবে তা-ই হল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বৈপ্লবিক উপযোগিতার একটি ব্যবস্থা।

ওয়েল্‌স্ঃ আমি অস্বীকার করি না যে বলপ্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি যে সংগ্রামের পদ্ধতিগুলোকে কায়েমি আইনসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত সুযোগ-সুবিধাগুলোর সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাওয়াতে হবে

এবং সেগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে। পুরানো ব্যবস্থাটি যেহেতু নিজে থেকে এমনিতেই যথেষ্ট মাত্রায় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে তাই তাকে বিশৃঙ্খল করার কোনও দরকার নেই। সেই জন্যই আমি মনে করি যে পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আইনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হল সেকেলে, পুরানোপন্থী ব্যাপার। প্রসঙ্গত বলছি যে সত্যকে আরও স্পষ্ট উদঘাটনের জন্যই আমি ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন করছি। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীটাকে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করতে পারি: এক, আমি শৃঙ্খলার পক্ষে, দুই, আমি বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী এই দিক থেকেই যে তা শৃঙ্খলার আশ্বাস দিতে পারে না; তিন, আমি মনে করি যে শ্রেণীযুদ্ধের প্রচারটি ঠিক সেইসব শিক্ষিত মানুষকে সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে সমাজতন্ত্রের পক্ষে যাদের প্রয়োজন আছে।

স্তালিন: একটি মহান্ উদ্দেশ্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অবশ্যই একটা মূল শক্তি, একটা নিরাপত্তা-ব্যবস্থা, একটা বিপ্লবী শ্রেণীর প্রয়োজন আছে। তারপর প্রয়োজন হল এই মূল শক্তির জন্য একটি সহায়ক শক্তির সাহায্য সংগঠিত করা, এই ক্ষেত্রে এই সহায়ক শক্তিটি হল পার্টি যেখানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সেরা শক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই এখনই আপনি 'শিক্ষিত মানুষ'দের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কি ধরনের শিক্ষিত মানুষের কথা আপনার মনে আছে? সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ফ্রান্সে এবং অক্টোবর বিপ্লবের যুগে রাশিয়ায় পুরানো ব্যবস্থার পক্ষে অনেক শিক্ষিত মানুষ কি ছিল না? পুরানো ব্যবস্থার অধীনে অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিল যারা পুরানো ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছে, যারা নতুন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে। শিক্ষা হল এমন একটি অস্ত্র যার প্রভাব নির্দিষ্ট হয় যারা তা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের হাতে, আর যাদেরকে আঘাত দিতে হবে তাদের দ্বারা। সর্বহারাশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের অবশ্যই উচ্চশিক্ষিত মানুষকে প্রয়োজন। বুদ্ধিহীনেরা স্পষ্টতই সর্বহারা-শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে, এক নতুন সমাজ গঠন করায় সাহায্য করতে পারে না। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে আমি খাটো করছি না; বরং তার ওপর আমি জোর দিচ্ছি। কিন্তু প্রশ্নটা হল এই যে কোন্ বুদ্ধিজীবীদের কথা আমরা আলোচনা করছি? কারণ অনেক ধরনের বুদ্ধিজীবীই তো আছে।

ওয়েল্স্: শিক্ষাব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোনও বিপ্লব

হতে পারে না। দুটো দৃষ্টান্ত তুলে ধরাই যথেষ্ট : জার্মান সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত যা পুরানো শিক্ষাব্যবস্থাকে স্পর্শ করেনি আর তাই কখনও একটি সাধারণতন্ত্রও হয়ে ওঠেনি ; আর ব্রিটিশ লেবার পার্টির দৃষ্টান্ত যার ভেতর শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন আনার ওপর জোর দেওয়ার দৃঢ়তার অভাব আছে।

স্তালিন : এটা সঠিক পর্যবেক্ষণ।

এবার আমায় আপনার তিনটি বিষয়ের জবাব দেওয়ার অনুমতি দিন।

প্রথমত, বিপ্লবের জন্য প্রধান বিষয় হল একটি সামাজিক দুর্গপ্রাকারের অবস্থিতি। এই দুর্গপ্রাকারটি হল শ্রমিকশ্রেণী।

দ্বিতীয়ত, একটি সহায়ক শক্তি প্রয়োজন যেটাকে কমিউনিস্টরা পার্টি বলে থাকে। এই পার্টির ভেতর থাকে বুদ্ধিমান শ্রমিকরা প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সেইসব লোক যারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বুদ্ধিজীবীরা শক্তিশালী হতে পারে একমাত্র তখনই যদি তারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সমন্বিত হয়। যদি তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তারা শূন্যতায় পর্যবসিত হয়।

তৃতীয়ত, পরিবর্তনের একটা লিভার হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতার দরকার। নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরী করে নতুন সব আইন, নতুন ব্যবস্থা যা হল বিপ্লবী ব্যবস্থা।

আমি যে-কোনও ধরনের ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই। আমি সেই ব্যবস্থার সমর্থক যা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে খাপ খায়। কিন্তু পুরানো ব্যবস্থার কোনও আইনকে যদি নতুন ব্যবস্থার জন্য লড়াইয়ের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় তাহলে সেই পুরানো আইনকে কাজে লাগানো উচিত। আমি আপনার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে পারি না যে বর্তমান ব্যবস্থাকে সেই মাত্রায় আক্রমণ করতে হবে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে তা যে মাত্রায় সুনিশ্চিত করে না।

আর পরিশেষে বলব আপনি এরকম ভাবলে ভুল করবেন যে কমিউনিস্টরা হিংসার প্রেমে মুগ্ধ। শাসকশ্রেণী যদি স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বশ্যতা স্বীকারে রাজী হয় তাহলে কমিউনিস্টরা সহিংস পদ্ধতিগুলো বর্জন করতে খুশিই হবে। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এমন ধারণার বিরুদ্ধেই যায়।

ওয়েল্‌স্ : কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এমন একটা ঘটনা ছিল যে একটি

শ্রেণী স্বেচ্ছায় অপর একটি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। ১৮৩০ থেকে ১৮৭০ সাল এই সময়কালে অভিজাততন্ত্র—যার প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেশ রীতিমতই ছিল—তা স্বেচ্ছায় কোনও জোরদার লড়াই ছাড়াই বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিল যা রাজতন্ত্রের প্রতি একটা ভাবপ্রবণ সমর্থন যোগায়। পরবর্তীকালে এই ক্ষমতা হস্তান্তর অর্থে মুষ্টিমেয়তন্ত্রের (Financial Oligarchy) শাসনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিল।

স্তালিন: কিন্তু আপনি অলক্ষ্যেই বিপ্লবের প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রশ্নে সরে গেছেন। এটা সমান জিনিস নয়। আপনি কি মনে করেন না যে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সংস্কারের ক্ষেত্রে চার্টিস্ট আন্দোলন[৬] একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল?

ওয়েল্‌স্: চার্টিস্টরা সামান্যই কাজ করেছিল এবং কোনও ছাপ না রেখেই তারা মুছে গেছিল।

স্তালিন: আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। চার্টিস্টরা এবং যে ধর্মঘট আন্দোলনকে তারা সংগঠিত করেছিল তা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। তারা শাসকশ্রেণীকে কতকগুলো বিশেষ সুবিধাদানে বাধ্য করেছিল ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে, তথাকথিত 'পচা পৌরসংঘ' ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে এবং 'চার্টারের কতকগুলো বিষয়ের ব্যাপারে। চার্টিজ্‌ম্ কোনও গুরুত্বহীন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেনি এবং তা শাসকশ্রেণীসমূহের একটা অংশকে বাধ্য করেছিল বিরাট আঘাত এড়ানোর জন্য কতকগুলো বিশেষ সুবিধা দিতে ও সংস্কার করতে। সাধারণভাবে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের দিক থেকে, নিজেদের ক্ষমতাকে বজায় রাখার দিক থেকে বিচার করলে সমস্ত শাসকশ্রেণীর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী—অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণী উভয়েই সবচেয়ে চালাক ও সবচেয়ে নমনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক ইতিহাস থেকে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ ধর্মঘট। জেনারেল কাউন্সিল অফ্ ট্রেড ইউনিয়নস্ যখন ধর্মঘটের ডাক দিল তখন এরকম একটা ঘটনার সামনে পড়ে অন্য যে-কোনও বুর্জোয়াশ্রেণী যেটা করত তা হল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আটক করা। ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী তা করেনি এবং নিজের শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে চালাকের মত কাজ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী বা ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা এরকম একটা নমনীয়

কৌশল নেবে বলে আমি ভাবতেও পারি না। নিজেদের শাসন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীরা ছোটখাট দাবি মানতে, সংস্কার সাধন করতে কখনও শপথভঙ্গ করেনি। কিন্তু এইসব সংস্কার বৈপ্লবিক প্রকৃতির ছিল ভাবা ভুল হবে।

ওয়েল্‌স্ ঃ আমার দেশের শাসকশ্রেণীদের সম্বন্ধে আমার থেকে আপনার আরও উঁচু ধারণা আছে। কিন্তু একটা ছোট বিপ্লব ও একটা সংস্কারের মধ্যে কি বিরাট কোনও পার্থক্য আছে? একটা সংস্কার কি একটা ছোট মাপের বিপ্লব নয়?

স্তালিন ঃ কায়েমি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেও তলার থেকে চাপের দরুণ, জনসাধারণের চাপের দরুণ বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও কখনও কিছু রাজনৈতিক সংস্কারসাধনে রাজী হয়। এরকম করতে গিয়ে তারা হিসেব করে নেয় যে তাদের শ্রেণীশাসন বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই ছাড়গুলো দেওয়া প্রয়োজন। এই হল সংস্কারের সারকথা। কিন্তু বিপ্লবের অর্থ হল এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সেই জন্যই কোন সংস্কারকে বিপ্লব বলা অসম্ভব। সেই জন্যই আমরা এরকম ভরসা করতে পারি না যে সংস্কারের মাধ্যমে, শাসকশ্রেণী কর্তৃক কয়েকটা ছোটখাট দাবি মানার মাধ্যমে এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় অলক্ষ্যে উত্তরণের মত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

ওয়েল্‌স্ ঃ আপনার কাছে এই আলাপ-আলোচনার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ—আমার কাছে এটা অনেক মূল্যের। আমার কাছে বিষয়গুলো ব্যাখ্যার সময় সম্ভবত আপনার মনে পড়েছে যে কিভাবে বিপ্লবের আগে বেআইনি মহলগুলোয় আপনাকে সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদি সব দিক ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। আজকের দিনে দুজন মাত্র লোকের মতামত, তাদের প্রত্যেকটি কথা লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনছে—এ দুজন হলেন আপনি ও রুজভেল্ট। অন্যেরা যত খুশি উপদেশ দিতে পারে; তারা যা বলছে কখনও তা ছাপা হবে না বা কেউ তা শুনবেও না। আপনার দেশে কি কি হয়েছে তা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারিনি; আমি মাত্র গতকাল এসে পৌছিয়েছি। কিন্তু আমি ইতোমধ্যেই দেখেছি স্বাস্থ্যবান নরনারীর আনন্দিত মুখ এবং আমি জানি যে এখানে কিছু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হচ্ছে। ১৯২০ সালের সঙ্গে তুলনা করলে তা চমকপ্রদ।

স্তালিনঃ আমরা বলশেভিকরা আরও বুদ্ধিমান হলে আরও অনেক কিছু করা যেত।

ওয়েল্‌স্ঃ না, সেটা হত যদি মানবসমাজ আরও বুদ্ধিমান হত। একটা সঠিক সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মালমশলা যার নিশ্চিতভাবেই নেই সেই মানবমস্তিষ্ককে পুনর্নির্মাণের জন্য একটা পাঁচসালা পরিকল্পনার উদ্ভাবনা ভাল ব্যাপারই হবে। (হাসি)

স্তালিনঃ সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের কংগ্রেসের জন্য আপনি থেকে যেতে চান না?

ওয়েল্‌স্ঃ দুর্ভাগ্যবশত আমার অনেকগুলো পূর্বনির্ধারিত কাজ বাকি পড়ে আছে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে মাত্র এক সপ্তাহ আমি থাকতে পারি। আমি আপনাকে দেখতে এসেছিলাম এবং আমাদের এই আলোচনায় আমি খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু যে-কজন সোভিয়েত লেখকের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করতে পারি তাদের সঙ্গে পেন্ (PEN) ক্লাবে তাদের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা হল গল্‌স্‌ওয়ার্দির প্রতিষ্ঠিত লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন; তার মৃত্যুর পর আমি সভাপতি হয়েছি। সংগঠনটা এখনও দুর্বল, কিন্তু অনেক দেশে এর শাখা আছে এবং আরও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে এর সদস্যদের ভাষণগুলো সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচারিত হয়। এই সংগঠন অবাধ মতপ্রকাশের ওপর এমনকি বিরোধী মতপ্রকাশের ওপর জোর দেয়। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে গোর্কির সঙ্গে আলোচনার আশা করি। আমি জানি না যে এখানে অতটা স্বাধীনতা দিতে আপনারা এখনও প্রস্তুত কিনা।

স্তালিনঃ আমরা বলশেভিকরা একে বলি 'আত্মসমালোচনা'। সোভিয়েত ইউনিয়নে এটা ব্যাপক অনুসৃত। আপনাকে যদি কোনরকম সাহায্য করতে পারি তাহলে তা করতে আমি খুশিই হব।

ওয়েল্‌স্ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্তালিন এই সাক্ষাতকারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বলশেভিক, ১৭ সংখ্যা

১৯৩৪

ধাতু উৎপাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪

[লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কর্তৃক ১৯৩৪ সালের উৎপাদন পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ বিষয়ে ধাতু শিল্প কারখানাগুলোর পরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিদলকে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ কমরেডস্ স্তালিন, মলোটভ এবং ওর্জোনিকিদ্জে অভ্যর্থনা জানান।

এই সাক্ষাতকারের সময় স্তালিন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সামনে যেসব দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক বিকাশের কতকগুলো সমস্যা সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। স্তালিন বলেছিলেন ঃ—]

···প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত লোক আমরা খুব অল্পসংখ্যকই পেয়েছিলাম। আমরা একটা উভয়সংকটে পড়েছিলাম ঃ হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানুষকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া সুরু করতে হবে এবং সেদিনের উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহার দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখতে হবে যতদিন না আমাদের বিদ্যালয়গুলো প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত ক্যাডারকে গড়ে-পিটে তুলছে, অথবা অবিলম্বে মেশিন উৎপাদনে হাত দিতে হবে ও জাতীয় অর্থনীতিতে সেগুলোর ব্যাপক ব্যবহার বিকশিত করতে হবে যাতে মেশিন উৎপাদন ও ব্যবহারের খোদ প্রক্রিয়াটির মাধ্যমেই প্রযুক্তিগত জ্ঞানে মানুষকে প্রশিক্ষিত করা যায় ও ক্যাডার তৈরি করা যায়। আমরা দ্বিতীয় পথটাকেই পছন্দ করে নিলাম। মেশিন চালানোর মত প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষিত লোক যথেষ্ট সংখ্যক না থাকার দরুণ এই ক্ষেত্রে যে অবধারিত খরচ ও বাড়তি ব্যয় হবে তা করতে আমরা খোলাখুলিভাবে ও স্বেচ্ছায় রাজী হলাম। এটা সত্য যে এই সময়কালে আমাদের যেসব মেশিন নষ্ট হয়েছিল তার সংখ্যা কিছু কম নয়। কিন্তু অপর পক্ষে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান একটা সময় লাভ করলাম এবং উৎপাদন-ক্যাডারদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা দামি তা তৈরি করলাম। তিন বা চার বছরের সময়কালের মধ্যে আমরা এমন ক্যাডার তৈরী করলাম যারা সব রকমের মেশিন (ট্রাক্টর, অটোমোবিল, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাদি) উৎপাদনের ক্ষেত্র এবং সেগুলোর ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্র উভয়তই প্রযুক্তিগতভাবে

শিক্ষিত। ইউরোপে যেটা করতে সময় লেগেছে কয়েক দশক সেখানে আমরা তা তিন থেকে চার বছর সময়কালের মধ্যেই মোটামুটি ও মূলত সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। খরচ ও অতিব্যয়, যন্ত্রপাতির ক্ষয় ও অন্যান্য লোকসান আবার পুরিয়ে দেওয়া হল এবং তার থেকে বেশিই পূরণ করা হল। আমাদের দেশের দ্রুত শিল্পায়নের এই হল ভিত্তি। কিন্তু এসব সাফল্য তো আমরা পেতাম না যদি আমাদের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকশিত না হত, সমৃদ্ধ না হত।

জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শক্তি এই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিরাট সাফল্য-গুলোর কথা বলবার সমস্ত অধিকারই আমাদের আছে। আমরা যে সফল হয়েছি তা সত্য। কিন্তু এইসব সাফল্যে আমাদের কিছুতেই মদগর্বিত হয়ে ওঠা চলবে না। মানুষ যখন তার সাফল্য নিয়ে আত্মসন্তুষ্টি ভোগ করে এবং ত্রুটিগুলো ভুলে যায়, ভুলে যায় যে সামনে আরও কাজ পড়ে আছে তখনই সেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে ওঠে।...

[স্তালিন এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কতকগুলো ত্রুটি বর্ণনা করেন এবং কিভাবে সেগুলো দূর করা যায় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেন।]

সমস্ত উন্নত দেশেই ইস্পাতের উৎপাদন না-ঢালাই লৌহপিণ্ড (Pig Iron) উৎপাদনকে ছাপিয়ে যায়। এমন অনেক দেশ আছে সেখানে না-ঢালাই লৌহপিণ্ডের উৎপাদন থেকে ইস্পাতের উৎপাদন ২৫ বা ৩০ শতাংশ বেশি হয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—ইস্পাতের উৎপাদন না-ঢালাই লৌহ উৎপাদনের পেছনে পড়ে থাকে। কতদিন এরকম চলবে? কেন, এখন এমন তো বলা যাবে না যে আমরা হলাম একটা 'কাঠ-ওয়ালা' দেশ, যে দেশে কোনও টুকরো লোহাও নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা হলাম এখন একটা ধাতু-দেশ। না-ঢালাই লোহা এবং ইস্পাতের মধ্যে এই অসমতা দূর করার সময় কি এখন নয়?

[পরবর্তী যে সমস্যাটির দিকে স্তালিন ধাতু উৎপাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হল এই যে লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলোর খোলা-চুল্লি (open hearth) বিভাগ এবং ঢালাই ইস্পাত (rolling steel) বিভাগগুলো এইসব প্রক্রিয়ার কৃৎকৌশল বা টেকনিক আয়ত্ত করার ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। স্তালিন বলেছিলেন :—]

'......পুনর্নির্মাণের সময়পর্বে কৃৎকৌশলই সব কিছুকে নির্ধারণ করে

থাকে'—পার্টির এই শ্লোগানকে অনেকেই ভুলভাবে বুঝেছে। অনেকে শ্লোগানটাকে যান্ত্রিকভাবে বুঝেছে অর্থাৎ এই অর্থেই তারা বুঝেছে যে আমরা যদি যত বেশি সম্ভব সংখ্যায় মেশিন পুঞ্জীভূত করি তাহলেই বুঝি ঐ শ্লোগানে যা যা চাওয়া হচ্ছে সবই পূরণ করা হবে। সেটা সত্য নয়। কৃৎকৌশলকে সেই জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না যারা তা কার্যকরী করাচ্ছে। জনগণকে বাদ দিলে কৃৎকৌশলও মৃত। 'পুনর্নির্মাণের সময়পর্বে কৃৎকৌশলই সবকিছুকে নির্ধারণ করে থাকে'—এই শ্লোগানটি তো উলঙ্গ কৃৎকৌশলের কথা উল্লেখ করেনি, উল্লেখ করেছে সেই জনগণের নিয়ন্ত্রণে কৃৎকৌশলের কথা যারা সেটিকে আয়ত্ত করেছে। এটাই হল এই শ্লোগানের একমাত্র সঠিক উপলব্ধি। আর যেহেতু আমরা এর মধ্যেই কৃৎকৌশলকে মূল্য দিতে শিখেছি তাই এবার সময় হয়েছে স্পষ্ট ঘোষণার যে এখন প্রধান বিষয়টি হল জনগণ যারা সে-কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করেছে। কিন্তু এ থেকে দাঁড়ায় এই যে আগে যেখানে জোরটা একপেশেভাবে দেওয়া হয়েছিল কৃৎকৌশলের ওপর, যন্ত্রপাতির ওপর, এখন সেখানে জোরটা অবশ্যই দিতে হবে সেই কৃৎকৌশল আয়ত্তকারী জনগণের ওপর। কৃৎকৌশল-সম্পর্কিত আমাদের শ্লোগানটি এই জিনিসই দাবি করে। আমাদের অবশ্যই প্রত্যেক যোগ্য ও বুদ্ধিমান শ্রমিককে সযত্নে লালন করতে হবে, তাকে অবশ্যই সযত্নে লালন ও বিকশিত করতে হবে। মালী যেমন একটা প্রিয় ফল গাছকে বিকশিত করে তোলে, সেইরকম দরদীভাবে ও সযত্নে জনগণকে অবশ্যই বিকশিত করে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে বেড়ে ওঠা যায় সেজন্য সাহায্য করতে হবে, ভাল সম্ভাবনার সুযোগ দিতে হবে, সঠিক সময়ে পদোন্নীত করতে হবে, যখন কেউ তার কাজটার সমকক্ষ হতে পারছে না তখন সঠিক সময়ে তাকে অন্য কাজে স্থানান্তর করতে হবে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত সে চূড়ান্তভাবে দুর্দশায় পড়ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করা অবশ্যই চলবে না। উৎপাদন ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অসংখ্য ক্যাডারদের বাহিনী গড়ে তুলবার জন্য আমাদের যা যা দরকার তা হল জনগণকে সযত্নে বিকশিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলা, তাদেরকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নিয়োগ ও সংগঠিত করা, মজুরিকে এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক সংযোগগুলোকে শক্তিশালী করা যায় এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যায় তাদের পেশাদারী দক্ষতা উন্নত করতে।……

আপনাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারই যে উচিতমত তা নয়। ব্লাস্ট ফার্ণেসে আপনারা প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ ব্যক্তি বিকশিত ও সংগঠিত করতে মোটামুটি সক্ষম হয়েছেন কিন্তু ধাতু শিল্পের অন্যান্য প্রশাখায় তা করতে এখনও সক্ষম হন নি। আর সেজন্যই ইস্পাত ও ঢালাই ইস্পাত পিছিয়ে পড়েছে না-ঢালাই লৌহ থেকে। যেটা কর্তব্য তা হল এই বৈষম্যক পরিশেষে দূর করা। মনে রাখবেন যে না-ঢালাই লৌহপিণ্ড ছাড়াও আমাদের দরকার আরও ইস্পাত ও ঢালাই ইস্পাত।……

[স্তালিনের ভাষণের পর একটি প্রাণবন্ত মত-বিনিময় চলে প্রায় সাত ঘণ্টা অবিরত। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দায়িত্বশীল শ্রমিকরা, কারখানা-পরিচালকরা, প্রযুক্তিক্ষেত্রীয় পরিচালকরা, বিভাগীয় ফোরম্যানেরা, পার্টি কর্মীরা ও শক্ ব্রিগেড কর্মীরা এই আলোচনায় অংশ নেন এবং ১৯৩৫ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সামনে যে সম্ভাবনা সেই বিষয়ে, স্তালিন যেসব সমস্যার কথা বলেছেন সেগুলো কিভাবে সমাধান হতে পারে সেই পদ্ধতিগুলোর বিষয়ে এবং কারখানাগুলোয় যে সৃজনী উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন।]

ইজভেস্তিয়া

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪

ইতিহাসের গ্রন্থাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্তসমূহ

ইউ. এস. এস. আর-এর বিদ্যালয়গুলোর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস শিক্ষার প্রবর্তনের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান করে ইউ. এস. এস. আর-এর গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৬ই মে, ১৯৩৪ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ ও প্রকাশ করেন—'ইউ. এস. এস. আর-এর বিদ্যালয়গুলোয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে।' এই সিদ্ধান্তের মধ্যে গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছেন যে ইউ. এস. আর-এর বিদ্যালয়গুলোয় ইতিহাস শিক্ষা সন্তোষজনক নয়। গণকমিশারদের কাউন্সিল ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে ইতিহাসের গ্রন্থগুলোর এবং ইতিহাস অধ্যাপনার প্রধান ত্রুটি হল সেগুলোর বিমূর্ত ছকবাঁধা বৈশিষ্ট্য: 'কালক্রমঅনুসারে প্রধান প্রধান ঘটনার ও সাফল্যসমূহের উদ্‌ঘাটন করে এবং নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে যথাযথ বর্ণনা করে একটি প্রাণবন্ত উদ্দীপ্ত পদ্ধতিতে ইতিহাস শেখানোর বদলে আমরা ছাত্রদের সামনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর কিছু বিমূর্ত সংজ্ঞা তুলে ধরি এবং এইভাবে বিমূর্ত সমাজতান্ত্রিক ছক এনে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রাণবন্ত ভাবকে সরিয়ে দিই।' [১৬ই মে, ১৯৩৪ তারিখে গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ধৃতি।]

গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়ে দিয়েছেন যে 'ছাত্ররা এরকম ইতিহাস পাঠ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না যা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলোর কালানুক্রম বজায় রাখে না। এগুলো রয়েছে এমন ধরনের ইতিহাসের একটি পাঠ্যক্রমই ছাত্রদের কাছে সেই ঐতিহাসিক বিষয়সমূহকে অধিগত হওয়ার যোগ্য, বোধগম্য ও বাস্তব করে তোলে যা ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধনের জন্য অপরিহার্য এবং ইতিহাস সম্বন্ধে ছাত্রদেরকে একটি মার্কসবাদী উপলব্ধির দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সক্ষম।'

পরিণতিক্রমে, ১৯৩৫ সালের জুন মাসে ইতিহাসের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়:

(ক) প্রাচীন যুগের ইতিহাস।

(খ) মধ্যযুগের ইতিহাস।

(গ) আধুনিক ইতিহাস।

(ঘ) ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস।

(ঙ) আধুনিক পরনির্ভর ও ঔপনিবেশিক দেশগুলোর ইতিহাস।

নতুন গ্রন্থগুলো রচনার দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্যে গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পাঁচটি দল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও এই দলগুলোর অন্তর্গঠন-ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেন।

৯ই জুন, ১৯৩৪ কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণকমিশারদের কাউন্সিল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ১ম শ্রেণীতে ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাসের একটি প্রাথমিক পাঠ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাসের এই প্রাথমিক গ্রন্থগুলো তৈরির দায়িত্ব দিয়ে কয়েকটি দল সংগঠিত করেন।

১৪ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণকমিশারদের কাউন্সিল 'ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস' ও 'আধুনিক ইতিহাসের' নতুন গ্রন্থগুলোর সারাংশ সম্বন্ধে কমরেডস্ স্তালিন, কিরভ ও আইদানভের মন্তব্যগুলো অনুমোদন করেন।

এইসব মন্তব্যে সমস্ত সারাংশগুলোকে একটি বিস্তারিত পরীক্ষা ও কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। আর এটা প্রতিপন্ন হয়েছিল যে সবচেয়ে অবাঞ্ছিত হল 'ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস' গ্রন্থের সারাংশ। সেখানে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসংখ্য অবৈজ্ঞানিক ও অমার্জিত সব ধারণা রয়েছে এবং তাতে এমন এক চরম তাচ্ছিল্য প্রকট হয়েছে যা এরকম কোনও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অননুমোদনীয় যেখানে 'প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক ধারণাটিকে অবশ্যই ওজনদার হতে হবে'। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও 'আধুনিক ইতিহাসে'র গ্রন্থটির সারাংশের ত্রুটিগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কমরেডস্ স্তালিন, কিরভ ও আইদানভের মন্তব্যগুলো ব্যাপকভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে কি কি উপায়ে এই সারাংশগুলোর ও সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলোর রূপান্তর করা প্রয়োজন। যাই হোক, ইউ. এস. এস. আর-এর গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এটা প্রতিপন্ন করতে বাধ্য

হয়েছেন যে তাদের কাছে ইতিহাসের যেসব গ্রন্থ সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোয় সামগ্রিকভাবে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার রয়েছে এবং সেগুলোয় এখনও উপরিউল্লিখিত একই ত্রুটিগুলো বর্তমান। যে বইগুলোয় সবচেয়ে বেশি অবাঞ্ছিত ব্যাপার আছে তা হল অধ্যাপক ভ্যানাগের দলের উপস্থাপিত 'ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস' গ্রন্থ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠের জন্য মিন্‌ত্‌জ্‌ ও লোজিন্‌স্কির দলের উপস্থাপিত 'ইউ এস. এস. আর-এর ইতিহাসের বুনিয়াদী পাঠগ্রন্থ'। এইসব গ্রন্থের লেখকেরা যে এমন সব ধারণা ও ঐতিহাসিক নীতিগুলোকে এখনও সমর্থন করে চলেছেন যেগুলো পার্টির দ্বারা একাধিকবার নিন্দিত হয়েছে এবং যেগুলোর ত্রুটি স্পষ্ট, যেসব ধারণা ও নীতির ভিত্তি হল পোক্‌রোভস্কি[7]র দ্বারা সুবিদিত ভ্রান্তিসমূহ —এই ঘটনাটি গণকমিশারদের কাউন্সিল এ-ছাড়া অন্য কিছুর প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম যে আমাদের ইতিহাসবিদ্‌দের, বিশেষত ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাসবিদ্‌দের একটি অংশ মার্কসবাদ-বিরোধী ও লেনিনবাদ-বিরোধী ঐতিহাসিক বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত এমন সমস্ত ধারণা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন যেগুলো বুনিয়াদিভাবেই অবৈজ্ঞানিক এমনকি ইতিহাসেরই অস্বীকৃতি। গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এ-কথা জোর দিয়ে বলছেন যে এইসব ক্ষতিকারক প্রবণতা ও দলের প্রধান পাণ্ডা কর্তৃক ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে বিলুপ্ত করার জন্য ঘোষিত প্রচেষ্টাগুলো আমাদের কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মধ্যে সেই ভ্রান্তিকর ঐতিহাসিক ধ্যানধারণাগুলোর উপস্থিতির সঙ্গে জড়িত যেগুলোকে সঠিকভাবেই বলা হয় 'পোক্‌রোভস্কির ঐতিহাসিক চিন্তাধারা'। গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এই অভিমত যে এইসব ক্ষতিকর তত্ত্বের ওপর অর্জিত বিজয় ইতিহাসের গ্রন্থগুলো রচনার জন্য যতটা অপরিহার্য প্রয়োজন ততটাই প্রয়োজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য এবং ইউ. এস. এস. আর-এ ইতিহাস শিক্ষার জন্য যেটা হল আমাদের রাষ্ট্রের, আমাদের পার্টির, তরুণ প্রজন্মদের শিক্ষার স্বার্থের দিক থেকে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

পরিণতিক্রমে, গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ইতোমধ্যেই লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা ও চূড়ান্তভাবে উন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং দরকার পড়লে পরিবর্তন ও সংশোধন

করার উদ্দেশ্যে গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য থেকে একটি কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে থাকবেন কমরেডস্ আইদানভ (সভাপতি), রাদেক, স্ভাদিন্দজে, গোরিন, লুকিন, জ্যাকবলেভ, বাইস্ত্র্জ্যান্স্কি, জ্যাতোন্স্কি, ফয়জুল্লা, খোদ্জাভ, বাউম্যান, বুদনোভ, বুখারিন। প্রত্যেকটি গ্রন্থ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন দল সংগঠিত করার এবং যেসব গ্রন্থের পুনর্লিখন প্রয়োজন বলে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবেন সেগুলো তৈরি করার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করার অধিকার এই কমিশনের আছে।

গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রশ্নটির সঙ্গে সম্পর্কিত কমরেডস্ স্তালিন, কিরভ ও আইদানভের মন্তব্যসমূহ অন্যান্য দলিলগুলোকে সংবাদপত্রে প্রকাশের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

ভি. এম. মলোটভ

ইউ. এস. এস. আর-এর গণকমিশারদের কাউন্সিলের সভাপতি

জে. স্তালিন

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক

প্রাভদা

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৬

ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ সম্বন্ধে মন্তব্য

৮ই আগস্ট ১৯৩৪

ভ্যানাগের সভাপতিত্বে সংগঠিত দলটি তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেনি আর এমনকি সে দায়িত্বটা বোঝেওনি। তারা 'রুশ ইতিহাসের একটা সারসংক্ষেপ করেছে, ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাসের নয়, অর্থাৎ তা হল রাশিয়ার ইতিহাস কিন্তু সেখান থেকে সেই জনগণের ইতিহাস বাদ পড়েছে যারা ইউ. এস. এস. আর-এর কোলে এসেছে। [ইউক্রেন, বায়েলোরাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও অন্যান্য বাল্টিক দেশের ইতিহাস সম্পর্কে, উত্তর ককেশিয়া ও ট্রান্স ককেশিয়ার জনগণ সম্বন্ধে, মধ্য এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের জনগণ সম্বন্ধে, ভোল্‌গা থেকে আগত মানুষ ও উত্তর থেকে আগত মানুষ : তাতার, বাস্থির, মোর্দেভ, ত্‌চোভাক ইত্যাদিদের সম্বন্ধে কিছুই দেওয়া নেই।]

সারসংক্ষেপে রুশ জারতন্ত্র ও তার সমর্থকদের পক্ষের উপনিবেশকারী, রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়নি। (জাবতন্ত্র— জনগণের কারাবাস।)

সারসংক্ষেপে ২য় ক্যাথারিন থেকে প্রায় ১৮৫০ সাল অবধি ও তারপরেও বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রুশ জারতন্ত্রের যে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা সে সম্বন্ধে জোর দেওয়া হয়নি। (আন্তর্জাতিক পুলিশ হিসেবে জারতন্ত্র।)

সারসংক্ষেপে প্রতিক্রিয়ার ও প্রতিবিপ্লবেব. বুর্জোয়া বিপ্লবের, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং সাধারণভাবে বিপ্লবের ধারণাগুলোকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে।

সারসংক্ষেপে জারতন্ত্র কর্তৃক নির্যাতিত রাশিয়ার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বনিয়াদ ও উদ্ভব কোনও স্থান পায়নি এবং এইভাবেই যে বিপ্লব এইসব জনগণকে জাতিগত জোয়াল থেকে মুক্ত করেছিল সেই অক্টোবর বিপ্লবটি পর্যন্ত ইউ. এস. এস. আর-এর গঠনের থেকে কিছু বাড়তি গুরুত্ব পায়নি।

সারসংক্ষেপে রয়েছে এরকম গতানুগতিক ও সস্তা পদসমষ্টির প্রাচুর্য যথা

'১ম নিকোলাসের পুলিশী সন্ত্রাসতন্ত্র,' 'র‍্যাজাইনের অভ্যুত্থান', 'পুগাৎশেভের অভ্যুত্থান', '১৮৭০-এর দশকে জমিদারদের প্রতিবিপ্লবের আক্রমণ', '১৯০৫-১৯০৭-এর বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম পদক্ষেপ' ইত্যাদি। সারসংক্ষেপটির রচয়িতারা এ কথা ভুলে গিয়েই বুর্জোয়া ইতিহাস-বিদ্‌দের গতানুগতিক শব্দমালা ও অবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলোকে অন্ধভাবে নকল করেছেন যে আমাদের যুবকদের কাছে তাদের বিজ্ঞাননির্ভর মার্কসবাদী তত্ত্ব শেখাতে হবে।

রাশিয়ায় বুর্জোয়া বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের ওপর পূর্ব ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী ও সোশ্যাল-রিভলিউশনারিদের প্রভাবের কোনও প্রতিফলন এই সারসংক্ষেপে নেই। সারসংক্ষেপটির রচয়িতারা বোধ হয় এ-কথা ভুলে গেছেন যে রুশ বিপ্লবীদের মার্কসীয় চিন্তাধারার অব্যাহত ধারক ও ছাত্র হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে।

সারসংক্ষেপে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিধ্বংসী কাণ্ড ও এই যুদ্ধে জারতন্ত্রের ভূমিকাকে দেখানো হয়নি ঠিক যেমন দেখানো হয়নি রুশ পুঁজিবাদের ওপর রুশ জারতন্ত্রের নির্ভরশীলতা ও পশ্চিম ইউরোপের ওপর রুশ পুঁজিবাদের নির্ভরশীলতাকে। রাশিয়াকে তার আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে যা মুক্ত করেছিল সেই অক্টোবর বিপ্লবের গুরুত্বও অনির্দিষ্টভাবে দেখানো আছে।

এই সারসংক্ষেপ এরকম কোনও ইউরোপীয় রাজনৈতিক সংকটের অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে না যা এমন এক বিশ্বযুদ্ধের কিনারায় দাঁড়িয়ে যেটা বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টীয়বাদের অবক্ষয়ে ফেটে পড়বে। এ ছাড়া বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বহারার গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে, পুঁজিবাদ থেকে শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে সোভিয়েতগুলোর গুরুত্বও অনির্দিষ্ট রয়ে গেছে।

এই সারসংক্ষেপ রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃ-পার্টি সংগ্রামকে স্বীকার করে না, স্বীকার করে না ট্রট্স্কিবাদ ও পেটিবুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেও।

আর এইভাবেই আরও সব বলেছে। আমরা বিচার করে স্থির করেছি যে উপরিবর্ণিত প্রস্তাবগুলোর প্রেক্ষিতে এই সারসংক্ষেপটির আমূল পরিমার্জন অপরিহার্য প্রয়োজন এবং এটাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে এর জন্য দরকার এমন একটি গ্রন্থ যেখানে প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি ধারণা নিশ্চিতভাবে ওজন

করে লিপিবদ্ধ হবে এবং তা কেবল নিছক একটা অস্পষ্ট সমীক্ষা হবে না যেটা অলস ও দায়িত্বহীন বকবকানি ছাড়া অন্য কিছুকে মূর্ত করে তোলে না।

আমাদের অবশ্যই চাই ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাসের এমন এক গ্রন্থ যেখানে প্রথমত আমাদের মহান রাশিয়ার ইতিহাস ইউ. এস. এস. আর-এর অন্যান্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং যেখানে দ্বিতীয়ত ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের ইতিহাস ইউরোপীয় ইতিহাস ও সাধারণভাবে বিশ্ব ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

স্তালিন-আইদানভ-কিরভ

বলশেভিক, সংখ্যা ৩
১৯৩৬

আধুনিক ইতিহাসের গ্রন্থের সারসংক্ষেপ সম্বন্ধে মন্তব্য

৯ই আগস্ট, ১৯৩৪

আধুনিক ইতিহাস যেহেতু সাফল্যের দিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়পর্বকে গণ্য করলে বুর্জোয়া দেশগুলোর আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই হল ফরাসী বিপ্লবের জয়লাভ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় পুঁজিবাদের দৃঢ়প্রবর্তন তাই এই বিষয়টির ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং আমরা তাই বিশ্বাস করি যে ফরাসী বিপ্লবের একটি অধ্যায় দিয়ে সুরু করা আধুনিক ইতিহাসের একটি গ্রন্থই অনেক বেশি মূল্যবান হবে।

এই সারসংক্ষেপের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সম্ভবত এখানেই যে তা ফরাসী বিপ্লব (বুর্জোয়া বিপ্লব) ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের (সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) মধ্যেকার বিরাট পার্থক্যটির ওপর যথেষ্ট স্পষ্টভাবে জোর দেয়নি। আধুনিক ইতিহাসের একটি গ্রন্থের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে অবশ্যই হবে বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতার বিষয়। ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লব (অন্য সব দেশের মতই) সামন্তবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে জনগণকে মুক্ত করার পথে তাদের ওপর এই দুইয়ের বদলে আবার পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শৃঙ্খল আরোপ করে আর সেক্ষেত্রে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমস্ত শৃঙ্খলই ভেঙে ফেলেছিল ও জনগণকে সকল রকমের শোষণ থেকেই মুক্ত করেছিল—এটা দেখাতে হবে এবং আধুনিক ইতিহাসের কোনও গ্রন্থের আদ্যন্ত ঠিক এই ধারাটিকেই অবশ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কেউ এমন দাবি করতে পারে না যে ফরাসী বিপ্লব ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখনও তাকে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবেই চিহ্নিত করা ও সেই মতই তাকে গণ্য করা দরকার।

অনুরূপভাবে রাশিয়ায় আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেউ কেবল অক্টোবর বিপ্লব এই নামটুকুই দিতে পারে না। একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিধাতেই বিশেষিত করা ও সেইমতই একে গণ্য করা প্রয়োজন।

স্তালিন-আইদানভ-কিরভ

বলশেভিক, সংখ্যা ৩
১৯৩৬

কিরভের জীবনাবসান

১লা ডিসেম্বর ১৯৩৪

আমাদের পার্টি এক বিরাট শোকে আচ্ছন্ন। ১লা ডিসেম্বর কমরেড কিরভ শ্রেণী-শত্রুদের প্রেরিত এক জানোয়ার, এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন।

কিরভের মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। এ ক্ষতি শুধু আমাদের অর্থাৎ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কমরেডদেরই নয়। এ ক্ষতি সেই সমস্ত মানুষেরও যারা তাকে চিনেছে তার বিপ্লবী কাজের মধ্যে, আর তাকে একজন সংগ্রামী, কমরেড ও বন্ধু হিসেবে জেনেছে। যে মানুষ তার গোটা উজ্জ্বল জীবনটাই দিয়ে গেছেন শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণে, কমিউনিজমের স্বার্থে, মানবতার মুক্তির স্বার্থে তিনি আজ প্রয়াত, শত্রুর হাতে শিকার।

কমরেড কিরভ ছিলেন বলশেভিকদের এমনই এক দৃষ্টান্ত যিনি পার্টির নির্ধারিত মহান্ লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কোনও ভয় বা কোনও প্রতিবন্ধককেই আমল দেননি। তার মানসিক সংহতি, তার লৌহদৃঢ় ইচ্ছা, বক্তা হিসেবে তার বিস্ময়কর উৎকর্ষ বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার মধ্যে মিশে গিয়েছিল তার কমরেড ও ব্যক্তিগত বন্ধুদের প্রতি আচরণের এমন আন্তরিকতা ও কোমলতার সঙ্গে, এমন হৃদ্যতা ও বিনয়ের সঙ্গে যে সেই সমস্ত কিছুই হল সত্যকারের লেনিনবাদীর বৈশিষ্ট্য।

বেআইনি আমলে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে ইউ. এস. এস. আর-এর বিভিন্ন অংশে কমরেড কিরভ কাজ করেছেন—তোমাক্ ও অস্ত্রাখানে, ভ্লাদিককেন ও বাকুতে—আর সর্বত্রই তিনি পার্টির উচ্চ মানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন; তার অক্লান্ত, উদ্যমী ও ফলপ্রসূ বৈপ্লবিক কাজকর্ম দিয়ে তিনি লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে পার্টির কাছে জিতে নিয়ে এসেছিলেন।

গত ন বছর কমরেড কিরভ লেনিনের শহরে ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে আমাদের পার্টির সংগঠনকে পরিচালনা করেছিলেন। লেনিনগ্রাদের শ্রমিকদের মধ্যে যে কাজ তিনি করেছেন একটি সংক্ষিপ্ত ও শোকাপ্লুত পত্রের মাধ্যমে তার গুণের মূল্যায়ণ করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। লেনিনগ্রাদের শ্রমিক-

শ্রেণীর সঙ্গে আরও সফলভাবে সাযুজ্য রচনায় সক্ষম এমন আরেকজন নেতাকে আমাদের পার্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যিনি এত যোগ্যতার সঙ্গে পার্টির সকল সদস্যকে ও পার্টির চারপাশের সকল শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন। লেনিনগ্রাদের গোটা সংগঠনের মধ্যে তিনি সেই সংগঠন, শৃঙ্খলা, প্রীতি ও বিপ্লবের প্রতি বলশেভিক নিষ্ঠার বাতাবরণটি গড়ে তুলেছেন যা স্বয়ং কমরেড কিরভেরই বিশিষ্টতা।

কমরেড কিরভ, এক বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে, এক প্রিয় কমরেড, এক বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা হিসেবে আপনি আমাদের সবাইয়ের কাছাকাছি ছিলেন। আমাদের জীবন ও আমাদের সংগ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, প্রিয় বন্ধু, আপনাকে আমরা মনে রাখব এবং আমাদের এই ক্ষতিতে ব্যথিত থাকব। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের কঠিন বছরগুলোয় আপনি সর্বদাই ছিলেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের পার্টির ভেতরে অনিশ্চয়তা ও আভ্যন্তরীণ সমস্যা-গুলোর বছরে আপনি সর্বদাই আমাদের পাশে ছিলেন, বিগত সেই বছরগুলোর সব সমস্যা ও অসুবিধার মধ্যে আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন আর আমরা আপনাকে হারালাম এমন এক সময়ে যখন আমাদের দেশ মহান্ সমস্ত বিজয় অর্জন করেছে। এই সমস্ত সংগ্রামে, আমাদের এই সমস্ত সাফল্যে আপনার, আপনার উদ্যমের, আপনার শক্তির এবং কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি আপনার ঐকান্তিক ভালবাসার প্রকট স্বাক্ষর রয়েছে। সের্গেই, আমাদের প্রিয় বন্ধু আর কমরেড, বিদায়।

জে. স্তালিন, এস. ওর্দজোনিকিদ্জে, ভি. মলোটভ, এম. কালিনিন, কে. ভরোশিলভ, এল. কাগানোভিচ, এ. মিকোয়ান, এ. আন্দ্রেয়েভ, ভিত্শোবার, এ. আইদানভ, ভি. কুইবিশেভ, আই. এ. রোদ্জোতাক, এস. কোসিয়োর, পি. পোস্তিশেভ, জি. পেত্রোভ্স্কি, এ. আয়েনোকিদ্জে, এম. স্কিরিয়াতভ, ই. এম. অয়োরোস্লাভস্কি, এন. এজোভ।

প্রাভদা

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৪

কমরেড চৌমিয়াত্স্কিকে চিঠি

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের গৌরবময় পঞ্চদশতম বার্ষিকীতে তার শ্রমিকদের জানাই অভিনন্দন ও শুভতম ইচ্ছা।

সোভিয়েত শক্তির আয়ত্তাধীন চলচ্চিত্র হল এক অপরিমেয় শক্তি।

জনগণের ওপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের অসাধারণ সম্ভাবনাযুক্ত এই চলচ্চিত্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিকে সাহায্য করে সমাজতন্ত্রের আদর্শে শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তুলতে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনগণকে সংগঠিত করতে, তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতাকে উন্নীত করতে।

সোভিয়েত শক্তি আপনাদের কাছ থেকে আরও সাফল্যের অপেক্ষায় আছে; ত্শাপ্ভায়েভ যেমন করেছিলেন সেইভাবে নতুন সব চলচ্চিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক ও কৃষকের ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলোর চমৎকারিত্বকে গৌরবমণ্ডিত করে তুলবে, শ্রমিক ও কৃষককে জমায়েত করবে নতুন নতুন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং শুধু সাফল্যের সমীক্ষা নয় সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের বাধাবিপত্তিগুলোকেও নির্দেশিত করবে।

কলাশিল্পের নতুন ক্ষেত্রগুলোয়, কলাশিল্পের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র (লেনিন) যা জনসাধারণের চারিত্র্যকে সর্বোপরি প্রতিফলিত করে সেখানে আপনাদের শিক্ষকদের দ্বারা এক সাহসী অনুসন্ধানের জন্য সোভিয়েত শক্তি আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছে।

জে. স্তালিন

প্রাভদা

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৫

১লা মে প্যারেডের অভ্যর্থনায় অভিভাষণ

১লা মে, ১৯৩৫

অভ্যর্থনার শেষে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কমরেড স্তালিন শ্রমিক ও কৃষকের সমস্ত লাল ফৌজের যোদ্ধা ও কম্যাণ্ডারদের গোটা জমায়েতকে অভিবাদন জানান। তিনি তাদের সম্বন্ধে বলেন 'পার্টির বলশেভিকবৃন্দ এবং অ-পার্টি বলশেভিকবৃন্দ' কারণ পার্টির একজন সদস্য না হয়েও কেউ বলশেভিক হতে পারে। লক্ষ লক্ষ অ-পার্টি সদস্য যারা শক্তিমান, যোগ্য ও প্রতিভাবান তারা বিশ্বাস ও সত্যতার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সেবা করেন। তাদের অনেকে পার্টিতে যোগ দেননি কারণ তারা বড় তরুণ ; বাকীরা দেননি এখনও সেজন্য প্রস্তুত হননি ভেবে কারণ 'পার্টি সদস্য' এই অভিধার এক অতি উচ্চ মূল্য তাদের কাছে আছে।

কমরেড স্তালিন নির্ভীক ডুবোজাহাজ সেনাদের, যোগ্য গোলন্দাজদের, শক্তিমান সাঁজোয়াচালকদের, বীর বিমানচালক ও বোমারু বৈমানিকদের, নম্র ও বলিষ্ঠ ঘোড়সওয়ারদের, সাহসী পদাতিক সৈন্যদের স্বাস্থ্য-পান করেন। এরাই সেই বিজয়কে সংহত করেছেন যা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে।

স্তালিন বললেন যে, 'জনগণের উদ্বেগ ছাড়া, তাদের স্বার্থ ছাড়া আমাদের সরকার ও পার্টির অন্য কোনও স্বার্থ, কোন উদ্বেগ নেই।'

কমরেড স্তালিন ঘোষণা করলেন, 'শক্তিমান, যোগ্য, প্রতিভাবান ও সাহসী পার্টি ও অ-পার্টি বলশেভিদের স্বাস্থ্য কামনা করি' আর তার কথাগুলোর সাড়ায় এল লাল ফৌজের সৈন্য ও কম্যাণ্ডারদের এবং ১লা মের প্যারেডের অংশগ্রহণকারীদের তরফ থেকে থামতে চায় না এমন হর্ষধ্বনি।

প্রাভদা
৪ঠা মে, ১৯৩৫

লাল ফৌজ এ্যাকাডেমির স্নাতকদের উদ্দেশে ভাষণ[৮]

(ক্রেমলিনে ৪ঠা মে, ১৯৩৫ তারিখে প্রদত্ত)

কমরেডস্, এটা অস্বীকার করা যেতে পারে না যে গত কয়েক বছরে নির্মাণকার্যের ক্ষেত্র ও প্রশাসনের ক্ষেত্র উভয়তই আমরা বিরাট সব সাফল্য অর্জন করেছি। এই প্রসঙ্গে নায়কদের, নেতাদের প্রদত্ত সেবার কথা বড় বেশি তোলা হচ্ছে। আমাদের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সাফল্যের জন্য তাদেরকেই কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেটা অবশ্যই ভুল, এটা বেঠিক। এটা নিছক নেতাদের ব্যাপার নয়। কিন্তু আজ আমি এইটার ওপর বলতে চাই নি। আমি বলতে চাই ক্যাডারদের সম্বন্ধে দু-চার কথা, সাধারণভাবে আমাদের ক্যাডারদের সম্বন্ধে ও বিশেষভাবে আমাদের লাল ফৌজের ক্যাডারদের সম্বন্ধে।

আপনারা জানেন যে অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র ও বিধ্বস্ত এক দেশ। চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং অপর তিন বছরের গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত, আধা-সাক্ষর জনসমষ্টির একটি দেশ যার প্রযুক্তিগত মান নীচু, যেখানে ক্ষুদ্রাকৃতিবিশিষ্ট কৃষিখামারগুলোর সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু শিল্প দ্বীপ—অতীতের কাছ থেকে এইরকম একটা দেশই আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। যেটা করণীয় তা ছিল এই দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিক শিল্প ও যান্ত্রিকীকৃত কৃষির দেশে রূপান্তর করা। দেখতেই পাচ্ছেন যে এ হল এক গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কর্তব্য। আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলাম তা হলঃ হয় সবচেয়ে কম সম্ভব সময়ের মধ্যে আমরা এই সমস্যার সমাধান করব ও আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করব, অথবা তা সমাধান করব না আর সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল ও সাংস্কৃতিক অর্থে অন্ধকারাবৃত আমাদের এই দেশ তার স্বাধীনতা হারাবে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের খেলার পণ হয়ে দাঁড়াবে।

সে-সময় আমাদের দেশ কৃৎকৌশলের এক নিদারুণ অভাবের পর্ব দিয়ে চলছিল। শিল্পের জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ছিল না। কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি ছিল না। যন্ত্রপাতি ছিল না পরিবহণের। সেই প্রাথমিক প্রযুক্তিগত বনিয়াদটি

ছিল না যা ছাড়া দেশকে শিল্পগত ভিত্তিতে নতুন করে সংগঠিত করা অকল্পনীয়। এরকম একটি বনিয়াদ গড়ার মত আগাম আবশ্যক সামগ্রী ছিল অল্প ছড়ানো-ছিটানো মাত্র। একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকে গড়ে তুলতে হচ্ছিল। এই শিল্পকে এমনভাবে নির্দেশিত করতে হবে যাতে তা কেবল শিল্পকেই নয়, সেই সঙ্গে কৃষি ও আমাদের রেল-পরিবহণকেও প্রযুক্তিগত দিক থেকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। আর এইটা অর্জন করার জন্য প্রয়োজন ছিল ত্যাগ স্বীকার এবং প্রত্যেকটি জিনিসে অত্যন্ত কঠোর মিতব্যয়িতার প্রয়োগ; প্রয়োজন ছিল খাদ্যের ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, বয়নজাত পণ্যে মিতব্যয়িতার প্রয়োগ যাতে শিল্প নির্মাণের জন্য দরকারী তহবিল জমানো যায়। কৃৎকৌশলের এই ঘাটতি অতিক্রমের অন্য কোনও রাস্তা ছিল না। লেনিন এইটাই আমাদের শিখিয়েছিলেন আর এই ক্ষেত্রে আমরা লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম।

এত বিরাট ও কঠিন একটি কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বভাবতই সুষম ও দ্রুত সাফল্য প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। এরকম একটি কর্তব্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সাফল্যগুলো কয়েকবছর পরেই মাত্র চোখে পড়ে। সেই কারণেই আমাদের সদস্যসারির মধ্যে কোনও রকম দোদুল্যমানতা ও অনিশ্চয়তাকে সুযোগ না দিয়ে মহান্ লক্ষ্যের দিকে অটলভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমাদের প্রাথমিক ব্যর্থতাগুলোকে অতিক্রম করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে শক্ত করতে হয়েছিল দৃঢ় মনোবল, বলশেভিকসুলভ চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অদম্য ধৈর্য দিয়ে।

আপনারা জানেন যে ঠিক এইভাবেই আমরা এই কাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সমস্ত কমরেডের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যম, ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছিল না। আমাদের কমরেডদের মধ্যে এমন সব লোক বেরিয়ে এল যারা প্রথম বাধার মুখেই পশ্চাদপসারণের কথা বলতে সুরু করল। বলা হয় 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। সেটা অবশ্য সত্য। কিন্তু মানুষের তো স্মৃতি আছে এবং আমাদের কাজের পর্যালোচনা করতে গিয়ে অজান্তেই অতীতকে মনে পড়ে। (ভঙ্গী।) তাই বলছি যে আমাদের মধ্যে এমন কমরেড ছিলেন যারা বাধাবিপত্তিতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং পার্টিকে পিছু হঠতে বললেন। তারা বললেন, 'আপনাদের শিল্পায়ন আর যৌথীকরণ, আপনাদের মেশিন, আপনাদের লোহা ও ইস্পাত শিল্প, আপনাদের ট্রাক্টর,

হার্ভেস্টার-কম্বাইন, অটোমোবাইল—এসবে লাভটা কি? বরং আপনাদের উচিত আমাদের আরও বয়নজাত বস্ত্র দেওয়া, ভোগ্যপণ্য তৈরির জন্য আরও কাঁচামাল কেনা আর জনগণকে সেইসব ছোটখাট জিনিস আরও বেশি করে দেওয়া জীবনকে যা খুশি করে। আমরা যখন পিছিয়ে পড়ে আছি তখন একটা বড় শিল্প একটা প্রথম শ্রেণীর শিল্প গড়ে তোলা হল বিপজ্জনক এক স্বপ্ন।'

আমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠোর মিতব্যয়িতা থেকে প্রাপ্ত ও আমাদের শিল্প নির্মাণের জন্য ব্যয়িত ৩,০০০,০০০,০০০ রুবল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করে ফেলতে পারতাম কাঁচামাল ও আমদানির জন্য ও সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য। এক হিসেবে সেটাও একটা 'পরিকল্পনা'। কিন্তু এরকম একটি 'পরিকল্পনা' থাকলে আমরা এখন পেতাম না কোনও ধাতুশিল্পের কারখানা বা একটা যন্ত্রনির্মাণ শিল্প বা ট্রাক্টর আর অটোমোবাইল বা এরোপ্লেন ও সাঁজোয়াগাড়ি। বিদেশী শত্রুদের সামনে আমরা নিজেদের নিরস্ত্র দেখতাম। আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রের বনিয়াদকে আমরা বিপন্ন করতাম। দেশী ও বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে আমরা বন্দী হয়ে পড়তাম।

স্পষ্টতই এই দুটো পরিকল্পনার ভেতর থেকে একটাকে আমাদের বাছতেই হত: পশ্চাদপসরণের পরিকল্পনা যা সমাজতন্ত্রের পরাজয় নিয়ে আসত ও অবশ্যই সেদিকেই যেত আর অগ্রগতির পরিকল্পনা যা আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে তা সমাজতন্ত্রের বিজয় নিয়ে আসত এবং ইতোমধ্যেই আমাদের সামনে সেটা নিয়েও এসেছে।

আমরা অগ্রগতির পরিকল্পনাই বেছে নিলাম এবং লেনিনবাদী পথ ধরে এগিয়ে চললাম সেইসব কমরেডকে আমল না দিয়ে যারা হলেন এমন ধরনের মানুষ যে নাকের ডগায় কি হচ্ছে সেইটাই মোটামুটি দেখতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের আশু ভবিষ্যতের দিকে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের দিকে চোখ বুজে পড়ে থাকে।

কিন্তু এই কমরেডরা সর্বদাই আলোচনা আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেই নিজেদের আটকে রাখেননি। পার্টির ভেতরে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘটানোর হুমকি দিয়েছেন। তদুপরি, তারা আমাদের কজনকে গুলি মেরেও হুমকি দিয়েছেন। স্পষ্টতই তারা নির্ভর করেছিলেন লেনিনবাদী পথ থেকে সরে আসতে আমাদের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করার ওপর। এই ব্যক্তিরা

আশাতদৃষ্টিতে ভুলে গেছিলেন যে আমরা বলশেভিকরা এক বিশেষ ছাঁচের মানুষ। তারা ভুলে গেছিলেন যে বাধাবিপত্তি বা হুমকি কোনটাই বলশেভিকদের সন্ত্রস্ত করতে পারে না। তারা ভুলে গেছিলেন যে আমরা প্রশিক্ষিত আর পোড় খেয়ে উঠেছি আমাদের নেতা, আমাদের শিক্ষক, আমাদের পিতা মহান্ লেনিনের হাতে যিনি লড়াইয়ের পথে ভয় কাকে বলে জানতেন না আর তাকে স্বীকারই করতেন না। তারা ভুলে গেছিলেন যে শত্রুরা যত গর্জায় আর পার্টির ভেতরে বিরোধীরা যত জ্ঞানহারা খেপে ওঠে বলশেভিকরা তত বেশি নতুন নতুন সংগ্রামের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আর অনেক বেশি দুর্মরভাবে সামনের দিকে আগুয়ান হয়।

লেনিনবাদী পথ সরে আসার কথা আমরা কখনই অবশ্য ভাবিনি। বরং এই পথে একবার যখন দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালাম তখন আমাদের রাস্তা থেকে সমস্ত বাধা হটিয়ে দিয়ে আরও অনেক দুর্মরভাবে সামনে এগিয়ে চললাম। এটা সত্য যে এই পথ অনুসরণের সময় এইসব কমরেডের কারও কারও সঙ্গে আমরা কড়া ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তা অনিবার্য। আমি অবশ্যই স্বীকার করছি যে এতে আমারও হাত ছিল। (সোচ্চার জয়ধ্বনি ও করতালি।)

হাঁ, কমরেডস্, আমরা দৃঢ় আস্থা নিয়ে আমাদের দেশের শিল্পায়ন ও যৌথীকরণের পথ ধরে দুর্মরভাবে চলেছিলাম। আর এখন আমরা ধরে নিতে পারি যে সে পথ পরিক্রমা সাঙ্গ হয়েছে।

এখন সবাই স্বীকার করে যে এই পথে আমরা বিরাট বিশাল সব সাফল্য অর্জন করেছি। সবাই এখন স্বীকার করে যে আমরা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি এক শক্তিশালী, প্রথম শ্রেণীর শিল্প, এক শক্তিশালী যান্ত্রিকীকৃত কৃষি, একটি পরিবর্ধনশীল ও উন্নতমান পরিবহনব্যবস্থা, একটি সংগঠিত ও চমৎকারভাবে সজ্জিত লাল ফৌজ।

এর অর্থ এই যে কৃৎকৌশলের অভাবের সময়পর্ব থেকে মূলত আমরা বেরিয়ে এসেছি।

কিন্তু কৃৎকৌশলের অভাবপর্ব থেকে বেরিয়ে আসার পর আমরা এক নতুন পর্বে প্রবেশ করেছি—সে পর্বকে আমি বলি কৃৎকৌশলকে চালু করার ও তাকে প্রসারিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের, ক্যাডারের, শ্রমিকের অভাবের পর্ব। ব্যাপার হল এই যে আমাদের কারখানা, মিল, যৌথ খামার,

রাষ্ট্রীয় খামার, একটি পরিবহণ ব্যবস্থা, একটি ফৌজ—এসব রয়েছে। এইসব কিছুর জন্য কৃৎকৌশল আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের অভাব আছে সেই ধরনের লোকের যারা এই কৃৎকৌশল থেকে যতটা সুযোগ-সুবিধা নিঙ্ড়ে বার করা যায় তা সবটাই নিঙ্ড়ে বার করার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আগে আমরা বলতাম যে 'টেকনিক বা কৃৎকৌশলই সব কিছুকে নির্ধারণ করে।' এই শ্লোগান আমাদের সাহায্য করেছিল কৃৎ-কৌশলের অভাব ঘুচাতে এবং প্রত্যেকটি প্রশাখার কার্যক্রমে এক বিরাট প্রযুক্তিগত বনিয়াদ গড়ে তুলতে যাতে আমাদের জনগণ প্রথম শ্রেণীর কৃৎকৌশলের অধিকারী হয়। এটা খুবই ভাল। কিন্তু এটা খুব বেশি রকম যথেষ্ট নয়। কৃৎকৌশলকে চালু করানোর জন্য এবং তাকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য আমাদের দরকার এমন লোক যারা কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করেছে, দরকার এমন ক্যাডার যারা শিল্পটির সমস্ত বিধি অনুযায়ী এই কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করতে ও তার সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম। কৃৎ-কৌশলকে আয়ত্ত করেছে এমন মানুষ ছাড়া সে কৃৎকৌশল মৃত। কৃৎ-কৌশলকে আয়ত্ত করেছে এমন মানুষের নিয়ন্ত্রণে তা থাকলে কৃৎকৌশলের যাদু ঘটানো উচিত আর তা সেটা পারেও। আমাদের প্রথম শ্রেণীর কলকারখানাগুলোয়, আমাদের রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারগুলোয়, আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থায় ও আমাদের লাল ফৌজে এই কৃৎকৌশলকে কাজে লাগাতে সক্ষম এমন যথেষ্টসংখ্যক ক্যাডার যদি আমাদের থাকত তাহলে আমাদের দেশ আজ যে ফল লাভ করছে তার থেকে তিনগুণ বা চারগুণ বেশি ফল লাভ করতে পারত। ঠিক এই কারণেই এখন গুরুত্ব আরোপ করতে হবে কৃৎকৌশলকে যারা আয়ত্ত করেছে এমন মানুষ, এমন ক্যাডার ও শ্রমিকদের ওপর। ঠিক এই কারণেই পুরানো সেই শ্লোগান 'টেকনিক বা কৃৎকৌশলই সব কিছুকে নির্ধারণ করে' যা ছিল ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত এক সময়পর্বের প্রতিফলন যে সময়পর্বে আমরা কৃৎকৌশলের অভাব থেকে ভুগেছি সেই শ্লোগানটিকে অবশ্যই সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় আনতে হবে নতুন এক শ্লোগান—'ক্যাডাররাই সব কিছুকে নির্ধারণ করে' এই শ্লোগান। সেটাই হল এখন আসল ব্যাপার।

এটা কি বলা যেতে পারে যে আমাদের জনগণ এই নতুন শ্লোগানের বিরাট তাৎপর্যটিকে পুরোপুরি আয়ত্ত ও অনুধাবন করেছে? আমি তা

বলব না। এরকমই যদি হত তাহলে জনগণের প্রতি, ক্যাডারদের প্রতি, শ্রমিকদের প্রতি এরকম অসংযত আচরণ আমরা দেখাতাম না যেটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়শই আমরা করে থাকি। 'ক্যাডাররাই সবকিছুকে নির্ধারণ করে' এই শ্লোগান দাবি করে যে আমাদের নেতারা 'ছোট' বা 'বড়' আমাদের সকল শ্রমিকেরই প্রতি সবচেয়ে বিনম্র মনোভাব দেখাবেন যে তারা কোন্ ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত তাতে কিছু যায়-আসে না, তাদেরকে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে লালিত করে তুলবেন, যখন তাদের সাহায্য প্রয়োজন তখনই তাদেরকে সাহায্য যোগাবেন, যখন তারা তাদের প্রথম সাফল্যগুলো দেখাবে তখন তাদের উৎসাহিত করবেন, বিকশিত ও উন্নীত করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হই যেখানে শ্রমিকদের প্রতি অনান্তরিক, আমলাতান্ত্রিক, এবং নিশ্চিতভাবেই অসংযত আচরণ দেখানো হচ্ছে। ঠিক এই জিনিসটাই নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করে যে অনুশীলিত করার বদলে এবং অনুশীলিত করার পরেই মাত্র স্ব স্ব পদে নিযুক্ত করার বদলে মানুষকে দাবার ঘুঁটির মত অবিরত লোফালুফি করা হয়। লোকে মেশিনের মূল্য দিতে শিখেছে এবং শিখেছে আমাদের কলে-কারখানার কতগুলো মেশিন রয়েছে তার রিপোর্ট দিতে। কিন্তু এমন একটা উদাহরণও তো দেখলাম না যেখানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত লোককে আমরা প্রশিক্ষিত করতে পেরেছি, মানুষকে বিকশিত হয়ে উঠতে ও তাদের কাজে পোড় খেয়ে উঠতে আমরা কেমন সাহায্য করেছি সে সম্বন্ধে সমান উৎসাহভরে কোনও রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এটা ব্যাখ্যা হয় এই তথ্যের মাধ্যমে যে আমরা আজও মানুষকে মূল্য দিতে, শ্রমিককে মূল্য দিতে, ক্যাডারকে মূল্য দিতে শিখে উঠি নি।

সাইবেরিয়ার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। সেখানে একদা নির্বাসনে ছিলাম। সেটা ঘটেছিল বসন্তের সময়, বসন্তের বন্যার সময়। প্রায় তিরিশ জন লোক নদীতে গেছিলো কাঠের গুঁড়ি টেনে আনতে যেগুলো বিরাট ফোলা-ফাঁপা নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে তারা গাঁয়ে ফিরে এল, কিন্তু একজন কমরেডকে পাওয়া গেল না। যখন প্রশ্ন করা হল যে সেই ত্রিশতম লোকটি কোথায়, তারা নিস্পৃহ জবাব দিল যে সে 'ওখানেই রয়ে গেছে।' 'ওখানেই রয়ে গেছে মানেটা কি?' আমার এই

প্রশ্নে তারা সমান নিস্পৃহতার সঙ্গে উত্তর দিল, 'কেন? ডুবে গেছে নিশ্চয়।' এবং তারপর তাদের একজন তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে চাইল এ-কথা বলে যে, 'আমাকে যেতে হবে, ঘোটকীটাকে জল দিতে হবে।' আমি যখন তাদেরকে মানুষের চাইতে জানোয়ারের জন্য বেশি উদ্বেগ দেখানোর ভৎ‍সনা করলাম তাদের একজন তখন অন্যদের সাধারণ সম্মতির মধ্যে বলল: 'মানুষকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হব কেন? সব সময়েই তো মানুষ তৈরি করতে পারি। কিন্তু একটা ঘোটকী···চেষ্টা করে দেখুন তো, একটা ঘোটকী বানিয়ে দিন।' (অঙ্গভঙ্গী) এই একটা ঘটনা আপনারা দেখলেন, খুব তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ত নয় কিন্তু বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে জনগণের প্রতি, ক্যাডারদের প্রতি আমাদের কিছু নেতার যে ঔদাসীন্য, জনগণকে মূল্য দিতে তাদের যে ব্যর্থতা সেটা আমার সদ্যোবর্ণিত সুদূর সাইবেরিয়ার সেই ঘটনায় মানুষের প্রতি মানুষের প্রদর্শিত বিস্ময়কর আচরণেরই জের।

আর এই জন্য, কমরেডস্, আমরা যদি সফলভাবে লোকের অভাব অতিক্রম করতে চাই এবং আমাদের দেশকে যথেষ্ট সংখ্যায় এমন ক্যাডার যোগাতে চাই যারা কৃৎকৌশলকে প্রসারিত করতে ও তাকে চালু করতে সক্ষম তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের শিখতে হবে সেই মানুষকে মূল্য দিতে, সেই ক্যাডারকে মূল্য দিতে। সেই প্রতিটি শ্রমিককে মূল্য দিতে যে আমাদের সাধারণ স্বার্থের কল্যাণসাধনে সক্ষম। এটা উপলব্ধির সময় এসেছে যে পৃথিবীর অধিকারে যে সমস্ত মূল্যবান পুঁজি রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে নির্ণায়ক হল জনগণ, ক্যাডার। এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে 'ক্যাডাররাই সবকিছুকে নির্ধারণ করে।' শিল্পে, কৃষিতে পরিবহণে এবং ফৌজে আমরা যদি ভাল ও অসংখ্য ক্যাডার পাই তাহলে আমাদের দেশ অজেয় হবে। এরকম ক্যাডার যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা পঙ্গু হয়ে যাব।

আমার বক্তব্যের শেষে লাল ফৌজ একাডেমীগুলো থেকে আমাদের যারা স্নাতক তাদের স্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনার অনুমতি দিন। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষাকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার কাজে আমি তাদের সাফল্য কামনা করি।

কমরেডস্, উচ্চতর শিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানগুলোর আপনারা আপনাদের

প্রথম পোড়-খাওয়ানো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেখান থেকে আপনারা স্নাতক হয়েছেন। কিন্তু বিদ্যালয় তো কেবল একটা প্রস্তুতি পর্যায়। ক্যাডাররা তাদের আসল পোড়খাওয়ানো প্রশিক্ষণটা পায় বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাইরে ব্যবহারিক কাজের ভেতর। কমরেডস্, মনে রাখবেন যে কেবল সেই ক্যাডাররাই ভাল যারা বাধাবিপত্তি ভয় পায় না, বাধাবিপত্তি থেকে লুকায় না, বরং যারা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে এগিয়ে যায় যাতে সেগুলোকে অতিক্রম ও দূর করা যায়। কেবল বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমেই প্রকৃত ক্যাডাররা গড়ে-পিটে বেরিয়ে আসে। আর আমাদের ফৌজে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় অকৃত্রিম ইস্পাতসম ক্যাডার থাকে তাহলে তা অজেয় হবে।

আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করি কমরেডস্। (তুমুল হর্ষধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ান। কমরেড স্তালিনের প্রতি সোচ্চার জয়ধ্বনি।)

প্রাভদা

৬ই মে, ১৯৩৫

এল. এম. কাগানোভিচ মেট্রো উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক সমাবেশে অভিভাষণ

১৪ই মে, ১৯৩৫

কমরেডস্, অপেক্ষা করুন! আগাম হাততালি দেবেন না। স্তালিন ঠাট্টার স্বরে বললেন—আপনারা তো এখনও জানেন না কি কথা বলতে চলেছি আপনাদের কাছে। (হাসি ও করতালি।)

এইখানেই আসীন কমরেডদের নির্দেশিত দুটি সংশোধন আমি উল্লেখ করব। (কমরেড স্তালিন তার হাত দিয়ে গোটা সভাকক্ষটি একবার দেখিয়ে দিলেন।) ব্যাপারটা এইভাবে রাখা যেতে পারে।

মস্কো মেট্রো নির্মাণের সাফল্যের জন্য পার্টি ও রাষ্ট্র নানান সম্মানপদক দিয়েছে, প্রথমজনকে অর্ডার অফ্ লেনিন, দ্বিতীয় জনকে অর্ডার অফ্ দা রেড স্টার, তৃতীয় জনকে অর্ডার অফ্ দা রেড ফ্লাগ অফ্ লেবর, চতুর্থ জনকে সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির চার্টার।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আছে। আর সবাইয়ের ব্যাপারে কি হবে? যারা সম্মানপদকে পুরস্কৃত হলেন ঠিক তাদেরই মত কঠোর পরিশ্রম করে যে কমরেডরা কাজ করেছেন, যারা তাদের কাজে নিজেদের যোগ্যতা ও শক্তি নিয়ে একইভাবে নিয়োজিত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে কি করা হবে? আপনাদের অনেককে দেখাচ্ছে খুশি আর অন্যদের বিহ্বল। আমাদের কি করা উচিত? সেটাই হল প্রশ্ন।

সেই জন্যই পার্টি ও রাষ্ট্রের এই ভুলকে আমরা সকল সৎ মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংশোধন করতে চাই। (হাসি ও উচ্ছল করতালি।) দীর্ঘ ভাষণদানে আমি কিছু নবিশ নই তাই সংশোধনগুলো সম্পর্কে আমাকে ব্যাখ্যার সুযোগ দিন।

প্রথম সংশোধন: মেট্রো নির্মাণের সফল কাজের জন্য ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও গণকমিশারদের কাউন্সিলের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই শক্ কর্মীদের, মেট্রো নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সকল যন্ত্রবিদ, প্রযুক্তিবিদ, শ্রমিক নারী ও পুরুষদের সমবায়কে। (আনন্দ ও সোচ্চার

জয়ধ্বনি দিয়ে সভাকক্ষ কমরেড স্তালিনের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানায়—সকলে উঠে দাঁড়ান।)

এমনকি আজও মেট্রো নির্মাণের শ্রমিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমাদের ভুলটা সংশোধন করা দরকার। (করতালি।) আমাকে হাততালি দেবেন না: এ হল সমস্ত কমরেডেরই সিদ্ধান্ত।

এবং দ্বিতীয় সংশোধন—আপনাদের এটা সরাসরিই বলছি। কর্মী-সমাবেশের জন্য মস্কো মেট্রোর সফল নির্মাণের ক্ষেত্রে কম্‌সোমল্‌দের প্রাপ্য বিশেষ কৃতিত্বের কারণে মস্কোর কম্‌সোমল্‌দের সংগঠনকে আমি অর্ডার অফ্‌ লেনিনে ভূষিত করছি। (আরও করতালি ও জয়ধ্বনি। কমরেড স্তালিন হাসিমুখে কলোনেডস্‌ হলে জমায়েত সবাইয়ের সঙ্গে একযোগে করতালি দেন।) আরও প্রয়োজন হল এই ভুলটাকে আজ সংশোধন করা ও আগামী-কাল প্রকাশ করা। (সংশোধনপত্র তুলে ধরে কমরেড স্তালিন সাদাসিধে ও আন্তরিকভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন।) সম্ভবত, কমরেডস্‌, এটা একটা ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু এর থেকে ভাল আর কিছু আমরা উদ্ভাবন করতে পারিনি।

যদি আর কিছু আমরা করতে পারি তো এগিয়ে চলুন, বলুন আমাদের!

মেট্রোর শ্রমিক ও নির্মাতাদের অভিবাদন জানিয়ে পরিচালকমহোদয় সভা ত্যাগ করেন। কংক্রীট মিক্‌শার অপারেটররা, খনির শ্যাফট্‌-খনকরা, ওয়েল্ডার, ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান, প্রফেসর, শ্রমজীবী নারী ও পুরুষেরা, খুশি মানুষেরা সবাই আনন্দচিত্তে করতালিরত অবস্থায় 'প্রিয় স্তালিন হুররে' বলতে বলতে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

ছ' নম্বর সারিতে হাল্কা লাল রঙের সোয়েটার পরা এক কিশোরী একটা চেয়ারের ওপর উঠে বসে এবং সভাপতিদের দিকে সম্বোধন করে আবেগভরে চীৎকার করে ওঠে 'কমসোমলের তরফ থেকে কমরেড স্তালিন হুররে।'

সোৎসাহ অভ্যর্থনা চলে কয়েক মিনিট এবং শেষ পর্যন্ত আনন্দধ্বনি যখন থামল কমরেড স্তালিন সমবেত সবাইকে আরেকবার প্রশ্ন করেন, "কি মনে করেন আপনারা? যথেষ্ট সংশোধন কি হল?'

আর আবার সভাকক্ষ ফেটে পড়ল উচ্ছল আনন্দধ্বনিতে।

প্রাভদা
১৫ই মে, ১৯৩৫

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও সরকার কর্তৃক নারী যৌথ খামারের শক্ কর্মীদের প্রদত্ত এক সম্বর্ধনায় দেওয়া ভাষণ

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৫

কমরেডস্. আজ আমরা এখানে যা দেখলাম তা হল সেই নতুন জীবনেব একটা খণ্ডচিত্র থাকে আমরা বলি যৌথ জীবন, সমাজতান্ত্রিক জীবন। আমরা সাদাসিধে মেহনতি মানুষদের সরল বিবরণ শুনলাম যে তারা কিভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেছে। আমরা কোনও সাদামাটা মেয়েদের বক্তৃতা শুনিনি বরং আমি বলব সে বক্তৃতা এমন নারীদের যারা শ্রমের বীরাঙ্গনা কারণ যেসব সাফল্য তারা অর্জন করেছে তা একমাত্র শ্রমের বীরাঙ্গনারাই লাভ করতে পারে। এরকম নারী আমাদের আগে ছিল না। এখানে এই আমি রয়েছি যার বয়স এর মধ্যেই ৫৬ বছর, আমি তো আমার জীবনে অনেক জিনিস দেখলাম, আমি দেখেছি অনেক শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ। কিন্তু কখনও এরকম নারী আমি দেখিনি। এরা হল আদ্যোপান্ত এক নতুন জাতের মানুষ। একমাত্র মুক্ত শ্রম, একমাত্র যৌথ খামার শ্রমই গ্রামাঞ্চলে শ্রমের এমন বীরাঙ্গনাদের তৈরি করতে পারে।

পুরানো আমলে এমন নারী ছিল না, এরকম নারী তখন থাকতেও পারে না।

আর একবার সত্যিসত্যি ভাবুন তো মেয়েরা আগেকার কালে, পুরানো দিনগুলোয় কেমন ছিল। যতদিন না মেয়ের বিয়ে হয় ততদিন তাকে সবচেয়ে নীচু স্তরের শ্রমিক বলে গণ্য করা হত। সে তার বাবার জন্য কাজ করত, কাজ করত অবিরাম, তবু তার বাবা তাকে এই বলে গালাগাল দিয়েই চলত: 'আমি তোকে খাওয়াই।' তার বিয়ে হওয়ার পর সে স্বামীর জন্য খাটবে, সে খাটবে ঠিক সেই পরিমাণেই তার স্বামী তাকে যে পরিমাণ খাটতে বাধ্য করবে, আর তার স্বামীও তাকে গাল দিয়ে বলবে, 'আমি তোকে খাওয়াই।' গ্রামাঞ্চলে মেয়েরাই ছিল সবচেয়ে নিম্ন মানের শ্রমিক। স্বভাবতই এমন পরিবেশের মধ্যে

কৃষক রমণীদের ভেতর থেকে কোনও শ্রম-বীরাঙ্গনা তৈরি হতে পারে না সেই সব দিনগুলোয় শ্রম ছিল মেয়েদের কাছে অভিশাপ এবং যথাসম্ভব তারা তা এড়িয়ে চলত।

একমাত্র যৌথ খামার জীবনই শ্রমকে একটি মর্যাদার বিষয় হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, একমাত্র সেটাই গ্রামাঞ্চলে অকৃত্রিম বীরাঙ্গনাদের লালন করে তুলতে পারে। একমাত্র যৌথ খামার জীবনই অসাম্যকে ভাঙতে পারে আর মেয়েদের দাঁড় করাতে পারে তাদের নিজেদের পায়ের ওপর। যেটা আপনারা নিজেরা খুব ভালই জানেন। যৌথ খামার শ্রমদিবসের প্রবর্তন করেছে। আর শ্রমদিবসটা কি? শ্রমদিবসের সামনে নারী ও পুরুষ সবাই সমান। নিজের জমায় যার সবচেয়ে বেশি শ্রমদিবস আছে সে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে! এখানে বাপ বা স্বামী কেউই কোনও মেয়েকে এই বলে গাল দিতে পাবে না যে সে-ই তাকে খাওয়াচ্ছে। এখন কোনও মেয়ে যদি কাজ করে আর তার নামে যদি শ্রমদিবস জমা থাকে তাহলে সে নিজেই নিজের প্রভু। দ্বিতীয় যৌথ খামার কংগ্রেসে কয়েকজন মহিলা কমরেডের সঙ্গে আলাপের কথা আমার মনে পড়ে। উত্তর অঞ্চল থেকে আগত তাদের মধ্যে একজন বললেন:

'দু'বছর আগে কোনও পাণিপ্রার্থী পুরুষ আমাদের বাড়ী ঘেঁষত, না, আমার কোনও পণ ছিল না! এখন আমার নামে পাঁচশ শ্রমদিবস জমা আছে। আর কি ভাবছেন? পাণিপ্রার্থীরা তো আমায় জ্বালিয়ে মারছে; তারা বলছে যে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি সময় নেব, আমি বেছে নেব আমার নিজের তরুণ মানুষকে।'

যৌথ খামার মেয়েদের মুক্ত করেছে এবং শ্রমদিবসের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাধীন করে তুলেছে। যখন সে অবিবাহিত তখন সে তার বাপের জন্য আর কাজ করে না, করে মূলত তার নিজেরই জন্য। আর কৃষক রমণীর মুক্তি বলতে ঠিক এই জিনিসটাকেই বোঝায়; যৌথ খামার ব্যবস্থা বলতে ঠিক এই জিনিসটাই বোঝায় যা শ্রমজীবী নারীকে প্রত্যেক শ্রমজীবী পুরুষের সঙ্গে সমান করে তোলে। একমাত্র এইসব ভিত্তিতেই, একমাত্র এইসব পরিবেশেই অমন চমৎকার মেয়েরা গড়ে উঠতে পারে। সেইজন্য আমি আজকের সভাকে সরকারের সদস্যদের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিছক একটা সাদামাটা সভা বলে গণ্য করব না, এটা হল এক আনুষ্ঠানিক দিন যেখানে নারীদের মুক্ত শ্রমের সাফল্য ও যোগ্যতা প্রদর্শিত হচ্ছে। সরকারের কাছে

তাদের সাফল্যের বিবরণী দিতে শ্রমের যেসব বীরাঙ্গনা এখানে এসেছেন আমি মনে করি যে সরকারের উচিত তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা।

আজকের দিনটিকে কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে? আমরা এখানে—কমরেডস্ ভরোশিলভ, চের্ণভ, মলোটভ, কাগানোভিচ, ওর্জোনিকিদ্জে, কালিনিন, মিকোয়ান এবং আমি—একসঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছি যে সরকারকে অনুরোধ করব আমাদের শ্রমের বীরাঙ্গনাদের অর্ডার অফ লেনিনে পুরস্কৃত করতে—দলনেত্রীদের অর্ডার অফ্ লেনিন দিতে এবং সাধারণ শক্ কর্মীদের অর্ডার অফ্ দা ব্যানার অফ্ লেবর দিতে। কমরেড মারিয়া দেমশেঙ্কোকে অবশ্য বিশেষ করে বাছাই করতে হবে।

ভরোশিলভ: খাসা মেয়ে!

মলোটভ: সবচেয়ে তুষ্টু!

স্তালিন: আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে অগ্রদূতী হিসেবে মারিয়া দেমশেঙ্কোকে অর্ডার অফ্ লেনিন দিয়ে পুরস্কৃত করা ছাড়াও সোভিয়েত-সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত এবং তার দলের নারী যৌথ-খামার কর্মীদের অর্ডার অফ্ দা ব্যানার অফ্ লেবর দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত।

একটি কণ্ঠস্বর: তারা সবাই হাজির কেবল একজন ছাড়া। সে অসুস্থ।

স্তালিন: যে অসুস্থ তাকেও অবশ্যই পুরস্কৃত করতে হবে। এইভাবেই এই দিনটিকে আমরা চিহ্নিত করতে চাই।

(সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি। সকলে উঠে দাঁড়ায়।)

প্রাভদা
১১ই নভেম্বর, ১৯৩৫

স্তাখানোভাইটদের[১] প্রথম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ[১০]

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৫

১। স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপর্য ঃ

কমরেডস্, স্তাখানোভাইটদের সম্পর্কে এই সম্মেলনে এত কিছু বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এত ভালভাবে যে আমার বলার জন্য বাকি আছে প্রকৃতপক্ষে খুব সামান্যই। কিন্তু যেহেতু আমাকে বলতে আহ্বান করা হয়েছে তাই আমার দু চার কথা বলতে হবে।

স্তাখানোভ আন্দোলনকে শ্রমজীবী নারী ও পুরুষের কোনও সাধারণ আন্দোলন বলে গণ্য করা যায় না। স্তাখানোভ আন্দোলন হল শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীর এমন এক আন্দোলন যা আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের ইতিহাসে তার মহত্তম একটি পৃষ্ঠা হিসেবে রয়ে যাবে।

স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপর্যটি কোথায় নিহিত আছে ?

তা নিহিত আছে প্রাথমিকভাবে এই ঘটনায় যে সে-আন্দোলন হল কোনও কিছুকে ছাপিয়ে ওঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি নতুন তরঙ্গের বহিঃপ্রকাশ, একটি নতুন ও উচ্চতর স্তরের সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেন নতুন এবং কেন উচ্চতর ? কারণ স্তাখানোভ আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পুরানো পর্যায়ের সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে শ্রেয়। অতীতে বছর তিনেক আগে সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম পর্বে সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আধুনিক কৃৎকৌশলের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। সে-সময় বস্তুতপক্ষে আমাদের আধুনিক কৃৎকৌশলই প্রায় ছিল না। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্তমান পর্বটি—স্তাখানোভ আন্দোলনটি আবশ্যিকভাবেই আধুনিক কৃৎকৌশলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটা নতুন ও উন্নততর কৃৎ-কৌশলকে বাদ দিলে স্তাখানোভ আন্দোলনের কথা ভাবাও যায় না। আমাদের সামনে রয়েছেন কমরেডস্ স্তাখানোভ, বুসিগিন, স্মেতানিন, ক্রিভোনোস, প্রোনিন, ভিনোগ্রাদোভা মেয়েরা, এবং আরও অনেকে, এরা

নতুন মানুষ, শ্রমজীবী পুরুষ ও নারী যারা তাদের স্ব স্ব কাজের কৃৎকৌশলকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন, তাকে চালু করেছেন ও আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বছর তিনেক আগে এরকম লোক ছিল না, অথবা এরকম লোক ছিল খুব সামান্যসংখ্যক। এরা হলেন নতুন মানুষ, এক বিশেষ ধাঁচের মানুষ।

পুনশ্চ, স্তাখানোভ আন্দোলন হল শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীদের এমন আন্দোলন যা বর্তমান শিল্পকৌশলগত মানকে ছাপিয়ে যাওয়ার, বর্তমান উৎপাদন পরিকল্পনা ও অনুমানগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য পূরণের কাজে হাত দিয়েছে। সেগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়া এই কারণে যে আমাদের আজকের দিনের পক্ষে, আমাদের নতুন মানুষদের পক্ষে সেইসব মান ইতোমধ্যেই সেকেলে অচল হয়ে পড়েছে। এই আন্দোলন শিল্পকৌশল সম্পর্কে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীগুলোকে ভেঙে ফেলছে, তা কাঁপিয়ে তুলছে পুরানো প্রযুক্তিগত মানকে, পুরানো পরিকল্পিত যোগাতাকে এবং পুরানো উৎপাদন পরিকল্পনাগুলোকে আর তা দাবি করছে যে নতুন ও উন্নততর সব প্রযুক্তিগত মান, পরিকল্পিত যোগাতা এবং উৎপাদন পরিকল্পনা সৃষ্টি হোক। এটা অবধারিতভাবেই আমাদের শিল্পক্ষেত্রে এক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সেই জন্যই স্তাখানোভ আন্দোলন মূলত একটি প্রগাঢ় বৈপ্লবিক আন্দোলন।

এর আগেই বলা হয়েছে যে নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তিগত মানের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে স্তাখানোভ আন্দোলন হল শ্রমের সেই উচ্চ উৎপাদনশীলতার দৃষ্টান্ত যা একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারে এবং যা ধনতন্ত্র দিতে অক্ষম। এটা চূড়ান্ত সত্য। কেন এমন হয়েছিল যে পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করল? কারণ পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান সৃষ্টি করেছিল, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় যা তৈরি করা যায় তার থেকে অতুলনীয় বিরাটতর পরিমাণ পণ্য তৈরী করতে তা সমাজকে সক্ষম করেছিল; কারণ তা সমাজকে করেছিল আরও সমৃদ্ধ। কেন এমন হয় যে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থাকে পরাজিত করতে সক্ষম এবং তা নিশ্চয়ই করবেও? কারণ সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থার থেকে শ্রমের উন্নততর দৃষ্টান্ত হাজির করতে পারে, শ্রমের এক উচ্চতর উৎপাদনশীলতা সম্ভব করতে পারে; কারণ তা সমাজকে যোগাতে পারে আরও অনেক সামগ্রী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থার চাইতে সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

কিছু লোক ভাবে যে একজন দরিদ্র ব্যক্তির জীবনধারণের মানের ওপর নির্ভর করে জনগণের বৈষয়িক অবস্থার একটা নির্দিষ্ট সমানীকরণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করা যেতে পারে। সেটা সত্য নয়। সেটা হল সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এক পেটিবুর্জোয়া ধারণা। বস্তুতপক্ষে সমাজতন্ত্র সফল হতে পারে একমাত্র শ্রমের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের থেকে উচ্চতর এক উন্নত উৎপাদন-শীলতার ওপর নির্ভর করে, উৎপাদিত সামগ্রীসমূহ ও সকলপ্রকার ভোগ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে, এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য এক সমৃদ্ধ ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রকে যদি এই লক্ষ্য পূরণ করতে হয় এবং সকল সমাজের ভেতর আমাদের সোভিয়েত সমাজকে সমৃদ্ধতম করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে আমাদের দেশকে অবশ্যই শ্রমের এমন উৎপাদনশীলতা অর্জন করতে হবে যা সর্বাগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর চাইতে ছাপিয়ে যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন সামগ্রীর ও সবরকমের ভোগ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য অর্জনের কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপর্যটি এইখানেই নিহিত যে এ হল এমন এক আন্দোলন যা চূরমার করে দিচ্ছে পুরানো প্রযুক্তিগত মানগুলোকে কারণ সেগুলো পর্যাপ্ত নয়, যে আন্দোলন অনেকগুলো ক্ষেত্রেই সর্বাগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমের যে উৎপাদনশীলতা তাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে, আর এইভাবেই সেই আন্দোলন আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রকে আরও সুসংহত করার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি করছে, সৃষ্টি করছে আমাদের দেশকে সব দেশের থেকে সমৃদ্ধতমে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা।

কিন্তু স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপর্যের ইতি এইখানেই নয়। এর তাৎপর্য আরও নিহিত এই ঘটনায় যে তা সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের উত্তরণের পরিবেশ তৈরী করছে।

সমাজতন্ত্রের নীতি হল এই যে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে এবং ভোগ্যসামগ্রী পায় সমাজের জন্য সে যা কাজ করছে সেই অনুসারে, তার প্রয়োজন অনুসারে নয়। এর অর্থ এই যে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত মান তখনও তেমন একটা উঁচু নয়, তখনও মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে, তখনও শ্রমের উৎপাদনশীলতা এরকম যথেষ্ট উঁচু নয় যে তা ভোগ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য সুনিশ্চিত করতে পারে এবং এরই ফলস্বরূপ সমাজ

তার সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যদ্রব্য দিতে পারে না, সমাজের জন্য তারা যেমন কাজ করে সেই অনুসারেই তা দিতে বাধ্য হয়।

সাম্যবাদ এক উচ্চতর পর্যায়ের বিকাশের প্রতিফলক। সাম্যবাদের নীতি হল একটি সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে আর যে কাজটা সে করছে সেই অনুসারে নয়, বরং একজন সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত মানুষ হিসেবে যা তার প্রয়োজন সেই অনুসারেই ভোগ্যসামগ্রী পেয়ে থাকে। এর অর্থ এই যে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্প-কৌশলগত মান এত যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে তা মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের পার্থক্যকে অপসারণ করতে পারে, মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে আর শ্রমের উৎপাদনশীলতা এমন একটা উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়েছে যে তা ভোগ্যসামগ্রীর এক চূড়ান্ত প্রাচুর্য যোগাতে পারে এবং তার ফলে সমাজ এই সামগ্রীগুলোকে তার সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করতে সক্ষম হয়।

কিছু কিছু লোক এরকম চিন্তা করে যে ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের, মানসিক স্তরের শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানকে গড় দক্ষ শ্রমিকের মানে নামিয়ে এনে মানসিক ও কায়িক শ্রমিকদের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত সমানীকরণের মাধ্যমেই মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্যকে মুছে ফেলা সম্ভব। এটা একেবারেই ভুল। কেবল পেটিবুর্জোয়া বাচালরাই সাম্যবাদ সম্বন্ধে এইরকমভাবে ধারণা করতে পারে। বাস্তবে মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য একমাত্র দূর করা যায় শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানকে ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ শ্রমিকদের মানে উন্নীত করার মাধ্যমে। এটা অসম্ভব মনে করা অযৌক্তিক হবে। সেই সোভিয়েত ব্যবস্থায় এটা পুরোপুরি সম্ভব যেখানে দেশের উৎপাদনী শক্তিগুলোকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হয়েছে, যেখানে শ্রমকে মুক্ত করা হয়েছে শোষণের জোয়াল থেকে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতায় আসীন এবং যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর তরুণ প্রজন্মের কাছে এক পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রযুক্তিগত শিক্ষালাভের সমস্ত রকমের সুযোগই আছে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও হেতু নেই যে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানের ক্ষেত্রে এরকম একটা উন্নতিই মানসিক ও কায়িক শ্রমের ব্যবধানের বনিয়াদকে ভাঙতে পারে, একমাত্র এইভাবেই শ্রমের উৎপাদনশীলতার

এমন উচ্চ পর্যায় ও ভোগ্যসামগ্রীর প্রাচুর্যকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব যা সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ সূচিত করার জন্য আবশ্যক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্তাখানোভ আন্দোলন এই ঘটনার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ যে তার মধ্যে আমদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানের ঠিক এইরকম একটি উন্নতিরই প্রথম সূচনা রয়েছে—সেই সূচনা দুর্বল তা সত্য তবু সূচনা নিশ্চয়ই।

আর আমাদের কমরেডদের—স্তাখানোভাইটদের দিকে আরও কাছ থেকে তাকিয়ে দেখুন তো। তারা কি ধাঁচের মানুষ? তারা বেশিরভাগই হলেন তরুণ বা মাঝবয়সী শ্রমজীবী পুরুষ ও নারী—সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশল-গতসম্পন্ন এমন মানুষ যারা কাজের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধি ও সূক্ষ্মতার দৃষ্টান্ত রাখেন, যারা কাজের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারেন এবং শুধু মিনিট নয়, সেকেণ্ডটা পর্যন্ত হিসেব করতে শিখেছেন। তাদের অধিকাংশই শিল্পকৌশলের ন্যূনতম পাঠটি শিখেছেন এবং নিজেদের শিল্প-কৌশলগত শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও কর্মপরিচালকদের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা ও স্থবির ভাব দেখা যায় তা থেকে তারা মুক্ত; সেকেলে সব শিল্পকৌশলগত মানকে চূর্ণ করে আর নতুন ও উন্নততর মান সৃষ্টি করে তারা সাহসের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমাদের শিল্পের নেতারা যে পরিকল্পিত যোগ্যতা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন সেখানে তারা সংশোধনী নিয়ে আসছেন, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের বক্তব্যকে তারা প্রায়শই পরিপূরণ ও সংশোধন করেন, তারা অনেকসময়ই এদেরকে শেখান ও এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন কারণ তারাই হলেন সেই ধরনের মানুষ যারা নিজেদের স্ব স্ব কাজের কৃৎকৌশলকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন এবং যারা কৃৎকৌশল থেকে যতটা বেশি পরিমাণ লাভ নিঙড়ে নেওয়া সম্ভব ততটা বার করে নিতে সক্ষম। আজ স্তাখানোভাইটরা এখনও সংখ্যায় কম, কিন্তু এ বিষয়ে আগামী দিনে যে তাদের সংখ্যা বাড়বে দশগুণ তাতে কেউ কি সন্দেহ করতে পারে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে স্তাখানো-ভাইটারা আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন পথের উদ্ভাবক, যে স্তাখানোভ আন্দোলন আমাদের শিল্পের ভবিষ্যত নির্দেশ করে, যে এই আন্দোলনেই নিহিত আছে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত মানের ভবিষ্যত বৃদ্ধির বীজ, যে এই আন্দোলনই আমাদের সামনে সেই রাস্তাটা খুলে ধরছে

একমাত্র যার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে শ্রমের উৎপাদনশীলতার এমন উচ্চ মান যা সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য এবং মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের ব্যবধান ঘুচানোর জন্য আবশ্যক।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রেক্ষিতে, কমরেডস্, এই হল স্তাখানোভাইট আন্দোলনের তাৎপর্য।

স্তাখানোভ ও বুসিগিন যখন পুরানো কৃৎকৌশলগত মানকে চূর্ণ করতে সুরু করেছিলেন তারা কি তখন স্তাখানোভাইট আন্দোলনের এই মহান্ তাৎপর্যের কথা ভেবেছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। তাদের ছিল নিজস্ব উদ্বেগ— তারা চেষ্টা করছিলেন তাদের উদ্যোগকে বাধাবিপত্তি থেকে বার করে আনতে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাকে অনেক বেশি করে পূরণ করতে। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে তাদেরকে পুরানো কৃৎকৌশলগত মান ভাঙতে হয়েছিল এবং সব-সেরা পুঁজিবাদী দেশগুলোকে ছাপিয়ে যায় শ্রমের এমনই এক উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে বিকশিত করে তুলতে হয়েছিল। এটা অবশ্য চিন্তা করা হাস্যকর হবে যে এই পরিস্থিতিটি স্তাখানোভাইটদের আন্দোলনের মহান্ ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে কোনওভাবে খাটো করতে পারে।

একই কথা বলা যায় সেইসব শ্রমিকদের সম্বন্ধে যারা আমাদের দেশে ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহকে সংগঠিত করেছিল। তারা অবশ্য এরক কখনও ভাবেনি যে শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ হয়ে উঠবে। তারা যখন শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলো সৃষ্টি করেছিল তখন তারা কেবল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষাই করছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিটি কোনওভাবেই এই প্রশ্নাতীত তথ্যটিকে অস্বীকার করে না যে লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিকদের দ্বারা ১৯০৫ সালে শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের জন্য আরব্ধ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ থেকে পুঁজিবাদের উৎসাদনে ও সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জনে।

২। স্তাখানোভ আন্দোলনের মূল উৎসসমূহ আমরা এখন স্তাখানোভ আন্দোলনের শৈশবে, তার সূচনায় দাঁড়িয়ে।

স্তাখানোভ আন্দোলনের কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা দরকার।

যে ঘটনাটি সবচেয়ে নজরে পড়ে তা এই যে এই আন্দোলনটি আমাদের

উদ্যোগগুলোর প্রশাসকদের তরফ থেকে কোনওরকমের চাপ ছাড়াই কোনও-রকমে নিজে থেকেই প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নীচের তলা থেকে সুরু হয়েছিল। তার থেকেও কিছু বেশিই বলা যায় কারণ এই আন্দোলন আমাদের উদ্যোগগুলোর প্রশাসকদের ছাড়াই, এমনকি তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও একরকমভাবে জেগে উঠেছিল ও বিকশিত হতে সুরু করেছিল। কমরেড মলোটভ আপনাদের কাছে ইতোমধ্যেই বলেছেন যে আবচাঙ্গেলস্ক্ কাঠ-কারখানার শ্রমিক কমরেড মুসিন্সকিকে কি ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল যখন তিনি প্রশাসনের কাছ থেকে লুকিয়ে ইন্সপেক্টরদের কাছ থেকে লুকিয়ে নতুন ও উচ্চতর কৃৎকৌশল মান প্রণয়ন করেছিলেন। খোদ স্তাখানোভের কপালও কিছু বেশি ভাল ছিল না কারণ তার অগ্রগমনের ক্ষেত্রে তাকে কেবল প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধাচরণের সামনেই আত্মরক্ষা করতে হয়নি, আরও আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল কিছু শ্রমিকের বিরোধিতার সামনে যারা তারা 'নবোদ্ভাবিত ধ্যান-ধারণা'র জন্য তাকে হন্যে হয়ে তাড়া করেছিল। বুসিগিনের সম্বন্ধে আমরা জানি যে তাকে তার 'নবোদ্ভাবিত ধ্যানধারণা'র জন্য কারখানায় কাজ খুইয়েই প্রায় দাম দিতে হয়েছিল এবং একমাত্র শপ্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কমরেড সোকোলিন্স্কির হস্তক্ষেপই তাকে কারখানায় টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছিল। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের শিল্পোদ্যোগগুলোর প্রশাসকদের তরফ থেকে আদৌ যদি কোনওরকম কাজ করা হয়ে থাকে তবে তা স্তাখানোভ আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য নয়, তাকে রুখবার জন্যই। ফলত স্তাখানোভ আন্দোলন জেগে উঠেছিল এবং একটি আন্দোলন হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল নীচের তলা থেকেই। আর ঠিক যেহেতু তা নিজে থেকেই জেগে উঠেছিল, ঠিক যেহেতু তা এসেছিল নীচের তলা থেকে তাই এটা হল আজকের দিনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন।

স্তাখানোভ আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও উল্লেখ দরকার। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে স্তাখানোভ আন্দোলন আমাদের গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমান্বয়ে নয়, বরং এক অতুলনীয় দ্রুততার সঙ্গে এক মহাঝটিকার মত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিভাবে তা সুরু হয়েছিল? স্তাখানোভ কয়লা উৎপাদনের কৃৎকৌশলী মানকে পাঁচ-ছ গুণ অন্তত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুসিগিন ও স্মেতানিন একই কাজ করেছিলেন—একজন যন্ত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে আর অপরজন জুতার কারখানায়। সংবাদপত্রগুলো এসব তথ্য ছাপাল।

আর অকস্মাৎ স্তাখানোভ আন্দোলনের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এর কারণটা ছিল কি? কিভাবে এটা হল যে স্তাখানোভ আন্দোলন এত দ্রুত বিস্তার লাভ করল? এটা কি এই কারণে যে স্তাখানোভ ও বুসিগিন ছিলেন ইউ. এস. এস. আর-এর অঞ্চলে অঞ্চলে ও জেলায় জেলায় ব্যাপক যোগাযোগসম্পন্ন বিরাট সংগঠক এবং তারা নিজেরাই এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন? না। নিশ্চয়ই তা নয়। তাহলে বোধহয় এই কারণে যে স্তাখানোভ ও বুসিগিনের মনে আমাদের দেশের বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবার বাসনা ছিল আর তারা নিজেরাই স্তাখানোভ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সারা দেশে বয়ে নিয়ে গেছিলেন? সেটাও সত্য নয়। আপনারা তো এখানে স্তাখানোভ্ ও বুসিগিনকে দেখেছেন। তারা এ সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন। তারা এমন সাদাসিধে বিনম্র মানুষ যাদের মনে জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিজয়মুকুট পরার তিলমাত্র বাসনা নেই। এমনকি এটাও আমার মনে হয় যে তাদের সব প্রত্যাশা ছাপিয়ে উঠে আন্দোলনটি যে পরিধি লাভ করেছে তাতে তারা কিছুটা বিব্রতই বটে। এবং এ সত্ত্বেও যদি স্তাখানোভ ও বুসিগিনের নিক্ষিপ্ত অগ্নিশলাকা একটা প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড সুরু করার মত যথেষ্ট হয় তবে তার অর্থ হয় এই যে স্তাখানোভ আন্দোলন চূড়ান্ত দানা বেঁধে উঠেছে। একমাত্র যে আন্দোলন চূড়ান্ত দানা বেঁধে উঠেছে এবং বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য যা একটিমাত্র কাঁপনের অপেক্ষায় আছে—একমাত্র সেই ধরনের আন্দোলনই অত দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে ও গড়ানো বরফ-গোলার মত বেড়ে চলতে পারে।

এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে স্তাখানোভ আন্দোলন একেবারে পরিপক্ক বলে প্রতিপন্ন? এর দ্রুত বিস্তারের পেছনে কারণগুলো কি কি? স্তাখানোভ আন্দোলনের মূল উৎসগুলো কি কি?

অন্তত এর চারটি কারণ রয়েছে।

১। স্তাখানোভ আন্দোলনের সবচেয়ে প্রথম ও অগ্রগণ্য বনিয়াদ ছিল শ্রমিকদের বৈষয়িক কল্যাণের ক্ষেত্রে আমূল উন্নয়ন। কমরেডস্, জীবন উন্নত হয়েছে। জীবন হয়েছে আরও আনন্দময়। আর জীবন যখন হয় আরও আনন্দময় তখন কাজ এগোয় ভালভাবে। এই কারণেই উৎপাদনের উচ্চ হার। এই কারণেই শ্রমের বীর আর বীরাঙ্গনারা। সেটাই হল প্রাথমিকভাবে স্তাখানোভ আন্দোলনের মূল। আমাদের দেশে যদি একটা

সংকট থাকত, যদি থাকত বেকারি—শ্রমিকশ্রেণীর সেই অভিশাপ—যদি আমাদের দেশের মানুষ থাকত খারাপভাবে, নীরস ও একঘেয়েভাবে, নিরানন্দ মনে তাহলে এই স্তাখানোভ আন্দোলনের মত কিছুই আমরা পেতাম না। (করতালি।) আমাদের সর্বহারা বিপ্লব হল তুনিয়ার একমাত্র বিপ্লব যা জনগণকে শুধু রাজনৈতিক ফলই নয় সেই সঙ্গে বৈষয়িক ফলও প্রদর্শন করতে পেরেছে। শ্রমিকদের সকল বিপ্লবের মধ্যে আমাদের জানা একটিমাত্র বিপ্লবই ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। সেটা ছিল প্যারিস কমিউন। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এটা সত্য যে তা পুঁজিবাদের শেকল চূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সেটা ভাঙার মত পর্যাপ্ত সময় তা পায়নি, এবং জনগণকে বিপ্লবের কল্যাণকর বৈষয়িক ফলাফল দেখানোর মত সময় তো পেয়েছিল আরও অনেক কম। আমাদের বিপ্লবই হল এমন একমাত্র বিপ্লব যা শুধু পুঁজিবাদের শেকলগুলোকে চুরমার করে জনগণের স্বাধীনতাই এনে দেয়নি সেই সঙ্গে জনগণের জন্য এক সমৃদ্ধ জীবনের বৈষয়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছে। এইখানেই আমাদের বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়তা নিহিত আছে। পুঁজিপতিদের হটিয়ে দেওয়া, জমিদারদের হটিয়ে দেওয়া, জারের তল্পিবাহকদের হটিয়ে দেওয়া, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা এবং স্বাধীনতা অর্জন করা—এসব নিশ্চয়ই ভাল জিনিস। এটা খুবই ভাল। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশত একা স্বাধীনতা পর্যাপ্তরকম যথেষ্ট নয়। যদি রুটির ঘাটতি থাকে, যদি মাখন আর চর্বি কম থাকে, যদি সুতিবস্ত্রের অভাব থাকে আর বাসগৃহের অবস্থা যদি খারাপ হয় তাহলে স্বাধীনতা আপনাকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। কমরেডস্, একা স্বাধীনতার ওপর বেঁচে থাকা বড় তুষ্কর। (সম্মতিজ্ঞাপক সোচ্চার ধ্বনি। করতালি।) ভালভাবে ও আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার কল্যাণগুলোকে অবশ্যই বৈষয়িক কল্যাণ দিয়ে পরিপূরিত করতে হবে। আমাদের বিপ্লবের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে তা জনগণকে কেবল স্বাধীনতাই দেয়নি, সেই সঙ্গে দিয়েছে বৈষয়িক কল্যাণ এবং এক সমৃদ্ধ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সম্ভাবনা। সেই জন্যই আমাদের দেশে জীবন হয়ে উঠেছে আনন্দময় এবং এই মৃত্তিকা থেকেই স্তাখানোভ আন্দোলনের উদ্গম।

(২) স্তাখানোভ আন্দোলনের দ্বিতীয় উৎসটি হল এই ঘটনা যে আমাদের দেশে কোনও শোষণ নেই। আমাদের দেশের জনগণ শোষকদের

জন্য, পরভৃৎদের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে না ; তারা কাজ করে নিজেদের জন্য, তাদের নিজেদের শ্রেণীর জন্য আর তাদের নিজেদের সোভিয়েত সমাজের জন্য যেখানে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সেরা সদস্যদের দিয়ে। সেইজন্যই আমাদের দেশে শ্রমের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে এবং তা সম্মান ও গর্বের একটি বিষয়। পুঁজিবাদে শ্রমের থাকে একটি ব্যক্তিগত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রকৃতি। তুমি বেশি উৎপাদন করেছ—আচ্ছা, তাহলে এই নাও বেশি আর যত ভালভাবে পার বাঁচ। কেউ তোমায় জানে না বা তোমায় জানতেও চায় না। তুমি পুঁজিপতিদের জন্য কাজ কর, তুমি তাদের ধনসম্পদ বাড়িয়ে তোল ? তা তুমি আর কি আশা কর ? সেইজন্যই তো তারা তোমায় ভাড়া করেছে যাতে তুমি শোষকদের ধনী করে তোল। এতে যদি তুমি রাজি না থাক তবে বেকারদের দলে ভিড়ে যাও এবং যত ভাল পার চালাও গে—'আমরা খুঁজে নেব আরও বাধ্য লোককে।' এই কারণেই জনগণের শ্রমকে পুঁজিবাদে উচ্চ মূল্য দেওয়া হয় না। এই-রকম পরিবেশে কোনও স্তাখানোভ আন্দোলনের স্থান হতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থায় ব্যাপারটা ভিন্ন। এখানে শ্রমজীবী মানুষকে মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানে সে কাজ করে শোষকদের জন্য নয়, তার নিজের জন্য, তার শ্রেণীর জন্য, সমাজের জন্য। এখানে শ্রমজীবী মানুষ নিজেকে অবহেলিত ও একা ভাবতে পারে না। পক্ষান্তরে যে মানুষ কাজ করে সে নিজেকে তার দেশের একজন মুক্ত নাগরিক হিসেবে ভাবে, একরকম সামাজিক ব্যক্তিত্ব বলে অনুভব করে। আর সে যদি ভালমত কাজ করে এবং সমাজকে দেয় তার সর্বোত্তম সেবা তাহলে সে হয় একজন শ্রমবীর এবং সে গৌরবমণ্ডিত হয়। স্পষ্টতই স্তাখানোভ আন্দোলন একমাত্র এরকম পরিবেশে জেগে উঠতে পারে।

(৩) স্তাখানোভ আন্দোলনের তৃতীয় উৎস হিসেবে আমরা অবশ্যই গণ্য করব এই ঘটনাকে যে আমাদের একটি আধুনিক কৃৎকৌশল বর্তমান। স্তাখানোভ আন্দোলন আধুনিক কৃৎকৌশলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত। আধুনিক কৃৎকৌশল ছাড়া, আধুনিক কল-কারখানা ছাড়া, আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া স্তাখানোভ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক কৃৎকৌশল ছাড়া প্রযুক্তিগত মান দ্বিগুণ বা তিনগুণ করা যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। আর স্তাখানোভ আন্দোলন যদি প্রযুক্তিগত মানকে পাঁচ-

দ্বিগুণ বাড়াতে পারে তাহলে তার অর্থ এই যে তা পুরোপুরিই নির্ভর করে আধুনিক কৃৎকৌশলের ওপর। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেশের শিল্পায়ন, আমাদের কল-কারখানার পুনর্নির্মাণ, আধুনিক কৃৎকৌশল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ছিল স্তাখানোভ আন্দোলনের উদ্ভবের অন্যতম কারণ।

(৪) কিন্তু আধুনিক কৃৎকৌশল এককভাবে আপনাকে খুব দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। আপনার প্রথম শ্রেণীর কৃৎকৌশল, প্রথম শ্রেণীর কল-কারখানা থাকতে পারে কিন্তু সেই কৃৎকৌশলকে বাস্তবে চালু করার মত যোগ্য মানুষ যদি আপনার না থাকে তাহলে দেখবেন যে আপনার সেই কৃৎকৌশল নিছক নিঃস্ব কৃৎকৌশলই থেকে যাবে। আধুনিক কৃৎকৌশল যাতে ফলপ্রসূ হতে পারে সেজন্য দরকার মানুষের, শ্রমজীবী পুরুষ ও নারী ক্যাডারের যারা সেই কৃৎকৌশলের পরিচালনাভার নিতে ও প্রসারিত করতে সক্ষম। স্তাখানোভ আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের অর্থ হল এই ধরনের ক্যাডার আমাদের দেশের শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীদের ভেতর থেকে ইতোমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে। বছর দুয়েক আগে পার্টি ঘোষণা করেছিল যে নতুন কল-কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে ও আমাদের উদ্যোগগুলোকে আধুনিক যন্ত্রপাতি যোগানের ক্ষেত্রে যা করণীয় আমরা কেবল তার অর্ধেক সম্পন্ন করেছি। পার্টি তখন ঘোষণা করেছিল যে নতুন সব কারখানা নির্মাণের উৎসাহ-উদ্যমকে সেই নতুন কারখানাগুলোকে কর্তৃত্বে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহ-উদ্যম দিয়ে অবশ্যই পরিপূরিত করতে হবে, একমাত্র এই পথেই আমাদের করণীয় কাজকে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা সম্ভব। এটা সুস্পষ্ট যে এই নতুন কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করার কাজ ও নতুন ক্যাডারদের বিকাশ এই দু'বছর ধরে চলেছে। এটা এখন পরিষ্কার যে ইতোমধ্যেই এরকম ক্যাডার পেয়েছি। এটা নিশ্চিত যে এরকম ক্যাডারদের ছাড়া, এরকম নতুন মানুষ ছাড়া আমরা কখনই কোনও স্তাখানোভ আন্দোলনকে পেতাম না। সুতরাং নতুন কৃৎকৌশলকে যারা আয়ত্ত করেছে সেই নতুন মানুষ—শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীরাই স্তাখানোভ আন্দোলনের রূপকার ও প্রসারক শক্তি গঠন করে।

এইসব পরিবেশ থেকেই স্তাখানোভ আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে ও প্রসার লাভ করেছে।

৩। নতুন জনগণ—নতুন প্রযুক্তিগত মান

আমি বলেছি যে স্তাখানোভ আন্দোলনের বিকাশ ক্রমে ক্রমে হয়নি, তা হয়েছে একটা বিস্ফোরণের মত যেন কোনও বাঁধ ভেঙে সেটা বেরিয়ে এসেছে। এটা স্পষ্ট যে তাকে কতকগুলো বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। কেউ তাকে রুখছিল, কেউ টানছিল পেছন দিকে ; আর তারপর শক্তি সঞ্চয় করে এই সমস্ত বাধাকে স্তাখানোভ আন্দোলন ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল ও দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোলমালটা কি ছিল ? ঠিক কোন্ জিনিসটা। তাকে রুখছিল ?

সেটা ছিল পুরানো প্রযুক্তিগত মান আর এইসব মানের পেছনের লোকগুলো—এরাই তাকে বাধা দিচ্ছিল। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের ইঞ্জিনীয়ারেরা, কারিগর আর কর্মপরিচালকেরা আমাদের শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীদের প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্‌পরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু প্রযুক্তিগত মান প্রণয়ন করেছিল। তারপর বেশ ক'বছর অতিক্রান্ত। এই সময়পর্বে মানুষ বড় হয়েছে আর প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু প্রযুক্তিগত মান তো অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এই মানগুলো এখন অবশ্যই আমাদের নতুন মানুষের কাছে সেকেলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এখন প্রত্যেকেই বর্তমান প্রযুক্তিগত মানগুলোকে নিন্দা করছে। কিন্তু আর যাই হোক সেগুলো তো আকাশ ফুঁড়ে নামেনি। আর ব্যাপারটা এমনও নয় যে এই প্রযুক্তিগত মানগুলো যে সময় প্রণীত হয়েছিল তখন সেগুলো খুব নীচু তারে বাঁধা হয়েছিল। ব্যাপারটা মূলত এই যে এখন যখন এই মানগুলো ইতোমধ্যেই অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে তখনও এগুলোকে আধুনিক কৃৎকৌশল বলেই রক্ষা করার প্রচেষ্টা চলে। মানুষ আমাদের শ্রমজীবী নারীপুরুষের প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্‌পরতাকে আঁকড়ে ধরে, এই পশ্চাদ্‌পরতার দ্বারা পরিচালিত হয়, এই পশ্চাদ্‌পরতার ওপর নিজেদেরকে নির্ভর করায় আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে মানুষ তখন পশ্চাদ্‌পরতার আশ্রয় নিতে সুরু করে দেয়। কিন্তু এই পশ্চাদ্‌পরতা যখন অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন কি কর্তব্য ? আমরা কি সত্যসত্যই আমাদের পশ্চাদ্‌পরতাকে ভজনা করতে চলেছি এবং সেটাকে একটা বিগ্রহ, একটা পূজার সামগ্রী করে তুলছি ? শ্রমজীবী নারীপুরুষ যখন ইতোমধ্যেই বিকশিত হতে পেরেছে ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে তখন কি কর্তব্য ? পুরানো প্রযুক্তিগত মান যদি আর বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখে আর আমাদের শ্রমজীবী নারীপুরুষেরা যদি ইতোমধ্যেই সেগুলোকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাঁচ-

দশগুণ ছাপিয়ে যেতে পারে তাহলে কি কর্তব্য? আমাদের পশ্চাদ্‌পরতার কাছে আমরা কি কখনও আনুগত্যের শপথ নিয়েছি? আমার তো মনে হয় তা নিইনি, নিয়েছি কি কমরেডস্? (সকলের হাসি।) আমরা কি কখনও এমন ধরে নিয়েছি যে আমাদের শ্রমজীবী নারীপুরুষেরা চিরকাল পিছিয়ে-পড়াই থেকে যাবে? আমরা তা কখনও ধরে নিইনি, নিয়েছি কি? (সকলের হাসি।) তাহলে ঝামেলাটা কোথায়? আমাদের কিছু কিছু ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের রক্ষণশীলতাকে চূর্ণ করে দেওয়ার, পুরানো সনাতনী প্রথা আর মানকে চূর্ণ করে দেওয়ার এবং শ্রমিকশ্রেণীর নতুন শক্তিসমূহকে অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার সাহস কি সত্যই আমাদের থাকবে না?

লোকে বিজ্ঞানের কথা বলে। তারা বলে যে বিজ্ঞানের তথ্যাদি, কারিগরি বই আর নির্দেশনামায় যেসব তথ্য সংকলিত আছে সেগুলো নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তিগত মান সম্বন্ধে স্তাখানোভ আন্দোলনের দাবির বিরোধিতা করে। কিন্তু তারা কি ধরনের বিজ্ঞানের কথা বলছে? বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ সর্বদাই প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। যে বিজ্ঞান প্রয়োগের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে সেটা কি জাতের বিজ্ঞান? আমাদের কিছু কিছু রক্ষণশীল কমরেড বিজ্ঞান বলতে যেটাকে তুলে ধরেছেন সেটা যদি তা-ই হত তবে মানবসমাজের কাছে তার মৃত্যু ঘটত অনেককাল আগেই। বিজ্ঞানকে যে বিজ্ঞান বলা হয় তা ঠিক এই কারণে যে বিজ্ঞান কোনও ভুতুড়ে আরাধ্য বিগ্রহকে স্বীকার করে না, বিজ্ঞান অপ্রচলিত ও প্রাচীনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে ভয় পায় না এবং বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার কণ্ঠকে, প্রয়োগের কণ্ঠকে উৎসুকভাবে শুনে থাকে। ব্যাপারটা যদি ভিন্নরকম হত তাহলে আমরা কোনও বিজ্ঞানই পেতাম না; আমরা ধরুন পেতাম না কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং এখনও টলেমির মর্চে-পড়া ব্যবস্থা[১১] নিয়েই চলতাম; আমাদের কোনও জীববিজ্ঞান থাকত না এবং এখনও আমরা মানুষের জন্ম সম্পর্কে কিম্বদন্তীতেই নিজেদেরকে আশ্বস্ত রাখতাম; আমরা কোনও রসায়নবিজ্ঞান পেতাম না এবং এখনও কিমিয়া-বিদদের দৈবতত্ত্ব[১২] নিয়েই চলতাম।

সেইজন্যই আমি মনে করি যে আমাদের যেসব ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ শ্রমিক ও কর্মপরিচালকেরা স্তাখানোভ আন্দোলনের পেছনে এক বিরাট দীর্ঘ দূরত্বে পড়ে থাকতে সক্ষম হয়েছেন তারা যদি পুরানো প্রযুক্তিগত মানকে

আঁকড়ে ধরাটা বন্ধ করেন ও নতুন পদ্ধতি—স্তাখানোভ পদ্ধতির সঙ্গে একটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথে তাদের কাজকে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন তবে সেটাই তারা ভাল করবেন।

আমাদের বলা হবে যে তা তো খুব ভাল কথা, কিন্তু সাধারণভাবে প্রযুক্তিগত মান নিয়ে কি হবে? শিল্পের জন্য কি সেগুলো দরকার নাকি আমরা কোনও মান না নিয়েই চলতে পারব?

কেউ কেউ বলে থাকে যে আমাদের আর কোনও প্রযুক্তিগত মানের প্রয়োজন নেই। কমরেডস্, এটা সত্য নয়। তাছাড়া, এটা নির্বুদ্ধিতাও। প্রযুক্তিগত মান ছাড়া পরিকল্পিত অর্থনীতি অসম্ভব। প্রযুক্তিগত মান এছাডাও প্রয়োজন সেই জনগণকে সাহায্য করার জন্য যারা অনেক বেশি আগুয়ানদের নাগাল পাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পডে গেছে। প্রযুক্তিগত মান হল এমন বিরাট এক নিয়ামক শক্তি যা কারখানাগুলোর ভেতরে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর ব্যক্তিদের চারপাশে ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে সংগঠিত করে থাকে। আমাদের সেইজন্যই দরকার প্রযুক্তিগত মানের. অবশ্য এখন যেগুলো আছে তা নয়, দরকার উন্নততর মান।

অন্যেরা বলে থাকে যে আমাদের প্রযুক্তিগত মান দরকার বটে কিন্তু সেই মানকে অবশ্যই এই মুহূর্তেই উন্নীত করে তুলতে হবে স্তাখানোভ, বুসিগিন, ভিনোগ্রাদোভা ভগ্নীদ্বয় ও অন্যদের মত মানুষের সাফল্যের পর্যায়ে। সেটাও সত্য নয়। বর্তমান সময়ে সেরকম মানও হবে অবাস্তব কারণ স্তাখানোভ ও বুসিগিনের চাইতে কম প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমজীবী নারীপুরুষের পক্ষে এইসব মানকে পূরণ করা সম্ভব নয়। আমরা যে প্রযুক্তিগত মান চাই তার অবস্থান বর্তমান প্রযুক্তিগত মান এবং স্তাখানোভ ও বুসিগিনের মত মানুষদের অর্জিত মানের মাঝামাঝি। উদাহরণস্বরূপ, বীটচিনির প্রসিদ্ধ 'পাঁচ-শতকী' মারিয়া দেমশেঙ্কোর কথা ধরা যাক। প্রতি হেক্টারে তিনি ৫০০ সেণ্টনারেরও [১৩] বেশি বীটচিনির ফলন করাতে পেরেছিলেন। সমস্ত বীটচিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ধরুন ইউক্রেনে, এই সাফল্যকে কি উৎপাদনের মান হিসেবে স্থির করা যায়? না, তা যায় না। সেটা বলা খুবই আগাম হয়ে যাবে। মারিয়া দেমশেঙ্কো এক হেক্টার থেকে ৫০০ সেণ্টনারেরও বেশি ফলন অর্জন করেছিলেন আর সেখানে ইউক্রেনে এই বছর বীটচিনির গড় প্রতি হেক্টারে ফলন হল উদাহরণস্বরূপ ১৩০ বা ১৩২ সেণ্টনার। দেখতেই পাচ্ছেন

যে ফারাকটা খুব কম নয়। বীটচিনির ফলনের মান কি আমরা ৪০০ বা ৩০০ সেণ্টনারে ধার্য করতে পারি? এই বিষয়টির যারা বিশেষজ্ঞ তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে এটা এখনও সম্ভব নয়। স্পষ্টতই ১৯৩৬ সালে ইউক্রেনে বীটচিনির প্রতি হেক্টারে উৎপাদনের মান ধার্য করতে হবে ২০০ বা ২৫০ সেণ্টনার। আর এটা কিছু নীচু মান নয় কারণ এটা যদি পূরণ করা যায় তাহলে ১৯৩৫ সালে আমরা যে পরিমাণ চিনি পেয়েছি তা থেকে দ্বিগুণ পাব। শিল্পের বিষয়েও একই কথা বলতে হবে। বর্তমান উৎপাদনের মানকে স্তাখানোভ দশ গুণ বা আমার বিশ্বাস তারও বেশি ছাপিয়ে গেছিলেন। এই সাফল্যকেই সমস্ত নিউম্যাটিক ড্রিল অপারেটরের নতুন প্রযুক্তিগত লক্ষ্যমান হিসেবে ঘোষণা করাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। স্পষ্টতই একটা লক্ষ্যমান অবশ্যই স্থির করতে হবে বর্তমান প্রযুক্তিগত মান এবং কমরেড স্তাখানোভ কর্তৃক অর্জিত মানের মাঝামাঝি।

যাই হোক না কেন একটা জিনিস স্পষ্ট, তা হলঃ বর্তমানে চালু প্রযুক্তিগত মানগুলো আর বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; সেগুলো পিছিয়ে পড়েছে এবং আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে একটা গতিরোধক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাদের শিল্পের সামনে যাতে কোনও গতিরোধক না থাকে সেইজন্যই সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে নতুন, উন্নততর প্রযুক্তিগত মান। নতুন মানুষ, নতুন সময় —নতুন প্রযুক্তিগত মান।

৪। আশু কর্তব্য

স্তাখানোভ আন্দোলনের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আশু কর্তব্য কি কি?

বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে যাতে না যায় সেজন্য ব্যাপারটাকে আমাদের দুটো আশু কর্তব্যে সীমিত করে আনতে হবে। প্রথম কর্তব্য হল, স্তাখানোভ আন্দোলনকে আরও বিকশিত করার জন্য ও ইউ. এস. এস. আর-এর সমস্ত অঞ্চল ও জেলাগুলো জুড়ে তাকে সব দিকে প্রসারিত করার জন্য স্তাখানোভাইটদের সাহায্য করা। এইটা হল এক দিকে। আর অপর দিকে হল, কর্মপরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ শ্রমিকদের মধ্যে যারা উদ্ধতভাবে পুরানোকেই আঁকড়ে ধরে আছে, যারা আগে বাড়তে চাইছে না এবং স্তাখানোভ আন্দোলনের বিকাশকে রীতিমাফিক বাধা দিচ্ছে সেই সমস্ত শক্তিকে দমন করা। স্তাখানোভাইটরা একাকী অবশ্যই আমাদের গোটা

দেশ জুড়ে স্তাখানোভ আন্দোলনকে তার পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত করতে পারে না। আমাদের পার্টি সংগঠনগুলোকে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে হাত লাগাতে হবে এবং আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য স্তাখানোভাইটদেরকে সাহায্য করতে হবে। এই দিক থেকে দনেৎস্ আঞ্চলিক সংগঠন নিঃসংশয়ে বিরাট উদ্যোগ দেখিয়েছে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদ আঞ্চলিক সংগঠনে এদিক থেকে ভাল কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের ব্যাপারটা কি? আপাত-দৃষ্টিতে তারা এখনও 'সুরু করার পর্যায়ে।' উদাহরণস্বরূপ, উরাল থেকে আমরা যে-কোনওভাবেই হোক কিছুই শুনি না বা প্রায় কিছুই শুনি না যদিও আপনারা জানেন যে উরাল হল একটি বিরাট শিল্পকেন্দ্র। পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং কুজবা্ সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হবে যেখানে যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে তারা এখনও 'সুরু করার পর্যায়েই পৌছাতে পারেনি। যাই হোক এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ পোষণের প্রয়োজন নেই যে আমাদের পার্টিসংগঠনগুলো এ ব্যাপারে হাত দেবে ও স্তাখানোভাইটরা যাতে তাদের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করবে। বিষয়টির অন্য দিক অর্থাৎ কর্মপরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ শ্রমিকদের মধ্যেকার উদ্ধত রক্ষণশীলদের দমন করার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও কিছু জটিল হবে। আমাদের প্রথম দফায় শিল্পক্ষেত্রের এই রক্ষণশীল শক্তিগুলোকে বুঝিয়ে রাজি করাতে হবে, স্তাখানোভ আন্দোলনের প্রগতিশীল প্রকৃতি সম্পর্কে এবং স্তাখানোভ পন্থার সঙ্গে তাদের নতুন করে খাপ খেয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক ধৈর্যশীল ও কমরেডসুলভভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। আর বোঝানোয় যদি লাভ না হয় তবে আরও জোরালো ব্যবস্থা নিতেই হবে। উদাহরণস্বরূপ, রেলওয়ের গণকমিশারিয়াটের কথা ধরুন। এই কমি-শারিয়াটের কেন্দ্রীয় সংস্থায় কিছুদিন আগে পর্যন্তও এমন একদল প্রফেসর, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাদের মধ্যে কমিউনিস্টও ছিল, যারা সকলকে বুঝিয়েছিলেন যে ঘণ্টাপিছু ১৩ বা ১৪ কিলোমিটার বাণিজ্যিক হারের গতিবেগ এমনই একটা গণ্ডী যেটাকে 'রেলওয়ে পরিচালনার বিজ্ঞান'কে অস্বীকার না করে অতিক্রম করা যায় না। এটা ছিল একটা বেশ কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক গোষ্ঠী, তারা মুখে ও ছাপিয়ে তাদের মতামত প্রচার করেন, রেলওয়ে গণ-কমিশারিয়াটের বিভিন্ন দপ্তরে নির্দেশ জারি করেন এবং যানচলাচল দপ্তরগুলোর ভেতর সাধারণভাবে তারাই ছিলেন 'মতামতপ্রকাশের একচ্ছত্র মাতব্বর'।

আমরা যারা এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ নই তারা রেলওয়েতে বাস্তবে কর্মরত বেশ কিছু শ্রমিকের পরামর্শের ভিত্তিতে এই কর্তৃত্বশালী প্রফেসরদের আমাদের তরফ থেকে আশ্বাস দিলাম যে ১৩-১৪ কিলোমিটার গণ্ডী হতে পারে না এবং সব ব্যাপারকে যদি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সংগঠিত করা যায় তাহলে সেই গণ্ডীকে প্রসারিত করা সম্ভব। তদুত্তরে এই গোষ্ঠীটি অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের কথায় কান দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সংশোধন করার পরিবর্তে রেলওয়ের প্রগতিশীল শক্তিদের বিরুদ্ধে একটা লড়াই সুরু করে দিলেন এবং তাদের রক্ষণশীল মতামতের প্রচারকে আরও অনেক জোরদার করে তুললেন। এইসব সম্মানীয় ব্যক্তিদের ওপর অবশ্য আমাদেব একটু আঘাত হানতে হয়েছিল এবং খুব সবিনয়েই রেলওয়ে গণকর্মিশারিয়াটের কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে তাদের সরিয়ে দিতে হয়েছিল। (করতালি।) আর এর ফল কি হল ? আমরা এখন ঘণ্টা-পিছু ১৮-১৯ কিলোমিটার বাণিজ্যিক হারে গতিবেগ লাভ করেছি। (কর-তালি!) আমার মনে হয়, কমরেডস্, যে আমাদেবকে খুব বেশি হলে অর্থনীতির অন্যান্য শাখাতেও এই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে অবশ্য এক-গুঁয়ে রক্ষণশীলরা যদি স্তাখানোভ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করায়, নাক গলানোয় ক্ষান্তি না দেয়।

দ্বিতীয়। স্তাখানোভ আন্দোলনকে যারা বাধা দিতে চান না, যারা এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মী, কিন্তু তবু যারা এখনও এর সঙ্গে নিজেদেরকে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেননি সেইসব কর্মপরিচালক ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের ক্ষেত্রে কর্তব্য হল তাদেরকে সাহায্য করা যাতে তারা স্তাখানোভ আন্দোলনের সঙ্গে আবার খাপ খাইয়ে নিতে পারেন ও সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন। কমরেডস্, আমি অবশ্যই বলব যে আমাদের এরকম বেশ কয়েক-জন কর্মপরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ আছেন। আর এইসব কমরেডকে আমরা যদি সাহায্য করি তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সংখ্যায় আরও বাড়বেন।

আমি মনে করি যে এইসব কর্তব্য যদি আমরা পূরণ করি তাহলে স্তাখানোভ আন্দোলন তার পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হবে, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল ও জেলায় প্রসারিত হবে, এবং আমাদের নতুন সব সাফল্যের যাদু দেখিয়ে দেবে।

৫। আরও দু-চারটি কথা

এই সম্মেলন সম্বন্ধে, এর তাৎপর্য সম্বন্ধে আরও দু-চারটি কথা। লেনিন আমাদের এটা শিখিয়েছেন যে একমাত্র সেইসব নেতাই সত্যকারের বলশেভিক নেতা হতে পারেন যারা শ্রমিক ও কৃষককে কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় শুধু সেটাই জানেন না, সেই সঙ্গে আরও জানেন যে তাদের কাছ থেকেও কিভাবে শিক্ষা নিতে হয়। লেনিনের এই কথাগুলোয় কিছু কিছু বলশেভিক খুশি হননি। কিন্তু ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে লেনিন এই ব্যাপারেও একশ' শতাংশই সঠিক ছিলেন। আর সত্যই তো লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ, শ্রমিক ও কৃষক মেহনত করে, বেঁচে থাকে ও লড়াই করে। এ ব্যাপারে কে সন্দেহ করবে যে এইসব মানুষ অনর্থকই বেঁচে থাকে না, তারা বেঁচে থাকতে থাকতে ও লড়াই করতে করতে বিপুল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে? এতে কি সংশয় করা যেতে পারে যে এই অভিজ্ঞতাকে যারা বড় তাচ্ছিল্য করে তারা সত্যকারের নেতা হিসেবে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং পার্টি ও সরকারের আমরা যারা নেতা রয়েছি—আমাদের অবশ্যই শ্রমিকদের কেবল শেখালেই চলবে না, সেই সঙ্গে তাদের কাছ থেকেও শিখতে হবে। আমি এটা অস্বীকার করব না যে আপনারা—এই সম্মেলনের সদস্যরা—এখানে এই সম্মেলনে আমাদের সরকারের নেতাদের কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিস শিখেছেন। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে সরকারের নেতা আমরাও আপনাদের—স্তাখানোভাইটদের, বর্তমান সম্মেলনের সদস্যদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। বেশ কমরেডস্, এই শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ!

(সোচ্চার করতালি।)

পরিশেষে এই সম্মেলনকে যোগ্যভাবে কি করে চিহ্নিত করা যায় সে সম্বন্ধে দুটো কথা। এখানে সভাপতিমণ্ডলীতে উপস্থিত আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরকারের নেতৃবৃন্দের এই সম্মেলনকে অবশ্যই কোনওভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আপনাদের মধ্য থেকে একশ' বা একশ' কুড়িজনকে সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রদানের জন্য সুপারিশ করতে হবে।

সভাকক্ষ: খুব ঠিক কাজ। (সোচ্চার করতালি।)

স্তালিন: আপনাদের অনুমতি পেলে কমরেডস্ সেটাই আমরা করব।

(কমরেড স্তালিনকে সম্মেলন থেকে প্রচণ্ড উৎসাহ-ভরা অভ্যর্থনা জানানো

হয়। বজ্রনির্ঘোষের মত আনন্দধ্বনি ও করতালি শোনা যায়। পার্টির নেতা কমরেড স্তালিনের প্রতি সভাকক্ষের সমস্ত অংশ থেকে অভিনন্দনবাণী সোচ্চার হয়ে ওঠে। সম্মেলনের তিন হাজার সদস্য একযোগে সর্বহারার সঙ্গীত 'আন্তর্জাতিক' গাইতে থাকেন।)

প্রাভদা

২২শে নভেম্বর, ১৯৩৫

হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটরদের একটি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৫

কমরেডস্‌, প্রথমেই আমাকে সুযোগ দিন ফসল কাটা ও তা গোলাজাত করার ক্ষেত্রে আপনারা যেসব সাফল্য অর্জন করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে। এইসব সাফল্য সামান্য নয়। গোটা ইউ. এস. এস. আর.-এই প্রতি হার্ভেস্টার-কম্বাইন পিছু গড় কাজ এক বছরেই যে দ্বিগুণ হয়েছে এটা কিছু সামান্য সাফল্য নয়। এই সাফল্যটা বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের বর্তমান পরিবেশে যেখানে আমাদের প্রযুক্তিগত-ভাবে প্রশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা এখনও কম। আমাদের দেশে সব সময়েই, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে, প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত ক্যাডারদের অভাবের দ্বারা চিহ্নিত। গোটা দেশ-জোড়া পরিধিতে ক্যাডারদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ একটা খুবই বড় কাজ। এর জন্য দরকার কয়েক দশক সময়। আব তুলনামূলকভাবে একটা কম সময়ের মধ্যেই যে আমরা গতকালের কৃষক পুত্র-কন্যাদের এমন চমৎকার হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটরে পরিণত করতে পেরেছি যারা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটির অর্থ হল এই যে আমাদের দেশে প্রযুক্তিবিদ ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের কাজ অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে! হাঁ কমরেডস্‌, আপনাদের সাফল্যগুলো বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ এবং পার্টি ও সরকারের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আপনারা অভিনন্দিত হওয়ার পূর্ণ যোগ্য।

এবার আমায় বিষয়টির মূলে প্রবেশ করার অনুমতি দিন। এটা প্রায়শই বলা হয় যে আমরা ইতোমধ্যেই খাদ্যশস্যের সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। এখন যে সময়পর্বটির মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তার উল্লেখ যদি করা হয় তবে সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা অবশ্যই সঠিক। এই বছর আমরা সাড়ে পাঁচশ কোটি (বিলিয়ন) পুডেরও বেশি পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করব। এই পরিমাণটি হল জনগণকে একেবারে পবিতৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর পক্ষে এবং কোনও অদৃষ্টপূর্ব আকস্মিকতার জন্য পর্যাপ্ত মজুত সরিয়ে রাখার

পক্ষে বেশ যথেষ্টই। এটা আজকের দিনের পক্ষে নিশ্চয়ই খারাপ নয়। কিন্তু আমরা তো নিজেদেরকে আজকের দিনটার ভেতরেই সীমাবদ্ধ রেখে দিতে পারি না। আমাদের অবশ্যই আগামী দিনের কথা, আশু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। আর বিষয়টাকে যদি আগামী দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তাহলে অর্জিত ফলগুলো আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। আশু ভবিষ্যতে, ধরা যাক এখন থেকে তিন-চার বছর বাদে কতটা শস্য আমাদের দরকার হবে? আমাদের দরকার হবে কমপক্ষে সাত-আটশ' কোটি পুড খাদ্যশস্য। কমরেডস্, ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়াচ্ছে। এর অর্থ এই যে আমাদের অবিলম্বে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বছর-বছব বাড়ে এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমরা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্য পুরোদস্তুর প্রস্তুত বলে প্রতিপন্ন হই। অতীতে বিপ্লবের আগে আমাদের প্রতিবছর প্রায় চার-পাঁচশ' কোটি পুড শস্য উৎপন্ন হত। এই পরিমাণ শস্যটা যথেষ্ট ছিল কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। যাই হোক না কেন, তখন এটাকেই পর্যাপ্ত মনে করা হত কারণ ফি বছর ৪০-৫০ কোটি পুড শস্য রপ্তানী করা হত। অতীতে ব্যাপারটা এইরকমই ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সোভিয়েত পরিবেশে তা আলাদা। আমি আগেই বলেছি যে আশু ভবিষ্যতে প্রায় তিন-চার বছরের মধ্যে খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ সাত-আটশ' কোটি পুডে বাড়ানোর জন্য আমাদের এখনই নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন যে তফাৎটা কিছু ছোট নয়। চার-পাঁচশ' কোটি পুড একটা জিনিস, আর সাত-আটশ' কোটি পুড হল আরেক জিনিস।

এই তফাৎটা কোথেকে আসছে? আমাদের দেশে শস্যের চাহিদার এই যে বিরাট পরিমাণ বৃদ্ধি—একে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব?

এটা ব্যাখ্যা করতে হবে এই ঘটনার মাধ্যমে যে আমাদের দেশ এখন আর ঠিক সেরকম নেই যেমনটি তা ছিল পুরানো প্রাক্-বিপ্লব আমলে।

উদাহরণস্বরূপ, এই তথ্য থেকে সুরু করা যাক যে গত ক'বছরে শিল্প এবং শহরগুলো পুরানো আমলের চাইতে অন্তত দ্বিগুণ বেড়েছে। পুরানো আমলের তুলনায় আমাদের এখন অন্তত দ্বিগুণসংখ্যক শহর ও শহরবাসী, শিল্প ও শিল্পে কর্মরত শ্রমিক রয়েছে। এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে আমরা গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েক কোটি মেহনতি মানুষকে নিয়ে এসেছি ও তাদেরকে

পাঠিয়েছি শহরগুলোয়, তাদের আমরা শ্রমিক ও কর্মচারী করে তুলেছি আর তারা বাদবাকী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখন আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এর অর্থ এই যে আগে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত কয়েক লক্ষ মেহনতি মানুষ যেখানে শস্য উৎপাদন করত সেখানে আজ তারা কেবল শস্য উৎপাদনই যে করছে না তা নয়, সেইসঙ্গে তারা নিজেদেরই দরকারে চাইছে যে গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের কাছে শস্য পৌঁছিয়ে দিতে হবে। আর আমাদের শহরগুলো বাড়বে এবং শস্যের চাহিদাও বাড়বে।

শস্যের চাহিদাবৃদ্ধির প্রথম কারণ হল এই।

পুনশ্চ, আগেকার আমলে এখনকার চেয়ে আমাদের কম শিল্প-শস্য ছিল। এখন আমরা আগের চেয়ে দ্বিগুণ তুলো উৎপাদন করছি। শণ, বীটচিনি ও অন্যান্য শিল্প-শস্যের ক্ষেত্রেও আমরা পুরানো দিনগুলোর চাইতে অতুলনীয়রকম বেশিই উৎপাদন করছি। এ থেকে দাঁড়াচ্ছে কি? দাঁড়াচ্ছে এই যে শিল্প-শস্যের উৎপাদনে যেসব মানুষ এখন নিযুক্ত তারা যথেষ্ট পরিমাণে আর খাদ্যশস্যোৎপাদনে রত হতে পারছে না। আর সেই কারণে শিল্প-শস্য উৎপাদনকারী মানুষের জন্য আমাদের অবশ্যই বিরাট পরিমাণ শস্য মজুত করতে হবে যাতে শিল্প-শস্যের উৎপাদন, তুলো, শণ, বীটচিনি, সূর্যমুখী বীজ ইত্যাদির আবাদ দৃঢ়ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। এবং আমরা যদি আমাদের হাল্কা শিল্প ও আমাদের খাদ্যসামগ্রী-শিল্পগুলোর অগ্রগতি চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই শিল্প-শস্যের উৎপাদনকে দৃঢ়ভাবে বাড়িয়ে চলতে হবে।

এখানে আপনারা শস্যের চাহিদাবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণটি পেলেন।

পুনশ্চ, আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে পুরানো দিনগুলোয় আমাদের দেশ চার-পাঁচশ কোটি পুড খাদ্যশস্য প্রতিবছর উৎপাদন করত। জারের মন্ত্রীরা যে সময় বলত: 'আমাদের নিজেদের কম পড়বে কিন্তু আমরা শস্য রপ্তানী করে যাব।' যাদের কম পড়ত তারা কি ধরনের মানুষ ছিল? জারের মন্ত্রীদের নিশ্চয়ই কম পড়ত না। কম যাদের পড়ত তারা হল দু-তিন কোটি দরিদ্র কৃষক, নিঃসন্দেহে অভাবে ভুগত তারাই এবং তারাই অর্ধাহারে জীবন নির্বাহ করত যাতে জারের মন্ত্রীরা বিদেশে শস্য রপ্তানী করতে পারে। পুরানো আমলে ব্যাপারটা চলত এইরকমই। কিন্তু আমাদের সময়টা পুরোপুরিই বদলে গেছে। সোভিয়েত সরকার জনগণকে অভাবগ্রস্ত থাকতে দিতে পারে না। দু-তিন বছরকাল আমাদের আর কোনও

গরীব নেই, বেকারী বন্ধ হয়েছে, অপুষ্টি দূর হয়েছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে সমৃদ্ধির পথে প্রবেশ করেছি। আপনারা প্রশ্ন করবেন যে সেই দু-তিন কোটি দরিদ্র কৃষকের কি হল? তারা যৌথ-খামারগুলোয় যোগ দিয়েছে, নিজেদেরকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিজেদের জন্য সাফল্যের সঙ্গে এক সমৃদ্ধির জীবন গড়ে তুলেছে। আর এর অর্থটা কি? এর অর্থ এই যে আমাদের গরীব কৃষকদের খাওয়ানোর জন্য পুরানো আমলের চাইতে আমাদের এখন অনেক বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন কারণ যারা অতীতে ছিল দরিদ্র কৃষক সেই আজকের দিনের যৌথ খামার-কৃষকরা যৌথ খামারগুলোয় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার অবশ্যই এমন যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য চাইছে যাতে এক সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলা যায়। আপনারা জানেন যে এটা তাদের আছে এবং তারা আরও বেশি পরিমাণ তা পাবেও।

আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের চাহিদার বিরাট পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে এটা হল তৃতীয় কারণ।

পুনশ্চ, প্রত্যেকেই এখন বলছে যে আমাদের দেশে মেহনতি মানুষদের বৈষয়িক অবস্থার রীতিমত উন্নতি হয়েছে, জীবন আরও উত্তম, আরও আনন্দময় হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এর ফল হয়েছে এই যে পুরানো দিনের চাইতে এখন জনসংখ্যা আরও অনেক গুণ বেশি বাড়তে সুরু করেছে। মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে, জন্মহার বাড়ছে এবং জনসংখ্যার নীট বৃদ্ধি অতুলনীয়রকম বেশি হয়েছে। এটা অবশ্য ভাল এবং আমরা এটাকে স্বাগতও জানাই। (হাস্যধ্বনি।) এখন আমাদের প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ করে। অর্থাৎ ফি বছর গোটা ফিনল্যাণ্ডের সমান বৃদ্ধি হচ্ছে। (হাসি।) এখন তার ফলে আমাদের আরও বেশি বেশিসংখ্যক মানুষকে খাওয়াতে হচ্ছে।

এইখানেই আপনারা রুটির চাহিদাবৃদ্ধির আরও একটা কারণ পাচ্ছেন।

সবশেষে আরও একটা কারণ বলব। আমি মানুষের কথা ও রুটির জন্য তাদের বর্ধিত চাহিদার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মানুষের খাদ্য তো কেবল রুটি দিয়েই হয় না। তার সেই সঙ্গেই আরও লাগে মাংস, চর্বি। শহরগুলোর বিকাশ, শিল্পশ্রমিকদের বৃদ্ধি, জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধি, একটা সমৃদ্ধ জীবন —এই সবকিছুরই ফলস্বরূপ মাংস আর চর্বির চাহিদার বৃদ্ধি হয়। সেই কারণেই দরকার একটা সুবিন্যস্ত পশুপালন-ব্যবস্থা যেখানে ছোট ও বড়

বিরাট পরিমাণ পালিত পশুসম্পদ থাকবে যাতে জনগণের ক্রমবর্ধমান মাংসজ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। এই সবকিছুই পরিষ্কার ব্যাপার। কিন্তু পালিত পশুদের জন্য বিরাট পরিমাণ মজুত শস্য ছাড়া পশুপালনের কোনও বিকাশ কল্পনাও করা যায় না। একমাত্র একটি বর্ধমান ও প্রসারমান শস্যোৎপাদনই পশুপালন-ব্যবস্থার বিকাশের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের বিরাট পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধির এই আপনারা আরেকটা কারণ দেখছেন।

কমরেডস্, এই ধরনের কারণগুলোই আমাদের দেশের চেহারাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে এবং এগুলোই আমাদের সামনে হাজির করেছে খাদ্যশস্যের উৎপাদনকে আশু ভবিষ্যতে সাত-আটশ' কোটি পুডে বাড়িয়ে তোলার জরুরী কর্তব্যটিকে।

এই কর্তব্যটি কি আমরা সম্পাদন করতে সক্ষম হব? হাঁ, আমরা তা করতে পারব। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। এই কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্য কি কি জিনিস দরকার? প্রথমত দরকার হল কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোগগুলোর প্রাধান্যবিস্তারী রূপটি ছোট খামার হলে চলবে না, সেগুলোকে হতে হবে বৃহৎ খামার। কেন বৃহৎ খামার? কারণ একমাত্র বৃহৎ খামারই আধুনিক কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করতে পারে, একমাত্র বৃহৎ খামারই আধুনিক কৃষিবিষয়ক জ্ঞানকে যথেষ্টমাত্রায় কাজে লাগাতে পারে, একমাত্র বৃহৎ খামারই সারসরঞ্জামগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। কৃষির প্রাধান্যবিস্তারী রূপ যেখানে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র খামার সেই পুঁজিবাদী দেশগুলোয় একটি ক্ষুদ্র জমিদার-গোষ্ঠী ধনী করে ও বেশির ভাগ কৃষককে ধ্বংস করে বৃহৎ খামারগুলো তৈরি হয়ে থাকে। সেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের জমি সাধারণত চলে যায় ধনী জমিদারদের হাতে আর সেই কৃষকরা ক্ষুধায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে জমিদারদের মজুর হিসেবে কাজ করতে যায়। আমরা একে একটি ভুল পথ ও ধ্বংসের পথ বলে গণ্য করি। এটা আমাদের পছন্দসই নয়। আমরা সেইজন্য বৃহৎ কৃষি উদ্যোগ তৈরি করার আর একটি পথ গ্রহণ করেছি। আমাদের গৃহীত পথ হল যৌথ শ্রমের মাধ্যমে জমির আবাদ করে এবং বৃহদায়তনিক আবাদের সমস্ত সুবিধা ও সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র কৃষক খামার-গুলোকে বৃহৎ যৌথ খামারের ভেতর ঐক্যবদ্ধ করা। এটাই হল যৌথ খামারের পথ। যৌথ প্রথার বৃহদায়তনিক আবাদই কি আমাদের দেশের কৃষির প্রধান

রূপ? হ্যাঁ, তা-ই। আমাদের কৃষকদের প্রায় ৯০ শতাংশ এখন যৌথ খামারের মধ্যে। আর সেইজন্য কৃষির প্রধান রূপ হিসেবে আমরা ইতোমধ্যেই বৃহদায়তনিক কৃষিউদ্যোগ, যৌথ আবাদকে গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয়ত, দরকার হল আমাদের যৌথ খামারগুলোর—আমাদের বৃহৎ খামারগুলোর যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত জমি থাকতে হবে। আমাদের যৌথ খামারগুলোর কি যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত জমি আছে? হ্যাঁ, সেগুলোর তা রয়েছে। আপনারা জানেন যে রাজা, জমিদার আর কুলাকদের সমস্ত জমি যৌথ খামারগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে এইসব জমি ইতোমধ্যেই চিরস্থায়ীভাবে যৌথ খামারগুলোকে অর্পণ করা হয়েছে। সুতরাং খাদ্যশস্যের উৎপাদনকে চূড়ান্ত মাত্রায় বিকশিত করার মত যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত জমি যৌথ খামারগুলোর আছে।

তৃতীয়ত, দরকার হল যৌথ খামারগুলোর যথেষ্টসংখ্যক যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, কৃষিযন্ত্রাদি ও হার্ভেস্টার-কম্বাইন থাকতে হবে। এটা আপনাদের বলা নিষ্প্রয়োজন যে শুধু কায়িক শ্রম আমাদের খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সুতরাং যৌথ খামারগুলো যাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনকে বিকশিত করতে সক্ষম হয় সেজন্য একটি সমৃদ্ধ কৃৎকৌশল আবশ্যক। যৌথ খামারগুলোর কি তেমন কৃৎকৌশল আছে? হ্যাঁ, তা আছে। আর সময় এগোনোর সাথে সাথে এই কৃৎকৌশলও বেড়ে চলবে।

সব শেষে দরকার হল যৌথ খামারগুলোয় কৃৎকৌশলকে কাজে লাগানোর যোগ্য মানুষ থাকতে হবে, থাকতে হবে ক্যাডার যারা এই কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করেছে ও তাকে চালু করতে শিখেছে। যৌথ খামারগুলোয় কি এরকম মানুষ, এরকম ক্যাডার আছে? হ্যাঁ, সেগুলোর তা আছে। খুব বেশি সংখ্যায় এখনও নেই বটে, কিন্তু তারা আছে। এরকম ক্যাডার যে যৌথ খামারগুলোয় ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে তার প্রমাণ তো এই সম্মেলনই যেখানে সবচেয়ে সেরা হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটররা, নারী ও পুরুষেরা হাজির, এরা যৌথ খামারগুলোর হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটর বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশেরই কেবল প্রতিনিধিত্ব করছেন। এটা সত্য যে এরকম ক্যাডারের সংখ্যা এখনও কম, আর কমরেডস্, সেটাই আমাদের প্রধান অসুবিধা। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহেরও ভিত্তি নেই যে এই ধরনের ক্যাডারের সংখ্যা বেড়ে চলবে, বাড়বে প্রতি বছরে আর মাসে নয়, বাড়বে দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আশু ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ সাত-আটশ' কোটি পুড়ে পৌঁছে দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিবেশই আমাদের আছে।

সেইজন্যই আমি মনে করি যে আমি যে জরুরী কর্তব্যের কথা বলেছি তা প্রশ্নাতীতভাবেই সম্পাদন করা সম্ভব।

আজ মুখ্য বিষয় হল ক্যাডারদের দিকে, ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের দিকে, পশ্চাদ্‌পদরা যাতে কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করার দিকে, কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করতে ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এমন মানুষদের অহোরাত্র গড়ে তোলার দিকে আত্মনিয়োগ করা। কমরেডস্, এটাই হল আসল বিষয়।

হার্ভেস্টার-কম্বাইন ও হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটরদের প্রতি অবশ্যই বিশেষ নজর নিবদ্ধ করতে হবে। আপনারা জানেন যে শস্য আবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ হল ফসল কাটা ও তা গোলাজাত করা। ফসল কাটা ও গোলাজাত করা হল একটা মরশুমী কাজ —আর এটা অপেক্ষা করতে চায় না। ঠিক সময় মত যদি ফসল কাটেন ও গোলাজাত করেন তো জিতলেন, আর ফসল কাটায় ও তা গোলাজাত করায় যদি দেরি করলেন তো হারলেন। হার্ভেস্টার-কম্বাইনের গুরুত্ব এইখানে যে তা যথাসময়ে ফসল কেটে গোলাজাত করার কাজে সাহায্য করে। কমরেডস্, এটা খুব বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কিন্তু হার্ভেস্টার-কম্বাইনের গুরুত্ব এখানেই শেষ নয়। এর গুরুত্ব এখানেও নিহিত যে তা প্রচণ্ড লোকসান থেকে আমাদের বাঁচায়। আপনারা নিজেরাই জানেন যে সাধারণ ফসল-কাটার যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটলে তাতে শস্যের প্রচণ্ড লোকসান হয়। প্রথম আপনাকে শস্য কাটতে হবে, তারপর সেগুলোকে আঁটি বেঁধে জড়ো করতে হবে, তারপর সেগুলো গাদা করতে হবে, আর তারপর সেই সংগৃহীত ফসলকে নিয়ে যেতে হবে হার্ভেস্টার-কম্বাইনে—এবং এই সব কিছুর অর্থ হল উপর্যুপরি লোকসান। প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে এভাবে ফসল কাটায় ও গোলাজাত করায় আমরা প্রায় ২০-২৫ শতাংশ ফসল হারাই। হার্ভেস্টার-কম্বাইনের বড় গুরুত্ব এইখানে যে তা লোকসানটাকে একটি তুচ্ছ স্বল্পপরিমাণে নামিয়ে আনে। বিশেষজ্ঞরা আমাদের বলেন যে অন্যান্য পরিবেশ অভিন্ন থাকলে হার্ভেস্টার-কম্বাইন দিয়ে ফসলকাটা ও গোলাজাত করলে প্রতি হেক্টরে যে ফসল মেলে তার থেকে ফসল-কাটার

সাধারণ যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটলে দশ পুড করে কম ফসল মেলে। আপনি যদি দশ কোটি হেক্টর শস্য-আবাদী জমিকে হিসেবে ধরেন, আর আমাদের তো আরও অনেক বেশি জমিই রয়েছে· তাহলে আপনারা জানেন যে সাধারণ ফসল-কাটার যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটার ফলে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে একশ' কোটি পুড খাদ্যশস্য। এবার চেষ্টা করুন এই দশকোটি হেক্টর জমিতে হার্ভেস্টার-কম্বাইনগুলোর সাহায্যে ফসল কাটা ও গোলাজাত করার কাজকে সংগঠিত করতে। কম্বাইনগুলো খারাপ কাজ করবে না এটা ধরে নিলে আপনি গোটা একশ' কোটি পুড শস্য বাঁচাতে পারবেন। দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা কিছু ছোট পরিমাণ নয়।

সুতরাং আপনারা দেখছেন যে হার্ভেস্টার-কম্বাইনগুলোর এবং সেগুলোকে যারা কাজে প্রয়োগ করছেন সেইসব মানুষদের গুরুত্ব কি বিরাট।

এই কারণেই আমি মনে করি যে কৃষিক্ষেত্রে হার্ভেস্টার-কম্বাইনের প্রবর্তন এবং হার্ভেস্টার-কম্বাইনগুলোর নারী ও পুরুষ অপারেটর অসংখ্য ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ হল মুখ্য গুরুত্ববিশিষ্ট একটি কর্তব্য।

পরিশেষে এই কারণেই আমি এই ইচ্ছাটি প্রকাশ করতে চাই যে নারী ও পুরুষ হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটরের সংখ্যাকে শুধু প্রত্যহ নয়, প্রতি ঘণ্টায় বাড়াতে হবে এবং হার্ভেস্টার-কম্বাইনের কৃৎকৌশলটি শিখে নিয়ে ও সেটাকে তাদের কমরেডদের শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃত বিজয়ী হয়ে উঠতে হবে। (সোচ্চার ও দীর্ঘ আনন্দধ্বনি ও করতালি। 'আমাদের প্রিয় স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন' বলে আওয়াজ ওঠে।)

আরও দুটো কথা কমরেডস্। সভাপতিমণ্ডলীতে উপস্থিত আমরা নিভৃতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী-দেরকে তাদের ভাল কাজের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার—মর্যাদাব্যঞ্জক একটি পুরস্কার দেওয়ার জন্য সুপারিশ করাটা যথাযথ হবে। কমরেডস্, আমরা মনে করি যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই ব্যাপারটা আমরা সম্পাদন করতে পারব। (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি। 'ধন্যবাদ, কমরেড স্তালিন' বলে আওয়াজ ওঠে।)

প্রাভদা
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৫

কোল্‌খোজাইন(যৌথজোত-কৃষক)দের দ্বিতীয় সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কমিশনে ভাষণ

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

আপনারা যদি আর্টেলকে [১৪] সুসংহত করতে চান, যদি একটি গণ-কোল্‌খোজাইন আন্দোলন চান যা বিচ্ছিন্ন ইউনিট ও গোষ্ঠীগুলোকে নয়, বরং লক্ষ লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যদি এই লক্ষ্যটিই আপনারা পূরণ করতে চান তবে কোল্‌খোজাইন জনগণের কেবল সমষ্টিগত স্বার্থই নয়, সেই সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহকেও আপনারা বাস্তব পরিবেশে গ্রাহ্য করতে বাধ্য।

কোল্‌খোজাইনদেরকে তাদের ব্যক্তিগত অংশের জমি হিসেবে একের দশ হেক্টরের বেশি জমি দেওয়ার দরকার নেই—এই কথাটা যখন আপনারা বলেন তখন কোল্‌খোজাইন জনগণের ব্যক্তিগত স্বার্থগুলোকে আপনারা আদৌ আমল দেন না। কিছু কিছু লোক মনে করে যে কোল্‌খোজাইনের একটা গরু থাকারও দরকার নেই, অন্যেরা মনে করে যে বাচ্চা দেওয়ার মত একটা শূকরী থাকার প্রয়োজনও তার নেই। আর সাধারণভাবে আপনারা কোল্‌খোজাইনদের শ্বাসরুদ্ধ করতে চান। এরকম অবস্থা চলতে পারে না। এটা ভুল। আপনারা অগ্রসর মানুষ। আমি জানি যে আপনারা কোল্‌খোজাইন ব্যবস্থা নিয়ে ও কোল্‌খোজাইন অর্থনীতি নিয়ে খুবই চিন্তিত। কিন্তু সব কোল্‌খোজাইনরাই কি আপনাদের মত? সুতরাং আপনারা কোল-খোজের (যৌথজোতের) ভেতর সংখ্যলঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠরা বরং ভিন্নরকম চিন্তাভাবনাই করে থাকে। এটা হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন কিনা? আমি মনে করি যে এটাকে হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন।

আপনার আর্টেলে যদি আপনার উৎপাদিত সামগ্রীগুলো এখনও প্রচুর না হয় এবং আপনি যদি আলাদা আলাদা কোল্‌খোজাইন পরিবারে তার যা যা প্রয়োজন সেই সবকিছু দিতে না পারেন তাহলে কোল্‌খোজ তো জনগণের সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করার দাবি করতে পারে না। এটা স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল যে আপনাদের কাজের একটা দিক হল সামাজিক এবং

অপরদিক হল ব্যক্তিগত। এটা সততার সঙ্গে, প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে স্বীকার করাই ভাল যে কোল্‌খোজ পরিবারে অবধারিতভাবে সামান্য মাত্রায় হলেও ব্যক্তির ওপর খুবই নির্দিষ্টরকম শোষণ বিদ্যমান। আপনাদের কেবল সেই বড় মাপের শোষণ নিয়ে ভাবলেই চলবে না যা নিশ্চিতভাবেই বিরাট, নির্ণায়ক গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে গেলে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যকৃত্য, কিন্তু জনগণের ব্যক্তিগত চাহিদা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে এর সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ হল ছোটখাট ব্যক্তিভিত্তিক শোষণের নিয়ন্ত্রণ। কারুর যদি একটি পরিবার, ছেলেমেয়ে, ব্যক্তিগত চাহিদা ও পছন্দ থাকে—তাহলে আপনাদের পদ্ধতি অনুসারে সেইসব ব্যাপারকে আমল দেওয়া হয় না। কোল্‌খোজাইনদের এইসব চলতি স্বার্থগুলোকে আমল না দেওয়ার কোনও অধিকারই আপনাদের নেই। এটা ছাড়া কোল্‌খোজের সংহতীকরণ সম্ভব নয়।

কোল্‌খোজাইনদের সামাজিক স্বার্থগুলোর সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহের সমন্বয়ই সংহতীকরণ নিয়ে আসবে। এখানে রয়েছে চাবিকাঠি!

প্রাভদা
১৩ ইমার্চ, ১৯৩৫

তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের অগ্রগামী যৌথজোত কৃষকদের একটি সম্মেলনে দেওয়া ভাষণ

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৫

কমরেডস্, এই সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী আমাকে দুটি ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথমত, এই সম্মেলনে উপস্থিত নারী ও পুরুষ সবাইকে তাদের চমৎকার কাজের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার, একটি মর্যাদাব্যঞ্জক পুরস্কার দেওয়ার জন্য সভাপতিমণ্ডলী সুপারিশ করতে ইচ্ছুক। (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি ও হর্ষধ্বনি। 'কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন' আওয়াজ ওঠে। পার্টি ও সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি অভিনন্দনধ্বনি।)

দ্বিতীয়ত, এখানে প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেক যৌথ খামারকে একটি অটো-মোবাইল ট্রাক্টর দেওয়ার জন্য এবং এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সবাইকে একটা গ্রামোফোন ও রেকর্ড (করতালি) আর ঘড়ি—পুরুষদের পকেটঘড়ি ও মেয়েদের হাতঘড়ি উপহার দেওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। (দীর্ঘ করতালি।)

সবাই আমাকে বলছেন যে আমাকে অবশ্যই কিছু বক্তব্য রাখতে হবে। আওয়াজ ওঠে: একেবারে ঠিক কথা। (করতালি।)

বলার আছেটা কি? সবই তো বলা হয়ে গেছে।

স্পষ্টতই তুলোর ক্ষেত্রে আপনারা সাফল্য অর্জন করতে চলেছেন। এখানে যা যা হচ্ছে তা থেকেই সেটা বোঝা যায়। আপনাদের যৌথ খামারগুলো বাড়ছে, আপনাদের কাজ করবার ইচ্ছা আছে, আমরা আপনাদের যন্ত্রপাতি দেব, আপনারা সার পাবেন, আপনাদের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সকলরকম সাহায্যই আপনাদের দেওয়া হবে—গণকমিশারদের কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড মলোটভ ইতোমধ্যেই আপনাদের তা বলেছেন। পরিণতিক্রমে আপনারা তুলোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবেন এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনের পথ খুলে যাবে।

কিন্তু কমরেডস্, তুলোর চেয়েও অনেক দামী একটা জিনিস আছে—তা হল আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুতা। বর্তমান এই সম্মেলন, আপনাদের বক্তৃতাগুলো, আপনাদের কার্যাবলী এটাই দেখিয়ে দেয়

যে আমাদের মহান দেশের জনগণের পারস্পরিক বন্ধুতা আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কমরেডস্, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বিষয়। পুরানো দিনগুলোয় যখন আমাদের দেশে জার, পুঁজিপতি ও জমিদারেরা ক্ষমতায় ছিল তখন সরকারের নীতিই ছিল একটা জনগোষ্ঠীকে—রুশ জনগণকে কর্তৃত্বশালী জনগোষ্ঠী করে তোলা এবং অন্যান্য সকল জনগণকে পদানত ও নিপীড়িত করে রাখা। এটা ছিল এক পাশবিক, এক নেকড়ে-নীতি। অক্টোবর, ১৯১৭য় যখন আমাদের দেশে মহান্ সর্বহারা বিপ্লব সুরু হল, যখন আমরা জার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের উৎখাত করলাম তখন আমাদের শিক্ষক, আমাদের পিতা ও গুরু মহান্ লেনিন বলেছিলেন যে এখন থেকে কোনও প্রভু বা পদানত জনগণ বলে কিছু অবশ্যই থাকবে না, জনগণ অবশ্যই হবে সমান ও স্বাধীন। এইভাবে তিনি পুরানো জারতন্ত্রী বুর্জোয়া নীতিকে কবর দেন এবং একটি নতুন নীতি, একটি বলশেভিক নীতিকে ঘোষণা করেন—তা হল বন্ধুতার নীতি, আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি।[১৫]

সেই থেকে আঠার বছর কেটে গেছে। আর এখন আমরা ইতোমধ্যেই সেই নীতির কল্যাণকর ফলগুলো প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমান সম্মেলনটি এই ঘটনার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে অনেকদিন আগেই ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের মধ্যেকার পুরানো অবিশ্বাসের ভাবটির অবসান করা হয়েছে, সেই অবিশ্বাসের স্থানে আনা হয়েছে সম্পূর্ণ ও পাস্পরিক বিশ্বাসের ভাব এবং ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের ভেতর বন্ধুতা বাড়ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে। কমরেডস্. সেটাই হল সর্বচেয়ে দামী জিনিস বলশেভিক জাতিসংক্রান্ত নীতি যা আমাদেরকে দিয়েছে।

আর ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের মধ্যে বন্ধুতা হল একটি মহান্ ও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য কারণ যতদিন এই বন্ধুতা থাকবে ততদিন আমাদের দেশের মানুষ স্বাধীন ও অপরাজেয় থাকবে। যতদিন এই বন্ধুতা রয়েছে ও বিকশিত হচ্ছে ততদিন ঘরের বা বাইরের কোনও শত্রুই আমাদের সন্ত্রস্ত করতে পারে না। কমরেডস্, এ বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ থাকা নিষ্প্রয়োজন।

(তুমুল করতালি। সকলে উঠে দাঁড়ান ও কমরেড স্তালিনকে অভিনন্দিত করেন।)

প্রাভদা
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫

স্তালিন ও রয় হাওয়ার্ডের সাক্ষাৎকার

১লা মার্চ, ১৯৩৬

স্ক্রিপস্-হাওয়ার্ড সংবাদপত্রের সভাপতি রয় হাওয়ার্ড: দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জাপানের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে আপনার মনে হয় ?

স্তালিন: এখনও পর্যন্ত এটা বলা কঠিন। এরকম কিছু বলার মত মালমশলা খুব সামান্যই হাতে আছে। ছবিটা যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

হাওয়ার্ড: জাপান যদি বহির্মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল পূর্বেই অনুমিত সামরিক অভিযানটি সুরু করে তাহলে সোভিয়েতের মনোভাব কি হবে ?

স্তালিন: জাপান যদি মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করার ও তার স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করার স্পর্ধা দেখায় তাহলে আমাদের মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রকে সাহায্য করতে হবে। লিট্‌ভিনভের সহকারী স্তোমোনিয়াকভ মস্কোয় জাপ রাষ্ট্রদূতকে সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে জানিয়েছেন এবং ১৯২১ সাল থেকে ইউ. এস. এস. আর. মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যে পরিবর্তনাতীত মিত্র সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯২১ সালে যেমন করেছিলাম ঠিক তেমনই আমরা মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রকে সাহায্য করব।

হাওয়ার্ড: উলান-বাটোর দখলের জন্য জাপানের কোনও নিশ্চিত উদ্যোগ কি ইউ. এস. এস. আর-এর তরফ থেকে ব্যবস্থাগ্রহণকে আবশ্যক করে তুলবে ?

স্তালিন: হাঁ।

হাওয়ার্ড: সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো কি এই অঞ্চলে এমন নতুন কিছু জাপানী কার্যক্রমের উদ্ভব ঘটিয়েছে যা সোভিয়েতের কাছে আগ্রাসী ধরনের বলে মনে হয় ?

স্তালিন: আমার মনে হয় যে জাপানীরা মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের সীমান্তে সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সীমান্ত সংঘর্ষের কোনও নতুন উদ্যোগ এখনও নজরে পড়েনি।

হাওয়ার্ড: মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করে যে তার বিরুদ্ধে

জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের আগ্রাসী পরিকল্পনা আছে এবং তারা সামরিক সহযোগিতার পরিকল্পনা করছে। পোল্যাণ্ড অবশ্য কোনও তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ চালানোর ঘাঁটি হিসেবে তার নিজের এলাকাকে কোনও বিদেশী ফৌজের হাতে ব্যবহার করতে দিতে দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। জার্মানীর তরফ থেকে এরকম একটা আগ্রাসনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিরকম ভাবছে? কোন্ অবস্থান থেকে, কোন্ দিকে জার্মান ফৌজ আক্রমণ করবে?

স্তালিন: ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে একটা দেশ যখন তার সন্নিহিত নয় এমন কোনও দেশেরও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তখন তা যাকে আক্রমণ করতে চাইছে তার সীমান্তে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যম হিসেবে অন্য সীমান্তের সন্ধান সুরু করে। সচরাচর আগ্রাসী একটি রাষ্ট্র এরকম সীমান্ত খুঁজে পায়। হয় তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সেগুলো পায় যেমন ১৯১৪ সালে ফ্রান্সের ওপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে জার্মানী বেলজিয়ামকে আক্রমণ করেছিল অথবা তা ঐ ধরনের একটা সীমান্ত 'ধার' করে নেয় যেমন লেনিনগ্রাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ১৯১৮ সালে জার্মানী লাটভিয়ার কাছ থেকে নিয়েছিল। এখন আমি ঠিক জানি না যে জার্মানী তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ঠিক কি কি সীমান্ত গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি এটা মনে করি যে তাকে একটা সীমান্ত 'ঋণ' দিতে ইচ্ছুক মানুষ সে পেয়ে যাবে।

হাওয়ার্ড: মনে হয় যে গোটা দুনিয়া আজ আরেকটা মহাযুদ্ধের আভাস পাচ্ছে। যদি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলেই প্রতিপন্ন হয় তাহলে সেটা কখন হবে বলে, মি. স্তালিন, আপনি মনে করেন।

স্তালিন: সেটা ভবিষৎদ্বাণী করা অসম্ভব। অপ্রত্যাশিতভাবেই যুদ্ধ ফেটে পড়তে পারে। আজকাল তো যুদ্ধ ঘোষিত হয় না। স্রেফ সেগুলো সুরু হয়ে যায়। আমি কিন্তু পক্ষান্তরে মনে করি যে শান্তির বন্ধুদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। শান্তির বন্ধুরা প্রকাশ্যেই কাজ করতে পারে। তারা জনমতের শক্তির ওপর নির্ভর করে। তাদের নিয়ন্ত্রণে দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতিসংঘের[১৬] মত হাতিয়ার রয়েছে। এখানেই শান্তির বন্ধুদের সুবিধা। তাদের শক্তিটা এই ঘটনায় নিহিত যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম ব্যাপক জনসাধারণের ইচ্ছার দ্বারা মদতপুষ্ট। দুনিয়ায় এরকম কোনও জনগণ নেই যারা যুদ্ধ কামনা করে। শান্তির শত্রুদের সম্বন্ধে বলা যায় যে তারা গোপনে

কাজ করতে বাধ্য। সেইখানেই শান্তির শত্রুরা অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে। প্রসঙ্গত এটাও আগে থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে ঠিক এইজন্যই তারা একটা হতাশাসঞ্জাত পদক্ষেপ হিসেবে একটা সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

শান্তির বন্ধুদের অর্জিত সাম্প্রতিকতম সাফল্যগুলোর মধ্যে একটি হল ফরাসী আইনসভা কর্তৃক ফরাসী-সোভিয়েত পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তির[১৭] অনুমোদন। এই চুক্তিটি শান্তির শত্রুদের পথে কিছুটা মাত্রায় একটি প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

হাওয়ার্ড: যুদ্ধ যদি আসে তাহলে, মিঃ স্তালিন, সেটা ফেটে পড়ার সম্ভাবনা কোথায় সবচেয়ে বেশি? যুদ্ধের মেঘ কোথায় সবচেয়ে ভীতিপ্রদ —প্রাচ্যে না পাশ্চাত্যে?

স্তালিন: আমার মতে যুদ্ধের বিপদ-কেন্দ্র দুটি। প্রথমটি হল দূর প্রাচ্যে, জাপানের এলাকায়। এটা বলার সময় অন্যান্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে জাপানী সামরিক শক্তির দেওয়া অসংখ্য হুমকিসম্বলিত বিবৃতির কথা আমি মনে রেখেছি। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি হল জার্মানীর এলাকায়। কোন্‌টা বেশি ভীতিপ্রদ বলা শক্ত, কিন্তু দুটোই বর্তমান এবং সক্রিয়। যুদ্ধের এই দুটি মুখ্য বিপদ-কেন্দ্রের তুলনায় ইতালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ গৌণ ঘটনা। বর্তমানে দূরপ্রাচ্যের বিপদ-কেন্দ্রটিতে সবচেয়ে বেশি তৎপরতা প্রকট। কিন্তু এই বিপদের কেন্দ্রটি ইউরোপে সরে আসতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এর ইঙ্গিত মেলে একটি ফরাসী সংবাদপত্রকে হের হিটলারের সম্প্রতিপ্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে। এই সাক্ষাৎকারে হিটলারকে শান্তিপূর্ণ কথা বলতে সচেষ্ট মনে হয়, কিন্তু তার 'শান্তিভাব'কে ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের বিরুদ্ধে হানা হুমকি দিয়ে হিটলার এত অজস্র আকীর্ণ করেছেন যে তার সেই 'শান্তিভাবের' কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আপনি দেখবেন যে হের হিটলার যখন শান্তির কথাও বলতে চান তখনও তিনি হুমকি উচ্চারণ করা এড়াতে পারেন না। এটা লক্ষণমূলক।

হাওয়ার্ড: আপনার মত অনুযায়ী কোন্ অবস্থা বা পরিবেশটি আজ যুদ্ধের প্রধান বিপদকে নিয়ে আসছে?

স্তালিন: পুঁজিবাদ।

হাওয়ার্ড: পুঁজিবাদের কোন্ বিশেষ বহিঃপ্রকাশে?

স্তালিন : তার সাম্রাজ্যবাদী, দখলদারি বহিঃপ্রকাশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল আপনার মনে আছে। তার উদ্ভব হয়েছিল দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে। আজ আমাদের রয়েছে সেই একইরকম পশ্চাদ্‌পট। এরকম পুঁজিবাদী দেশ আছে যারা মনে করে যে প্রভাবাধীন এলাকা, ভৌগোলিক অঞ্চল, কাঁচামালের উৎস, বাজার ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরানো পুনর্বণ্টনের সময় তাদেব ঠকানো হয়েছিল এবং তারা আরেকটি পুনর্বিভাজন চায় যেটা তাদের অনুকূলে যাবে। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ হল এমন একটি ব্যবস্থা যা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলোর মীমাংসার বৈধ হাতিয়ার হিসেবে, আইনের ক্ষেত্রে না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে একটি আইনসম্মত পদ্ধতি হিসেবেই গণ্য করে থাকে।

হাওয়ার্ড : নিজের রাজনৈতিক তত্ত্বগুলোকে অন্যান্য দেশের ওপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে একটা আকাঙ্খা সম্বন্ধে যে অকৃত্রিম ভয় আপনি যেগুলোকে পুঁজিবাদী দেশ বলে অভিহিত করছেন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সেখানে কি একটা বিপদের ব্যাপার থাকতে পারে না ?

স্তালিন : এরকম ভয়ের পেছনে কোনও যুক্তিই নেই। আপনি যদি মনে করেন যে সোভিয়েত জনগণ চারপাশের রাষ্ট্রগুলোর আদল বদলাতে চায় আর সেটা চায় জবরদস্তির মাধ্যমেই তাহলে পুরোপুরি ভুল করছেন। সোভিয়েত জনগণ নিশ্চয়ই চারপাশের রাষ্ট্রগুলোর আদল পরিবর্তিত হয়েছে দেখতে চায়, কিন্তু সেই পরিবর্তনটা আনা হল চারপাশের রাষ্ট্রগুলোরই ব্যাপার। চারপাশের এই রাষ্ট্রগুলো যদি সত্যসত্যই তাদের নিজেদের গদিতে শক্তভাবে বসে থাকে তাহলে সোভিয়েত জনগণের তত্ত্বচিন্তায় তারা যে কি বিপদটা প্রত্যক্ষ করতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না।

হাওয়ার্ড : আপনার এই বিবৃতির অর্থ কি এই যে বিশ্ব-বিপ্লব সম্পন্ন করার যেসব পরিকল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল সেগুলোকে তা একটা পর্যায়ে বর্জন করেছে ?

স্তালিন : আমাদের কখনও অমন পরিকল্পনা ও আকাঙ্খা ছিল না।

হাওয়ার্ড : মি. স্তালিন, আপনি নিঃসন্দেহে এটা মানবেন যে দুনিয়ার বেশ একটা অংশ দীর্ঘকাল ধরে ভিন্নরকম ধারণাই করে আসছিল।

স্তালিন : এটা এক ভুল বোঝাবুঝির ফল।

হাওয়ার্ড : সে কি একটা বেদনাদায়ক ভুল বোঝাবুঝি ?

স্তালিন : না, হাস্যকর ভুল বোঝাবুঝি। অথবা বোধহয় সেটা বেদনা-মিশ্রিত হাস্যকর ভুল বোঝাবুঝি।

দেখুন, আমরা মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করি যে অন্যান্য দেশেও একটা বিপ্লব ঘটবে। কিন্তু তা ঘটবে একমাত্র তখনই যখন সেইসব দেশের বিপ্লবীরা মনে করবে যে সেটা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়। বিপ্লব রপ্তানীর ব্যাপারটা বোকামো। প্রত্যেক দেশই তার নিজস্ব বিপ্লব সম্পন্ন করবে যদি তা সেরকম চায় আর যদি তা সেটা না চায় তবে কোনও বিপ্লব হবে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশ একটা বিপ্লব করতে চেয়েছিল এবং তা সেটা সম্পন্ন করেছে আর আমরা এখন একটা নতুন, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলছি। কিন্তু অন্যান্য দেশে একটা বিপ্লব করতে, তাদের জীবনচর্যায় নাক গলাতে আমরা চাই এরকম কথা জোর দিয়ে বলার অর্থ হল যেটা অসত্য ও আমরা কখনও যেটা সমর্থন করিনি সেইটাই বলা।

হাওয়ার্ড : ইউ. এস. এস. আর. এবং ইউ এস. এ.-র মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় প্রচারের প্রশ্নের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও লিট্‌ভিনভ অভিন্ন প্রকৃতির বক্তব্য বিনিময় করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে লেখা লিট্‌ভিনভের চিঠির চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়িত্ব নিচ্ছে 'তার এলাকার মধ্যে এমন কোনও সংগঠন বা গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার বা থাকবার সুযোগ না দিতে এবং তার এলাকায় এমন কোনও সংগঠন বা গোষ্ঠীর অথবা কোনও সংগঠন বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কিংবা কর্তাব্যক্তিদের কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করতে যার লক্ষ্য হল তার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ এলাকার বা সম্পদের রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার উৎসাদন বা উৎসাদনের প্রস্তুতিগ্রহণ অথবা জবরদস্তি পরিবর্তনসাধন।' মি. স্তালিন, চতুর্থ অনুচ্ছেদের শর্তগুলোকে মেনে চলা যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণই হয় বা সেটা যদি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে হয় তবে লিট্‌ভিনভ কেন এই চিঠিটা স্বাক্ষর করেছিলেন ?

স্তালিন : আপনার উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বগুলো পালন করা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ; এই দায়িত্বগুলো আমরা পালন করেছি এবং পালন করেই চলব।

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দেশান্তরীদের আমাদের দেশে বসবাস করার অধিকার আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন রাজনৈতিক দেশান্তরীদের আশ্রয়লাভের অধিকার দেয় আমরাও এদের সেইরকম আশ্রয়-লাভের অধিকার দিয়ে থাকি। এটা খুবই নিশ্চিত ব্যাপার যে লিট্‌ভিনভ যখন ঐ চিঠিটায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তখন তিনি মনে করেছিলেন যে এর অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বগুলো পারস্পরিক পালনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে এমন রুশ শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীরা আছে যারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদের অনুকূলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, যারা মার্কিন নাগরিকদের কাছ থেকে বৈষয়িক সমর্থন পায় এবং যারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে—এই ঘটনাটি কি, মি. হাওয়ার্ড, আপনি মনে করেন যে রুজভেল্ট-লিট্‌ভিনভ চুক্তির শর্তগুলোর বিরোধী? স্পষ্টতই এই দেশান্তরীরা আশ্রয়লাভের অধিকার ভোগ করে থাকে যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আছে। আমাদের প্রসঙ্গে বলতে পারি যে আমরা আমাদের এলাকায় একজন সন্ত্রাসবাদীকেও তার অপরাধী পরিকল্পনাগুলো যার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হোক না কেন—কখনও সহ্য করব না। স্পষ্টতই আমাদের দেশের চাইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়লাভের অধিকারটির একটা ব্যাপকতর ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে আমরা অভিযোগ করছি না।

আপনি বোধহয় বলবেন যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দেশান্তরীরা আসে আমরা তাদের সহানুভূতি দেখাই। কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের মধ্যেও কি এমন লোক নেই যারা পুঁজিবাদের অনুকূলে ও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচারকারী শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে থাকে? সুতরাং মূল ব্যাপারটা কি? মূল ব্যাপারটা এসব লোকগুলোকে সাহায্য করা বা তাদের কাজেকর্মে টাকা ঢালা নয়। মূল ব্যাপার হল উভয় দেশেই কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনচর্যার ক্ষেত্রে নাক গলানো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আমাদের কর্তৃস্থানীয়রা এই দায়িত্ব সৎভাবে পালন করছেন। তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হন তবে আমাদের সেটা জানানো হোক।

আমরা যদি খুব বেশী দূর এগোই ও দাবি করি যে সমস্ত শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করতে হবে তাহলে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ. এস. এস. আর উভয় দেশেই ঘোষিত আশ্রয়লাভের

অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হবে। দাবি ও পাল্টা দাবির ক্ষেত্রে একটা যুক্তিসঙ্গত সীমারেখা অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। লিট্‌ভিনভ তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে লেখা চিঠিতে স্বাক্ষর দেননি, সেটা তিনি করেছেন একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবেই ঠিক যেমনটি করেছেন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট। তাদের চুক্তিটা হল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার চুক্তি। ঐ চুক্তিটি স্বাক্ষরের সময় দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে লিট্‌ভিনভ ও রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট উভয়েই তাদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপের কথা মনে রেখেছিলেন —এই প্রতিনিধিদের কিছুতেই অন্য পক্ষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না ও তারা তা করবেও না। উভয় দেশে ঘোষিত আশ্রয়লাভের অধিকারটি এই চুক্তির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি হিসেবে রুজভেল্ট-লিট্‌ভিনভ চুক্তিকে এইসব গণ্ডীর ভেতরেই ব্যাখ্যা করা উচিত।

হাওয়ার্ড: গত গ্রীষ্মে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত মার্কিন কমিউনিস্ট ব্রাউডার ও ডার্সি কি মার্কিন সরকারের জবর-দস্তি উৎখাতের জন্য আবেদন রাখেনি?

স্তালিন: আমি স্বীকার করছি যে কমরেড ব্রাউডার ও কমরেড ডার্সির ভাষণ আমার মনে পড়ছে না। তারা কি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটাও আমার মনে নেই। সম্ভবত তারা ঐরকম কিছুই বলেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত জনগণরা তো মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেনি। সেটা তৈরি করেছে মার্কিন জনগণই। তা আইনসঙ্গতভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে তারা কমরেডদের প্রার্থী দেয়। কমরেড ব্রাউডার ও কমরেড ডার্সি যদি মস্কোতে একবার ভাষণ দিয়ে থাকেন তবে তারা অনুরূপ এবং নিশ্চিতভাবেই আরও জোরালো ভাষণ কয়েকশ বারই দিয়েছেন নিজেদের দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন কমিউনিস্টরা তাদের মত ও চিন্তাধারা অবাধে প্রকাশ করতে অনুমোদিত—তাই নয় কি? মার্কিন কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকারকে দায়ী করা খুবই ভুল হবে।

হাওয়ার্ড: কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা কি ঘটনা নয় যে তাদের কাজগুলো ঘটেছে সোভিয়েতের মাটিতে যা রুজভেল্ট ও লিট্‌ভিনভের চুক্তির চতুর্থ পরিচ্ছেদের শর্তগুলোর বিরোধী?

স্তালিন : কমিউনিস্ট পার্টির কাজগুলো কি কি? কিভাবে তারা নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন? সচরাচর তাদের কাজের মধ্যে আছে ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে সংগঠিত করা, সভা-বিক্ষোভমিছিল-ধর্মঘট ইত্যাদি সংগঠিত করা। এটা বলা বাহুল্য যে মার্কিন কমিউনিস্টরা এসব কাজ সোভিয়েতের মাটিতে করতে পারেন না। ইউ. এস. এস. আর-এ আমাদের তো কোনও মার্কিন শ্রমিক নেই।

হাওয়ার্ড : আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার চিন্তার সারমর্ম হল এই যে এমন একটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব যা আমাদের উভয় দেশের মধ্যে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করবে ও তা অব্যাহত রাখবে।

স্তালিন : হ্যাঁ, পুরোপুরি তা-ই।

হাওয়ার্ড : রাশিয়ায় সাম্যবাদ অর্জিত হয়নি এটা স্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র নির্মিত হয়েছে। ইতালির ফ্যাসিবাদ ও জার্মানীর জাতীয়-সমাজবাদ কি এমন দাবি করেনি যে তারাও অনুরূপ ফল অর্জন করেছে? সে দুটোই কি অনটন রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্যে অর্জিত হয় নি?

স্তালিন : 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' শব্দটা সঠিক নয়। অনেকেই এই শব্দটার অর্থ এইরকম একটি ব্যবস্থাকে ধরে নেয় যেখানে সম্পদের কিছুটা অংশ, অনেক সময় একটা রীতিমত ভাল অংশই রাষ্ট্রের হাতে বা তার নিয়ন্ত্রণে চলে যায় আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কলকারখানা ও জমি ব্যক্তিগত মানুষের সম্পত্তি হিসেবে থেকে যায়। অনেক লোকই 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে'র এইরকম অর্থই ধরে নেয়। কখনও কখনও এই শব্দের দ্বারা একটি ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বা তা চালানোর জন্য তার নিজের খরচে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিগত উদ্যোগকে পরিচালনা করে। আমরা যে সমাজটা তৈরি করেছি তাকে সম্ভবত 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' বলা যায় না। আমাদের সোভিয়েত সমাজ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ কারণ কলকারখানা, জমি, ব্যাঙ্ক ও পরিবহন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকানা উৎখাত করা হয়েছে আর সেই জায়গায় সামাজিক মালিকানা কায়েম করা হয়েছে। আমরা যে সামাজিক সংগঠনটা তৈরি করেছি তাকে একটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সংগঠন বলা যেতে পারে, পুরোপুরি সম্পূর্ণ না হলেও মূলত তা সমাজের একটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠন। এই সমাজের বনিয়াদ হল জনগণের সম্পত্তি :

রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জাতীয় এবং সেই সঙ্গে সমবায়িক, যৌথজোত সম্পত্তি। এরকম একটি সমাজের সঙ্গে ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান জাতীয়-'সমাজবাদে'র কিছুই মিল নেই। এর কারণ মূলত এই যে জার্মানী ও ইতালীতে কলকারখানা, জমি, ব্যাঙ্ক, পরিবহন ইত্যাদির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারে অক্ষত বজায় থেকেছে এবং সেই কারণে পুঁজিবাদ পুরোদস্তুরই রয়ে গেছে।

হ্যাঁ, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা এখনও সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ করিনি। এই ধরনের একটি সমাজ নির্মাণ করা অত সোজা নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধে আপনি সম্ভবত অবহিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির ক্ষেত্রে কিছুটা অসাম্য থেকেই যায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে আর কোনও বেকারি, কোনও শোষণ, জাতিসত্তাগুলোর ওপর কোনও নিপীড়ন থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকেই কাজ করতে বাধ্য, যদিও সে তার শ্রমের বিনিময়ে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু পায় না তবু যে কাজ সে করেছে তার পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পেয়ে থাকে। সেই কারণেই মজুরি এবং তদুপরি অসম পৃথক পৃথক মজুরি এখনও বিদ্যমান। যখন আমরা এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে সফল হব যেখানে মানুষ তার শ্রমের বিনিময়ে তার সম্পন্ন শ্রমের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী না পেয়ে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছু পাবে একমাত্র তখনই এটা বলা সম্ভব হবে যে আমরা একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলেছি।

আপনি বলছেন যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ত্যাগ করেছি ও অনটন ভোগ করেছি। আপনার প্রশ্নটা থেকে মনে হয় যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অধিকার করে। এটা সত্য নয়। অবশ্য নতুন কিছু নির্মাণ করার জন্য অবশ্যই মিতব্যয়িতা করতে হয়, সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে হয়, একটা সময়ের জন্য ভোগ কমাতে ও অন্যদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়। যদি কেউ একটা বাড়ি তৈরি করতে চায় তবে তাকে টাকা জমাতে হয়, একটা সময়ের জন্য ভোগব্যয় কমাতে হয় নইলে সে বাড়িটা কখনই তৈরি হবে না। একটা নতুন মানব সমাজ তৈরির ব্যাপার যখন আসে তখন এটা কত বেশি সত্য হয়ে দাঁড়ায়? আমাদের একটা সময়ের জন্য ভোগব্যয় কিছুটা হ্রাস করতে হয়েছে, প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং বিরাট উদ্যোগ নিতে হয়েছে। আমরা ঠিক এই জিনিসটাই করেছি ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করেছি।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংকুচিত করার জন্য এই সমাজ আমরা নির্মাণ করিনি, পক্ষান্তরে তা নির্মাণ করেছি যাতে একক মানুষ সত্যসত্যই মুক্তি অনুভব করতে পারে। আমরা একে নির্মাণ করেছি সত্যকারের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বার্থে যে স্বাধীনতা হল উর্ধ্বতিচিহ্নবিহীন। একজন বেকার মানুষ যে ক্ষুধার্ত থাকে এবং কাজ খুঁজে পায় না সে কিভাবে যে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' ভোগ করে তা কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিন। সত্যকারের স্বাধীনতা একমাত্র থাকতে পারে সেখানেই যেখানে শোষণ বিলুপ্ত করা হয়েছে, যেখানে কেউ কাউকে নিপীড়ন করে না, যেখানে কোনও দারিদ্র্য ও বেকারি নেই, যেখানে মানুষ পরের দিন কাজ, বাসস্থান ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় তাড়িত না হয়। একমাত্র সেই ধরনের সমাজেই কাগুজে নয়, একটা সত্যকারের ব্যক্তিগত ও অন্যান্য প্রকৃতির স্বাধীনতা সম্ভব।

হাওয়ার্ড: মার্কিন গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ব্যবস্থার আকস্মিক যুগপৎ বিকাশকে কি আপনি পরস্পরেব প্রতি সুসঙ্গত বলে গণ্য করেন?

স্তালিন: মার্কিন গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবেই পাশা-পাশি থাকতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু একটা থেকে অপরটি উদ্ভুত হতে পারে না। সোভিয়েত ব্যবস্থা মার্কিন গণতন্ত্র হয়ে উঠবে না অথবা তার বিপরীতটাও হবে না। প্রত্যেকটি তুচ্ছ ব্যাপারে আমরা যদি পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করি তাহলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি থাকতে পারি।

হাওয়ার্ড: একটা নতুন নির্বাচনী-ব্যবস্থা হাজির করবে এরকম একটা নতুন সংবিধান ইউ. এস. এস. আর.-এ তৈরি হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থাটি ইউ. এস. এস. আর.-এর পরিস্থিতিতে কতটা মাত্রায় পরিবর্তন আনবে কারণ পূর্বের মতই একটি মাত্র দলই তো নির্বাচনে এগিয়ে আসবে?

স্তালিন: এই বছরের শেষেই সম্ভবত আমরা আমাদের নতুন সংবিধানটি গ্রহণ করব। সংবিধান রচনার জন্য নিযুক্ত কমিশনটি কাজ করছে এবং তাড়াতাড়িই তার কাজ শেষ করা উচিত। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সংবিধান অনুসারে ভোটাধিকার হবে সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ ও গোপন। আপনি এই ঘটনায় হতচকিত যে নির্বাচনে মাত্র একটি দলই হাজির হবে। এই অবস্থায় কিভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটবে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। এটা পরিষ্কার যে কেবল কমিউনিস্ট পার্টিই প্রার্থী দেবে না, সমস্তরকম

জনগণের, অ-পার্টি সংগঠনও প্রার্থী দেবে। আর এরকম শ'য়ে শ'য়ে আমাদের আছে। পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইরত যে একটি পুঁজিপতিশ্রেণী আমাদের আছে তার থেকে বেশি কিছু লড়াইরত দল আমাদের নেই। আমাদের সমাজটা তৈরি হয়েছে শুধু শহর ও গ্রামের মুক্ত মেহনতি মানুষদের দ্বারা—এরা হল শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী। এই স্তরগুলোর প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব বিশেষ স্বার্থসমূহ থাকতে পারে এবং তারা সেগুলোকে অসংখ্য বর্তমান গণ-সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু কোনও শ্রেণী নেই, যেহেতু শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার বিভাজন রেখা মুছে ফেলা হয়েছে, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন স্তরগুলোর মধ্যে কোনও মৌলিক নয়, কেবল অল্প একটা পার্থক্য বিদ্যমান তাই লড়াইরত দলগুলো তৈরি করার মত কোনও জমি থাকতে পারে না। যেখানে কয়েকটি শ্রেণী নেই, সেখানে কয়েকটি দলও থাকতে পারে না। কারণ একটি দল হল একটি শ্রেণীর অংশ।

জাতীয় 'সমাজবাদে'ও একটিমাত্র দলই থাকে। কিন্তু এই ফ্যাসিবাদী একদলীয় ব্যবস্থা থেকে কিছুই বেরিয়ে আসবে না। মোদ্দা ব্যাপার এই যে জার্মানীতে পুঁজিবাদ ও শ্রেণীগুলো রয়েছে, শ্রেণীসংগ্রাম রয়েছে এবং সব কিছু সত্ত্বেও তা জোর করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এমনকি সেটা ঘটবে বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধি দলগুলোর সংগ্রামের মধ্যেও ঠিক যেমনটি ঘটেছিল উদাহরণস্বরূপ, স্পেনে। ইতালীতেও একটিমাত্র দল আছে—ফ্যাসিবাদী দল। কিন্তু একই কারণে তার থেকেও কিছু বেরিয়ে আসবে না।

আমাদের ভোটাধিকার কেন সর্বজনীন প্রকৃতির হবে? এর কারণ হল আদালত থেকে ভোটাধিকারদানে যারা বঞ্চিত তাদেরকে বাদ দিয়ে সকল নাগরিকেরই নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

আমাদের ভোটাধিকার কেন সমান হবে? এর কারণ হল সম্পত্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য (যা এখনও কিছুটা মাত্রায় রয়েছে) বা বর্ণগত বা জাতিগত পরিচিতি কোনটারই সঙ্গে কোনও বিশেষ সুবিধা বা অক্ষমতার ব্যাপার জড়িত থাকবে না। পুরুষদের মতই নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার থাকবে নারীদের। আমাদের ভোটাধিকার হবে সত্যসত্যই সমান।

আর গোপন কেন? এই কারণে যে আমরা সোভিয়েত জনগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাই যাতে তারা যাদের নির্বাচিত করতে চায়, তাদের

স্বার্থসংরক্ষণ যারা করবে বলে তারা বিশ্বাস করে তাদেরকেই ভোট দিতে পারে।

প্রত্যক্ষ কেন? এইজন্য যে একেবারে সর্বোচ্চ স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনই আমাদের এই সীমাহীন দেশের মেহনতি মানুষদের স্বার্থকে সবচেয়ে ভালভাবে সংরক্ষণ করবে।

আপনি ভাবছেন যে কোনও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না কিন্তু তা হবে এবং আমি আগেভাগেই দেখতে পাচ্ছি যে বেশ প্রাণবন্ত নির্বাচনী অভিযানই হবে। আমাদের দেশে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর কাজ খারাপ চলে। এমন ঘটনা ঘটে যেখানে এটা-ওটা স্থানীয় সরকারী সংস্থা গ্রাম ও শহরের মেহনতি মানুষদের নানান ধরনের বর্ধমান চাহিদার কিছু কিছু পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আপনি কি একটা ভাল বিদ্যালয় তৈরি করেছেন না করেননি? আপনি কি আবাসন-পরিবেশ উন্নত করেছেন? আপনি কি আমলাতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন? আমাদের শ্রমকে আরও কার্যকরী করতে ও আমাদের জীবনকে আরও সংস্কৃতিসম্পন্ন করতে আপনি কি সাহায্য করেছেন? এই ধরনের মাপকাঠির পরিপ্রেক্ষিতেই লক্ষ লক্ষ নির্বাচকেরা প্রার্থীদের যোগ্যতা পরিমাপ করবে, অযোগ্যদের বাতিল করবে, প্রার্থীতালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দেবে এবং সর্বোত্তম যে তাকেই তুলে ধরবে ও মনোনীত করবে। হাঁ, নির্বাচনী অভিযান খুবই প্রাণবন্ত হবে, সেগুলো পরিচালিত হবে এমন অসংখ্য, অত্যন্ত তীব্র সমস্যাকে কেন্দ্র করে যেগুলো মুখ্যত ব্যবহারিক প্রকৃতির ও জনগণের কাছে প্রথম সারির গুরুত্ববিশিষ্ট। আমাদের নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে আঁটসাট করে তুলবে এবং তাদেরকে বাধ্য করবে নিজ নিজ কাজকে উন্নত করে তুলতে। ইউ. এস. এস. আর-এ সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোট হবে সরকারের সেইসব সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের হাতে একটা চাবুক যেগুলো খারাপভাবে কাজ চালিয়ে থাকে। আমার মতে আমাদের নতুন সোভিয়েত সংবিধান হবে দুনিয়ার সবচাইতে গণতান্ত্রিক সংবিধান।

প্রাভদা

৫ই মার্চ, ১৯৩৬

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেরিত তারবার্তা

কমরেড জোস্ দিয়াজকে।

নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী স্পেনের বিপ্লবী জনগণকে সাহায্য করার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা কেবল তাদের কর্তব্যটুকুই পালন করছে। তারা এ বিষয়ে অবহিত যে ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের জোয়াল থেকে স্পেনের মুক্তি স্পেনীয় জনগণের কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তা হল সমস্ত অগ্রসর ও প্রগতিশীল মানবসমাজের সাধারণ স্বার্থ।

ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন,

জে. স্তালিন।

প্রাভদা

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৬

ইউ. এস. এস. আর-এর খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে[১৪]

ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রতিবেদন

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৬

(কমরেড স্তালিন মঞ্চে হাজির হলে উপস্থিত সবাই তাকে সোচ্চার ও দীর্ঘ আনন্দধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করেন। সকলে উঠে দাঁড়ান। সভাকক্ষের সব অংশ থেকে আওয়াজ ওঠেঃ 'কমরেড স্তালিন হুররে!' 'কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!' 'মহান্ স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!' 'মহান্ প্রতিভা কমরেড স্তালিন হুররে!' 'হুররে!')

১। সংবিধান কমিশন গঠন ও তার কর্তব্যসমূহ

কমরেডস্, বর্তমান কংগ্রেসের কাছে তার বিবেচনার জন্য যে সংবিধান কমিশনের তৈরি খসরাটি হাজির করা হয়েছে, আপনারা জানেন যে সেই কমিশনটি ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের সপ্তম কংগ্রেসের বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটি ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি গৃহীত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে :

'১। ইউনিয়ন অফ্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের সংবিধানকে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে সংশোধন :

'(ক) সমান ভোটাধিকারের মাধ্যমে পুরোটা-সমান-নয় ভোটাধিকারকে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনকে এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে খোলাখুলি ব্যালটকে সরিয়ে দিয়ে নির্বাচনী ব্যবহার আরও গণতন্ত্রীকরণ;

(খ) ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রেণীশক্তিসমূহের বর্তমান সম্পর্ক বিন্যাসের (সোভিয়েত সমাজের বনিয়াদ হিসেবে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক শিল্প গঠন, কুলাকশ্রেণীর উৎসাদন, যৌথজোত ব্যবস্থার বিজয়, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির সংহতীকরণ ইত্যাদি) সঙ্গে সংবিধানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলে সংবিধানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের আরও সুষ্ঠু সংজ্ঞানির্দেশ।

'২। ইউনিয়ন অফ্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের কেন্দ্রীয় কার্য-

নির্বাহী কমিটিকে এমন একটি সংবিধান কমিশনকে নির্বাচিত করার জন্য নির্দেশদান যাকে ১নং ধারায় বর্ণিত নীতিসমূহ অনুযায়ী সংবিধানের একটি সংশোধিত বয়ানকে রচনা করতে এবং সেটিকে অনুমোদনের জন্য ইউনিয়ন অফ্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একটি অধিবেশনে উপস্থিত করতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

'৩। ইউনিয়ন অফ্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকে সোভিয়েত সরকারের সংস্থাগুলোর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনগুলোকে নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালনা। এটা হয়েছিল ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ তারিখে ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে তা ৩১ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিশন গঠন করে। তা সংবিধান কমিশনকে ইউ. এস. এস. আর-এর একটি সংশোধিত সংবিধানের একটি খসড়া তৈরি করার নির্দেশ দেয়।

এগুলোই ছিল ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বোচ্চ সংস্থার আনুষ্ঠানিক পটভূমি ও নির্দেশনামা যার ওপর ভিত্তি করে সংবিধান কমিশনের কাজ সুরু হয়েছিল।

এইভাবেই সংবিধান কমিশনের ওপর ভার পড়েছিল ১৯২৪ সালে গৃহীত ও বর্তমানে চালু সংবিধানটিতে পরিবর্তন নিয়ে আসা। এই পরিবর্তন আনার সময় তাকে ১৯২৪ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত ইউ. এস. এস. আর-এর জীবনে যেসব সমাজতন্ত্রমুখী পরিবর্তনগুলো ঘটেছে সেগুলোকে বিবেচনা করতে হয়েছে।

২। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইউ. এস. এস. আর-এর জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইউ. এস. এস. আর-এর জীবনে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং সংবিধান কমিশনকে যেগুলো তার খসড়া সংবিধানে প্রতিফলিত করতে হয়েছে সেগুলো কি কি ?

এইসব পরিবর্তনের সারবস্তুটি কি ?

১৯২৪ সালে পরিস্থিতিটি কি ছিল ?

সেটা ছিল নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রথম সময়পর্ব, তখন সোভিয়েত সরকার সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করে তোলার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাগ্রহণের পাশা-পাশি পুঁজিবাদের কিছু পুনরুত্থানকে অনুমোদিত করেছিল; তখন তা দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি-যোগিতার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই আধিপত্য অর্জিত হবে বলে বিবেচনা করেছিল। কর্তব্য ছিল এই প্রতি-যোগিতার ভেতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে সংহত করা, পুঁজিবাদী-শক্তিগুলোকে দূর করা এবং জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়কে সম্পূর্ণ করা।

সে-সময় আমাদের শিল্পের বিশেষ করে ভারী শিল্পের যা অবস্থা ছিল তা ঈর্ষণীয় নয়। এটা সত্য যে তাকে ক্রমশই পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হচ্ছিল কিন্তু তখনও তার উৎপাদনে যুদ্ধপূর্ব স্তরের কাছাকাছি কোথাও বাড়ানো যায়নি। তার ভিত্তি ছিল পুরানো, সেকেলে ও অপর্যাপ্ত কৃৎকৌশল। অবশ্যই তা বিকশিত হচ্ছিল সমাজতন্ত্রের অভিমুখে। সে-সময় আমাদের শিল্পের সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু পুঁজিবাদী ক্ষেত্র তখনও কমপক্ষে ২০ শতাংশ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত।

আমাদের কৃষিক্ষেত্রের ছিল আরও কুৎসিততর চিত্র। এটা সত্য যে জমিদারশ্রেণীকে তখনই নির্মূল করা হয়েছিল, কিন্তু অপরপক্ষে কৃষিক্ষেত্রীয় পুঁজিপতিশ্রেণী—কুলাকশ্রেণী তখনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করত। সামগ্রিক বিচারে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা ছিল পশ্চাদ্‌পদ, মধ্যযুগীয় কারিগরি সরঞ্জামওয়ালা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বত্বমূলক কৃষক খামারের এক সীমাহীন সমুদ্র। এই সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বিন্দু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে ছিল যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলো। ঠিক ঠিক বলতে গেলে আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে এই যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলোর তখনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ছিল না। কুলাকরা যেখানে তখনও পর্যন্ত ছিল শক্তিশালী, সেখানে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলো ছিল দুর্বল। সে-সময় আমরা কুলাকদের নির্মূল করার কথা বলিনি, বলেছিলাম তাদের নিয়ন্ত্রিত করার কথা।

এই একই কথা বলতে হবে আমাদের দেশের বাণিজ্যের সম্বন্ধে। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক এলাকা ছিল ৫০ বা ৬০ শতাংশের মত, তার বেশি নয়,

আর সেখানে বাদবাকি সমস্ত ক্ষেত্রই বণিক, মুনাকাবাজ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের দখলে ছিল।

১৯২৪ সালে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক জীবনের ছবিটা ছিল এইরকম।

এখন, ১৯৩৬ সালে পরিস্থিতিটা কি? সে-সময় আমরা ছিলাম নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রথম সময়পর্বে, নেপ (NEP)-এর সূচনায়, পুঁজি-বাদের কিছুটা পুনরুত্থানের পর্বে। আজ কিন্তু আমরা রয়েছি নেপের সমাপ্তি পর্বে, নেপের শেষে, জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পর্বে।

গোড়াতেই এই ঘটনাটির কথা ধরুন যে এই সময়পর্বে আমাদের শিল্প এক বিরাট বিশাল শক্তি হিসেবে বেড়ে উঠেছে। আজ আর একে দুর্বল ও কৃৎকৌশলগতভাবে অভাবী বলা যায় না। পক্ষান্তরে আজ তার ভিত্তি হল নতুন, সমৃদ্ধ, আধুনিক কৃৎকৌশলগত সরঞ্জাম যার সঙ্গে আছে এক শক্তিশালীভাবে বিকশিত ভারী শিল্প এবং আরও বিকশিত এক যন্ত্রোৎপাদক শিল্প। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে আমাদের শিল্পের গোটা ক্ষেত্র থেকে পুঁজি-বাদকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়েছে আর সেখানে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির উৎপাদন আজ আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে অবিভক্ত আধিপত্য লাভ করেছে। উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে আমাদের বর্তমান সমাজতান্ত্রিক শিল্প যুদ্ধপূর্ব শিল্পকে শতগুণেরও বেশি যে ছাপিয়ে গিয়েছে এই ঘটনাটিকে সামান্য বিবরণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

কৃষির ক্ষেত্রে সামান্য কারিগরি সরঞ্জামওয়ালা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বত্বমূলক কৃষক খামারের এক সমুদ্র এবং এক শক্তিশালী কুলাক প্রভাবের পরিবর্তে আজ আমাদের রয়েছে যৌথজোত ও রাষ্ট্রীয় জোতের সর্ববিস্তারী এক ব্যবস্থার আকারে আধুনিক কারিগরি সরঞ্জামসমৃদ্ধ যান্ত্রিকীকৃত উৎপাদন যা দুনিয়ার মধ্যে সর্বপেক্ষা ব্যাপক পর্যায়ে পরিচালিত হয়। প্রত্যেকেই জানে যে কৃষির ক্ষেত্রে কুলাকশ্রেণীকে নির্মূল করা হয়েছে এবং সেখানে পশ্চাদপদ, মধ্যযুগীয় কারিগরি সরঞ্জামওয়ালা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বত্বমূলক কৃষক খামার এখন এক গুরুত্বহীন স্থান দখল করে আছে; কৃষিক্ষেত্রে আবাদি এলাকার দিক থেকে তার অংশ দুই বা তিন শতাংশের বেশি নয়। এই তথ্যটি আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না যে যৌথজোতগুলোর দখলে আছে এখন মোট ৫,৭০০,০০০ অশ্ব-

শক্তিবিশিষ্ট ৩১৬,০০০টি ট্রাক্টর এবং যৌথজোতগুলোর সঙ্গে একত্রে আছে মোট ৭,৫৮০,০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ৪০০,০০০-এরও বেশি ট্রাক্টর।

দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে বণিক ও মুনাফাবাজদের এই ক্ষেত্রটি থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়েছে। সমস্ত বাণিজ্য এখন রয়েছে রাষ্ট্র, সমবায় সমিতি এবং যৌথজোতের হাতে। মুনাফাবাজদের বাদ দিয়ে, পুঁজিপতিদের বাদ দিয়ে এক নতুন সোভিয়েত বাণিজ্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে।

স্থতরাং জাতীয় অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবহার সম্পূর্ণ বিজয় আজ একটি বাস্তব ঘটনা।

আর এর অর্থটা কি ?

এর অর্থ হয় এই যে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ বিলুপ্ত করা হয়েছে, নির্মূল করা হয়েছে এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অটল বনিয়াদ হিসেবে উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলোর ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (দীর্ঘ করতালি।)

ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিবর্তনের ফল হিসেবে আমরা এখন এমন এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পেয়েছি যা সংকট বা বেকারি কোনটাই জানে না, যা দারিদ্র্য বা ধ্বংস কোনটাই জানে না এবং যা আমাদের নাগরিকদেরকে একটি সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনচর্যার সবরকমের সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে।

১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তনগুলো প্রধানত এইরকমই।

ইউ. এস. এস. আর.-এর অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে আমাদের সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোরও পরিবর্তন হয়েছে।

আপনারা জানেন যে গৃহযুদ্ধের বিজয়লাভের ফল হিসেবে জমিদারশ্রেণী ইতোমধ্যেই নির্মূল হয়েছে। অন্যান্য শোষকশ্রেণীগুলো সম্বন্ধে বলা যায় যে তারাও জমিদারশ্রেণীর অদৃষ্টের অংশীদার। শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিশ্রেণীর অস্তিত্ব আর নেই। কৃষির ক্ষেত্রে কুলাকশ্রেণীর অস্তিত্ব আর নেই। এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বণিক ও মুনাফাবাজরা আর নেই। এইভাবে সমস্ত শোষক-শ্রেণীই নির্মূল হয়েছে।

রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী।

রয়েছে কৃষকশ্রেণী।

রয়েছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

কিন্তু এরকম ভাবা ভুল হবে যে এই সময়পর্বে এইসব সমাজগোষ্ঠীগুলো কোনও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়নি এবং আগের আমলে ধরা যাক পুঁজি-বাদের আমলে তারা যেরকম ছিল এখনও তারা ঠিক সেইরকমই রয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, ইউ. এস. এস. আর.-এর শ্রমিকশ্রেণীর কথা ধরা যাক। অভ্যাসের বশে একে প্রায়শই সর্বহারা বলা হয়। কিন্তু সর্বহারা কাকে বলে? সর্বহারা হল এমন একটি শ্রেণী যা উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পড়ে থাকে যেখানে উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলো থাকে পুঁজিপতিদের মালিকানার অধীনে এবং যেখানে পুঁজিপতিশ্রেণী সর্বহারাদের শোষণ করে। সর্বহারারা হল এমন একটি শ্রেণী যারা পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত। কিন্তু আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে পুঁজিপতিশ্রেণীকে ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলোকে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর সেগুলোকে সেই রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যার নেতৃস্থানীয় শক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। পরিণতিক্রমে আমাদের শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং তারা সেগুলোকে জনগণের সঙ্গে যৌথভাবে অধিকার করেছে। আর যেহেতু তারা সেগুলোকে অধিকার করে রয়েছে এবং পুঁজিপতিশ্রেণীকেও নির্মূল করা হয়েছে তাই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শোষিত হওয়ার সম্ভাবনাও আর নেই। এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীকে কি আর সর্বহারা বলা চলে? স্পষ্টতই, তা চলে না। মার্কস বলেছেন যে সর্বহারাশ্রেণীকে যদি নিজেকে মুক্ত করতে হয় তবে তাদের অবশ্যই পুঁজিপতিশ্রেণীকে ধ্বংস করতে হবে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপকরণগুলোকে নিয়ে নিতে হবে এবং উৎপাদনের সেইসব পরিবেশকে ধ্বংস করতে হবে যা সর্বহারাশ্রেণীর জন্ম দেয়। ইউ. এস. এস. আর.-এর শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তির উদ্দেশ্যে এইসব শর্ত পূরণ করেছে—এ কথা কি বলা যেতে পারে? প্রশ্নাতীতভাবে তা বলা যেতে পারে এবং অবশ্যই তা-ই বলতে হবে। আর এর অর্থটা কি? এর অর্থ হল এই যে ইউ. এস. এস. আর.-এর সর্বহারাশ্রেণী পুরোপুরিভাবেই এমন একটি নতুন শ্রেণীতে, ইউ. এস. এস. আর.-এর শ্রমিকশ্রেণীতে রূপান্তরিত

হয়েছে যারা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপকরণগুলোর ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সোভিয়েত সমাজকে সাম্যবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইউ. এস. এস. আর.-এর শ্রমিকশ্রেণী একটি আদ্যন্ত নতুন শ্রেণী, শোষণের থেকে মুক্ত এমন একটি শ্রমিকশ্রেণী যার তুলনা মানবসমাজের ইতিহাস কখনও প্রত্যক্ষ করেনি।

এইবার কৃষকসমাজের প্রশ্নে আসা যাক। কৃষকসমাজ ক্ষুদ্র উৎপাদকদের একটি শ্রেণী, তার সদস্যরা জমির ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে, তারা তাদের সেকেলে কারিগরি সরঞ্জাম দিয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেতগুলোয় বিচ্ছিন্নভাবে আবাদ করে, তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাস এবং জমিদার, কুলাক, বণিক, মুনাফাবাজ, সুদখোর ইত্যাদিরা কোনও-রকম শাস্তি পাওয়ার ভয় ছাড়াই এদেরকে শোষণ করে থাকে—কৃষকসমাজ সম্বন্ধে প্রথাসিদ্ধভাবে এইরকমই বলা হয়ে থাকে। আর পুঁজিবাদী দেশে কৃষকসমাজকে যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করি তাহলে তারা সত্যসত্যই ঠিক এইরকমই একটি শ্রেণী। আমাদের আজকের দিনের কৃষকসমাজকে, সোভিয়েত কৃষকসমাজকে সামগ্রিকভাবে ধরলে তারাও ঐ ধরনের কৃষকসমাজেরই অনুরূপ এমন কথা কি বলা যেতে পারে? না, তা বলা যেতে পারে না। আমাদের দেশে ঐ ধরনের কৃষকসমাজ আর নেই। আমাদের সোভিয়েত কৃষকসমাজ হল সম্পূর্ণ এক নতুন কৃষকসমাজ। আমাদের দেশের কৃষকদের শোষণ করতে পারে এরকম কোনও জমিদার ও কুলাক, বণিক ও সুদখোর আর নেই। ফলত, আমাদের কৃষকসমাজ হল শোষণ থেকে মুক্ত এক কৃষকসমাজ। পুনশ্চ—আমাদের সোভিয়েত কৃষকসমাজ, তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল একটি যৌথজোত-কৃষকসমাজ অর্থাৎ তারা ব্যক্তিভিত্তিক শ্রম ও সেকেলে কারিগরি সরঞ্জামের ওপর তাদের কাজ ও সম্পদকে নির্ভর করায় না, সেটা তারা করে যৌথশ্রম ও আধুনিক কারিগরি সরঞ্জামের ওপর। সর্বোপরি আমাদের কৃষকদের অর্থনীতির ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তার ভিত্তি হল যৌথ-সম্পত্তি যেটা যৌথ শ্রমের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সোভিয়েত কৃষকসমাজ হল আদ্যন্ত নতুন এক কৃষকসমাজ যার তুলনা মানবসমাজের ইতিহাস কখনও প্রত্যক্ষ করেনি।

পরিশেষে আসা যাক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রশ্নে, ইঞ্জিনীয়ার ও

প্রকৌশলবিদ, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী, সাধারণভাবে কর্মচারী ইত্যাদির প্রশ্নে। এই সময়পর্বে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও বিরাটসব পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে। তারা আর সেই পুরানো সংকীর্ণমনা বুদ্ধিজীবী নেই যারা নিজেদেরকে শ্রেণীসমূহের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকত কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার ও পুঁজিপতিদের সেবা করত। আমাদের সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হল পুরোপুরি নতুন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকদের সঙ্গে একেবারে আমূল সম্পর্কবদ্ধ। প্রথমত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গঠনটা পরিবর্তিত হয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া-শ্রেণী থেকে আসা লোকের সংখ্যা আমাদের সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সামান্য হারের ; সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ৮০-৯০ শতাংশই হল এমন মানুষ যারা এসেছে শ্রমিকশ্রেণী থেকে, কৃষকসমাজ থেকে, অথবা শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য স্তর থেকে। সর্বোপরি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাজকর্মের প্রকৃতিটাই একেবারে পরিবর্তিত হয়েছে। আগে তাদের ধনিক-শ্রেণীদের সেবা করতে হত কারণ অন্য কোনও বিকল্প তাদের ছিল না। আজ তাদেরকে অবশ্যই জনগণের সেবা করতে হবে কারণ আর কোনও শোষণকারী শ্রেণী নেই। এবং ঠিক এই কারণেই তারা আজ সোভিয়েত সমাজের এক সমান সদস্য। সেখানে তারা শ্রমিক ও কৃষকের পাশাপাশি, তাদের সঙ্গে একযোগে নতুন, শ্রেণীহীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজে রত।

দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা হল এমন এক সম্পূর্ণ নতুন মেহনতি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যার তুলনা আপনি দুনিয়ার অন্য কোনও দেশে খুঁজে পাবেন না।

সোভিয়েত সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন-গুলোই এই সময়পর্বে ঘটেছে।

এই পরিবর্তনগুলো কি তাৎপর্য বহন করে ?

প্রথমত, সেগুলোর তাৎপর্য এই যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে এবং এই শ্রেণীগুলো ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যরেখা মুছে যাচ্ছে আর পুরানো শ্রেণীমর্যাদাগত স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হল এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, সেগুলোর তাৎপর্য এই যে এইসব সামাজিক গোষ্ঠীর ভেতরকার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো হ্রাস পাচ্ছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে।

আর সবশেষে সেগুলোর তাৎপর্য এই যে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলোও হ্রাস পাচ্ছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে।

ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রেণীগত কাঠামোয় পরিবর্তনগুলোর প্রসঙ্গে এই হল অবস্থা।

ইউ. এস. এস. আর-এর সামাজিক জীবনের পরিবর্তনগুলোর ছবি অসম্পূর্ণ হবে যদি আর একটি ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে দু-চার কথা না বলা হয়। আমি ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিগত সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রটির কথা বলতে চাইছি। আপনারা জানেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতর প্রায় ষাটটি জাতীয় গোষ্ঠী ও জাতিসত্তা রয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্র। স্পষ্টতই ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের ভেতরকার সম্পর্কের প্রশ্নটি আমাদের কাছে শীর্ষ গুরুত্বের একটি প্রশ্ন না হয়ে পারে না।

আপনারা জানেন যে ইউ. এস. এস. আর.-এর সোভিয়েতসমূহের প্রথম কংগ্রেসে ১৯২২ সালে ইউনিয়ন অফ্ সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক তৈরি হয়েছিল। তা তৈরি হয়েছিল ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের সাম্য ও স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তির নীতির ভিত্তিতে। ১৯২৪ সালে গৃহীত ও বর্তমানে চালু সংবিধানটি ইউ. এস. এস. আর.-এর প্রথম সংবিধান। সেটা ছিল এমন একটি সময় যখন জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কগুলো তখনও পর্যন্ত যথাযথভাবে সামঞ্জস্যে আনা হয়নি, যখন বৃহৎ-রুশদের প্রতি অবিশ্বাসী মনোভাবের রেশগুলো তখনও পর্যন্ত মুছে যায়নি এবং যখন কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলো তখনও পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সক্রিয়। সেইরকম পরিবেশে দরকার ছিল একটি একক যুক্তরাষ্ট্রীয়, বহুজাতিক রাষ্ট্রের ভেতর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্তরে পারস্পরিক সহ-যোগিতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্তব্য পালনের পথে বাধাগুলোকে সোভিয়েত সরকার নজর না করে পারেনি। তার সামনে ছিল বুর্জোয়া দেশগুলোয় বহুজাতিক রাষ্ট্রগঠনের বিফল পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো। তার সামনে ছিল পুরানো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পরীক্ষা যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তথাপি তা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় কারণ তা জানত যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

তারপর থেকে চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। পরীক্ষাটা চালানোর জন্য

এটা বেশ যথেষ্ট দীর্ঘ একটি সময়পর্ব। আর আমরা কি দেখেছি? এই সময়পর্বটি সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে কোনও বহুজাতিক রাষ্ট্র নির্মাণের পরীক্ষা পুরোপুরিই সফল হয়েছে। এটা লেনিনবাদী জাতিবিষয়ক নীতির নিঃসন্দেহ বিজয়! (দীর্ঘ করতালি।)

এই বিজয়লাভকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে?

জাতিগুলোর মধ্যে সংঘাতের প্রধান সংগঠক শোষণকারী শ্রেণীগুলোর অনুপস্থিতি; পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিপোষক ও জাতিগত উন্মাদনায় প্ররোচনাকারী শোষণের অনুপস্থিতি; সকল দাসত্বের শত্রু ও আন্তর্জাতিকতা-বাদের আদর্শের সত্যকারের বাহক শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার অধিষ্ঠান; অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বাস্তব প্রয়োগ; এবং পরিশেষে ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের বিকাশমান জাতীয় সংস্কৃতি যে সংস্কৃতি আকারের দিক থেকে জাতীয় আর সারবস্তুর দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক—এইসব ও অনুরূপ বিভিন্ন উপাদান ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের চেহারায় একটা আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে; তাদের পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে এক পারস্পরিক বন্ধুতার মনোভাব বিকশিত হয়েছে, এবং এইভাবেই একটি একক যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের ব্যবস্থার মধ্যে জনগণের ভেতর সত্যকারের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফলত, আমরা এখন একটি পূর্ণগঠিত বহুজাতিক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র পেয়েছি যা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং যার সুস্থিতিকে দুনিয়ার যে-কোনও অংশের যে-কোনও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বেশ ঈর্ষার চোখেই দেখতে পারে। (সোচ্চার করতালি।)

ইউ. এস. এস. আর.-এর জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সময়পর্বে এইসব পরিবর্তনই ঘটেছে।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে ইউ. এস. এস. আর.-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর এই হল সামগ্রিক রূপ।

৩। খসড়া সংবিধানের প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ

ইউ. এস. এস. আর.-এর জীবনের এইসব পরিবর্তনগুলো নতুন সংবিধানের খসড়ার কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

অন্যভাবে বলা যায় যে বর্তমান কংগ্রেসের কাছে তার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত খসড়া সংবিধানটির প্রধান প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণগুলো কি কি ?

সংবিধান কমিশনকে ১৯২৪ সালের সংবিধানের বয়ানটিকে সংশোধন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংবিধান কমিশনের কাজের ফল হিসেবে তৈরি হয়েছে সংবিধানের একটি নতুন বয়ান, ইউ. এস. এস. আর.-এর একটি নতুন সংবিধানের খসড়া। নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের সময় সংবিধান কমিশন এই বক্তব্যটি থেকে অগ্রসর হয়েছে যে একটা সংবিধানকে কোনও মতেই একটি কর্মসূচীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। এর অর্থ এই যে একটি কর্মসূচী ও একটি সংবিধানের মধ্যে আবশ্যিক একটি পার্থক্য রয়েছে। একটা কর্মসূচী যেখানে যা এখনও নেই তার সম্বন্ধে, যা এখনও অর্জন করতে হবে ও ভবিষ্যতে জয় করে নিতে হবে তার সম্বন্ধে কথা বলে সেখানে একটি সংবিধান অপরপক্ষে অবশ্যই যা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান তার কথা, যা ইতোমধ্যেই অর্জিত ও বর্তমানে এই সময়টিতেই জিতে নেওয়া হয়েছে তার কথাই বলে। একটি কর্মসূচী প্রধানত ভবিষ্যতকে নিয়ে ও একটি সংবিধান বর্তমানকে নিয়ে কাজ করে।

ব্যাখ্যা হিসেবে দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

আমাদের সোভিয়েত সমাজ ইতোমধ্যেই সমাজতন্ত্র অর্জনের ক্ষেত্রে মূলত সফল হয়েছে; তা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন করেছে অর্থাৎ তা মার্কসবাদীরা অন্যভাবে যাকে প্রথম বা নিম্নতর পর্যায়ের সাম্যবাদ বলে অভিহিত করে সেইটি সম্ভব করেছে। সুতরাং আমরা ইতোমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের সাম্যবাদকে, সমাজতন্ত্রকে মূলত অর্জন করেছি। (দীর্ঘ করতালি।) আপনারা জানেন যে এই পর্যায়ের সাম্যবাদের বুনিয়াদি নীতিটি হল 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী' এই সূত্র। আমাদের সংবিধানের কি এই ঘটনাটিকে—সমাজতন্ত্র যে অর্জিত হয়েছে এই ঘটনাটিকে প্রতিফলিত করা উচিত? এই সাফল্যের ওপরেই কি তার ভিত্তিটি হওয়া উচিত? প্রশ্নাতীতভাবেই তা উচিত। তা উচিত এই কারণে যে ইউ. এস. এস. আর.-এর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র হল এমন একটি ব্যাপার যা ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে ও জয় করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সোভিয়েত সমাজ এখনও সাম্যবাদের সেই উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছায়নি যেখানে নিয়ন্তা নীতিটি হবে এই সূত্র যে 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ

অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী', যদিও তা ভবিষ্যতে সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যের প্রতি নিজেকে নিয়োগ করেছে। আমাদের সংবিধানকে সাম্যবাদের সেই উচ্চতর পর্যায়ের ওপর কি নির্ভর করানো যেতে পারে যা এখনও নেই এবং যাকে এখনও অর্জন করতে হবে? না, তা পারা যায় না কারণ ইউ. এস. এস. আর.-এর পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায় হল এমন একটি ব্যাপার যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এবং যাকে ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত করতে হবে। একে একটি কর্মসূচীতে অথবা ভবিষ্যত সাফল্যগুলোর একটি ঘোষণায় রূপান্তরিত না করলে এরকম পারা যায় না।

বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের সংবিধানের সীমা হল এইরকম।

সুতরাং নতুন সংবিধানের খসড়াটি হল যে পথ পার হওয়া গেছে তার একটি সারসংকলন, যেসব লাভ ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে তার একটি সারসংকলন। অন্যভাবে বলা যায় যে এ হল বাস্তব ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যা যা অর্জিত হয়েছে ও জয় করে নেওয়া গেছে সেগুলোর নিবন্ধভুক্তি ও আইনগত প্রকাশ। (সোচ্চার করতালি।)

ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটির এই হল প্রথম বিশিষ্ট লক্ষণ।

পুনশ্চ। বুর্জোয়া দেশগুলো সাধারণত এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এগোয় যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল অপরিবর্তনীয়। এই সংবিধানগুলোর মূল বনিয়াদ গঠিত হয় পুঁজিবাদের নীতিগুলো, তার প্রধান স্তম্ভগুলো দিয়ে, যথা: জমি, বন, কল-কারখানা এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ও হাতিয়ারগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা; মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এবং শোষক ও শোষিতের অস্তিত্ব; সমাজের এক মেরুতে মেহনতি সংখ্যাগুরুর নিরাপত্তা-হীনতা এবং অপর মেরুতে অ-মেহনতি কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরাপদ সংখ্যালঘুর বিলাসব্যসন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলো পুজিবাদের এইসব ও অনুরূপ সব স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেগুলো এইসব কিছুকেই প্রতিফলিত করে, আইনে প্রকাশ করে।

কিন্তু এর বিপরীতক্রমে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটি এই ঘটনা থেকে এগোয় যে এই দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়যুক্ত হয়েছে। ইউ. এস. এস. আর-এর

নতুন সংবিধানের খসড়ার প্রধান বনিয়াদ হল সেই সমাজতন্ত্রের নীতিসমূহ যার প্রধান স্তম্ভগুলো ইতোমধ্যেই অর্জিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে, এগুলো হল : জমি, বন, কল-কারখানা, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ও হাতিয়ারগুলোর ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ; শোষণ ও শোষণকারী শ্রেণীগুলোর বিলুপ্তি ; সংখ্যাগুরুর দারিদ্র্য ও সংখ্যালঘুর বিলাসের অবসান ; বেকারির বিলুপ্তি ; 'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না' এই সূত্র অনুসারে কাজ হল প্রত্যেক সক্ষমদেহী নাগরিকের অবশ্যপালনীয় একটি দায়িত্ব ও একটি সম্মানসূচক কর্তব্য ; কাজ করার অধিকার অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের নিশ্চিত কর্মসংস্থান লাভের অধিকার ; বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকার ; শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন সংবিধানের খসড়াটি সমাজতন্ত্রের এইসব ও অনুরূপ সব স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তা এইগুলোকে প্রতিফলিত করে ও আইনে প্রকাশ করে।

নতুন সংবিধানের খসড়াটির এই হল দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ।

পুনশ্চ। বুর্জোয়া সংবিধানগুলো পরোক্ষভাবে এই বক্তব্য থেকে এগোয় যে সমাজ তৈরি হয়েছে বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীগুলো দিয়ে, সম্পদবান ও সম্পদহীন শ্রেণীদের দিয়ে ; আর যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজেব পরিচালনার (একনায়কত্বেব) ভার অবশ্যই থাকবে বুর্জোয়াশ্রেণীরই হাতে ; এবং সম্পত্তিবান শ্রেণীদের অভীপ্সিত ও তাদের পক্ষে কল্যাণকর একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যেই একটি সংবিধানের প্রয়োজন হয়।

বুর্জোয়া সংবিধানগুলোর বিপরীতক্রমে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটি এই তথ্য থেকে এগোয় যে সমাজে আর কোনও বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণী নেই ; সমাজ গঠিত হয়েছে দুটি মিত্র শ্রেণী—শ্রমিক ও কৃষকদের দিয়ে ; এই শ্রেণীগুলোই—এই শ্রমজীবী শ্রেণীগুলোই ক্ষমতায় আসীন ; রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজের পরিচালনার (একনায়কত্বের) ভার সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রয়েছে ; এবং শ্রমজীবী জনগণের অভীপ্সিত ও তাদের পক্ষে কল্যাণকর একটি সমাজিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যেই একটি সংবিধানের প্রয়োজন হয়।

নতুন সংবিধানের খসড়াটির এই হল তৃতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ।

পুনশ্চ। বুর্জোয়া সংবিধানগুলো পরোক্ষে এই বক্তব্য থেকে এগোয় যে

জাতি ও বর্ণগুলোর সমান অধিকার থাকতে পারে না, এমন সব জাতি থাকে যাদের পূর্ণ অধিকার বর্তমান আবার এমন সব জাতি থাকে যাদের পূর্ণ অধিকার নেই আর তদুপরি থাকে একটি তৃতীয় গোত্রের জাতি বা বর্ণ, যেমন উপনিবেশগুলো, যাদের ঐ পূর্ণ অধিকারবিহীন জাতিগুলোর চাইতেও কম অধিকার থাকে। এর অর্থ এই যে একেবারে বুনিয়াদি দিক থেকে এই সমস্ত সংবিধানই হল জাতিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক প্রকৃতির অর্থাৎ শাসক জাতিদের সংবিধান।

পক্ষান্তরে, এইসব সংবিধানের বিপরীতক্রমে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটি গভীরভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী। তা এই বক্তব্য থেকে এগোয় যে সমস্ত জাতি ও বর্ণের সমান অধিকার রয়েছে। এই তথ্য থেকেই তা এগোয় যে গায়ের রঙ বা ভাষার পার্থক্য, সাংস্কৃতিক মান বা রাজনৈতিক বিকাশের মানে পার্থক্য অথবা জাতি ও বর্ণসমূহের মধ্যে অন্য কোনও পার্থক্যই অধিকারের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্যকে বৈধ করার ভিত্তি হতে পারে না। তা এই বক্তব্য থেকে এগোয় যে নিজেদের অতীত ও বর্তমান অবস্থাননিরপেক্ষে, শক্তি বা দুর্বলতানিরপেক্ষে সকল জাতি ও বর্ণেরই সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সবক্ষেত্রে সমান অধিকার উপভোগ করা উচিত।

নতুন সংবিধানের খসড়াটির চতুর্থ বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই।

নতুন সংবিধানের খসড়াটির পঞ্চম বিশিষ্ট লক্ষণ হল তার দৃঢ় ও আগাগোড়া গণতান্ত্রিকতা। গণতান্ত্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া সংবিধানগুলোকে দুটি দলে বিভক্ত করা যায়: একটি দলের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারের সমতা ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাগুলোকে খোলাখুলি অস্বীকার করে বা বাস্তবে নাকচ করে দেয়। আর অন্য দলের সংবিধানগুলো গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে তৎপরভাবে গ্রহণ করে, এমনকি সেগুলোর প্রচারও করে কিন্তু একই সঙ্গে সেগুলো নানান শর্ত তৈরি করে ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে যা এই গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতাগুলোকে পুরোপুরি ক্ষুণ্ণ করে দেয়। সেগুলো সকল নাগরিকের জন্য সমান ভোটাধিকারের কথা বলে কিন্তু একই সঙ্গে সেই অধিকারকে আবাসিক, শিক্ষাগত এমনকি সম্পত্তিগত যোগ্যতার শর্ত দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দেয়। নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা সেগুলো বলে থাকে, কিন্তু একই সঙ্গে এমন শর্ত তৈরি করে যে ঐ অধিকার নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না বা অংশত প্রযোজ্য হয়। এইভাবেই চলে আরও সব ব্যাপার।

ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটির বিশিষ্টতা এই ঘটনায় যে তা ঐসব শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। তার কাছে নাগরিকেরা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এরকমভাবে বিভক্ত নয়; সকল নাগরিকই তার কাছে সক্রিয়। অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে, 'আবাসিক' ও 'অনাবাসিক'দের মধ্যে, সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনের মধ্যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কোনও বৈষম্য তা স্বীকার করে না। তার কাছে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার। সমাজের ভেতর প্রত্যেক নাগরিকের স্থানটি কোথায় তা সম্পত্তির অবস্থান, জাতিগত উৎস, নারী না পুরুষ বা পদের দ্বারা নির্ণীত হয় না। সেটা নির্ণীত হয় ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে।

পরিশেষে, নতুন সংবিধানের খসড়াটির আরও একটি বিশিষ্ট লক্ষণ রয়েছে। বুর্জোয়া সংবিধানগুলো সাধারণত নাগরিকদের আনুষ্ঠানিক অধিকারগুলো বিবৃত করেই খালাস। কিন্তু এই অধিকারগুলো ব্যবহারের পরিবেশ সম্পর্কে, সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ সম্পর্কে, সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ঐ সংবিধানগুলো মাথা ঘামায় না। সেগুলো নাগরিকদের সাম্যের কথা বলে, কিন্তু এ-কথা ভুলে যায় যে মালিক আর কর্মচারীদের মধ্যে, জমিদার আর কৃষকদের মধ্যে কোনও সত্যকারের সাম্য থাকতে পারে না যদি সমাজে প্রথমোক্তদের হাতে সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে এবং শেষোক্তরা সেই উভয় থেকেই বঞ্চিত হয়—যদি প্রথমোক্তরা হয় শোষক আর শেষোক্তরা শোষিত। অথবা আবার দেখুন: বুর্জোয়া সংবিধানগুলো কথা বলার, সমাবেশ করার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলে, কিন্তু ভুলে যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এইসব স্বাধীনতা নিছক ফাঁকা কথা হয়ে দাঁড়াতে পারে যদি তারা সভা অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান, ভাল ছাপাখানা, যথেষ্ট সংখ্যক ছাপার কাগজ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকে।

নতুন সংবিধানের খসড়াটির বিশিষ্টতা এইখানে যে তা আনুষ্ঠানিক নাগরিক-অধিকারগুলো কেবল বিবৃত করার মধ্যেই নিজেক সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তা এইসব অধিকারের গ্যারান্টির ওপর, এইসব অধিকার কি উপায়ে ভোগ করা যেতে পারে তার ওপর জোর দিয়ে থাকে। তা নাগরিকদের অধিকারের সমতার কথা কেবল ঘোষণা করেই খালাস হয় না, সেই সঙ্গে তা সেটাকে সুনিশ্চিত করে এইসব ঘটনাকে আইনগত বাস্তব রূপ দিয়ে যে শোষণের জমানা উৎখাত করা হয়েছে, নাগরিকদেরকে সমস্ত শোষণ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। তা কেবল

কাজের অধিকারকে ঘোষণাই করে না, সেইসঙ্গে তা সেটাকে সুনিশ্চিত করে এই ঘটনাকে আইনগত বাস্তব রূপ দিয়ে যে সোভিয়েত সমাজে কোনও সংকট নেই এবং বেকারি উৎখাত করা হয়েছে। তা গণতান্ত্রিক, স্বাধীনতাগুলোকে কেবল ঘোষণাই করে না সেই সঙ্গে তা সুনির্দিষ্ট বৈষয়িক সম্পদ যোগান দেওয়ার মাধ্যমে সেগুলোকে আইনসম্মতভাবে নিশ্চিত করে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে নতুন সংবিধানের খসড়াটির 'গণতান্ত্রিকতা' কিছু 'সাদামাটা' ধরনের এবং বিমূর্ত 'বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত' গণতান্ত্রিকতা নয়, তা হল সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতা।

ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটির এগুলোই হল প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণ।

এই পদ্ধতিতেই নতুন সংবিধানের খসড়াটি সেইসব অগ্রগতি ও পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করেছে যেগুলো ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইউ. এস. এস. আর.-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে সম্ভব করা হয়েছে।

৪। খসড়া সংবিধান সম্বন্ধে বুর্জোয়া সমালোচনা

খসড়া সংবিধানের ওপর বুর্জোয়া সমালোচনা প্রসঙ্গে দু'চার কথা।

খসড়া সংবিধানের প্রতি বিদেশী বুর্জোয়া সংবাদপত্র মহলের দৃষ্টিভঙ্গীটির প্রশ্ন নিঃসন্দেহে কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক। বিদেশী সংবাদপত্রগুলো যেহেতু বুর্জোয়া দেশগুলোর জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের জনমতকে প্রতিফলিত করে, তাই খসড়া সংবিধানের ওপর তার সমালোচনাকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

খসড়া সংবিধানের প্রতি বিদেশী সংবাদপত্র মহলের প্রথম প্রতিক্রিয়াটি তার একটি সুনির্দিষ্ট প্রবণতায় প্রকাশ পেয়েছিল—তা হল খসড়া সংবিধানটি চেপে যাওয়া। আমি এখানে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র মহল, ফ্যাসিবাদী সংবাদপত্র মহলের কথা উল্লেখ করছি। এই সমালোচক-গোষ্ঠী মনে করেছিল যে খসড়া সংবিধানটি স্রেফ চেপে যাওয়া এবং সেরকম কোনও খসড়া নেই বা কোনওকালে ছিলও না এমন ভাণ করাটাই হল সবচেয়ে ভাল। বলা হতে পারে যে নীরবতা তো সমালোচনা নয়। কিন্তু তা সত্য নয়। বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে সে সম্বন্ধে নীরব থাকাটাও এক

ধরনের সমালোচনা—এটা সত্য যে তা নির্বোধ হাস্যকর ধরণ, তবু তা নিশ্চয়ই সমালোচনারই ধরণ। (হাস্যধ্বনি ও করতালি।) কিন্তু তাদের নীরবতায় লাভ হয়নি কিছু। শেষ পর্যন্ত তারা মুখ খুলতে ও দুঃখের সঙ্গে হলেও এ-কথা দুনিয়াকে জানাতে বাধ্য হয়েছে যে ইউ. এস. এস. আর.-এর একটি খসড়া সংবিধান আছে, এবং শুধু আছেই নয় তদুপরি তা জনমানসে একটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে সুরু করেছে। এর অন্যথা তো হতে পারে না, কারণ যাই হোক না কেন দুনিয়ায় জনমত বলে একটা ব্যাপার আছে, আছে এমন জনগণ যারা পড়াশুনা করে, যারা জীবন্ত জনগণ, যারা ঘটনাগুলো জানতে আগ্রহী এবং তাদেরকে প্রবঞ্চনার জাঁতাকলে বেশি দিন আটকে রাখা একেবারেই অসম্ভব। মানুষকে ঠকিয়ে কেউ বেশিদূর এগোতে পারে না।

সমালোচকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি স্বীকার করে যে একটি খসড়া সংবিধান নামক জিনিসটি সত্যসত্যই আছে, কিন্তু তারা মনে করে যে খসড়াটি তেমন গুরুত্বের নয় কারণ তা প্রকৃত কোনও খসড়া সংবিধান নয় বরং জনগণকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে কিছুটা কৌশল অবলম্বনের মানসিকতা নিয়ে তৈরি একটা কাগজের টুকরো, একটা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি। এবং তারা আরও বলেন যে ইউ. এস. এস. আর.-এর থেকে উত্তমতর কোনও খসড়া তৈরি করতে পারে না কারণ এই ইউ. এস. এস. আর. তো একটা রাষ্ট্র নয়, তা কেবল একটা ভৌগোলিক ধারণা (সকলের হাস্যধ্বনি) এবং যেহেতু তা একটা রাষ্ট্রই নয় তাই তার সংবিধানটাও কোনও প্রকৃত সংবিধান হতে পারে না। আশ্চর্য লাগলেও এই সমালোচকগোষ্ঠীর একটি আদর্শ প্রতিনিধি হল জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্র : 'দয়েচ্ ডিপ্লোমাটিস্ পলিটিস্ করেসপণ্ডেন্জ্।' এই পত্রিকাটি সোজাসুজি ঘোষণা করেছে ইউ. এস. এস. আর-এর খসড়া সংবিধানটি একটা ফাঁকা প্রতি-শ্রুতি, একটা ধাপ্পা, একটা 'পোটেমকিন গ্রাম।' নির্দ্বিধায় তা ঘোষণা করে যে ইউ. এস. এস. আর. কোনও রাষ্ট্র নয়, ইউ. এস. এস. আর. 'একটি কঠোরনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ধারণার কিছু বেশিও নয় বা কমও নয়' (সকলের হাস্যধ্বনি) এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানকে একটি প্রকৃত সংবিধান হিসেবে গণ্য করা যায় না।

এইসব তথাকথিত সমালোচকদের সম্বন্ধে কি বলা যায়?

তার একটা গল্পে রুশ লেখক শেচ্‌দ্রিন একটা মাথামোটা কর্তাব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ করেছিলেন। সে ছিল খুব সংকীর্ণমনা ও ভোঁতাবুদ্ধি, কিন্তু চূড়ান্ত

মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ও অত্যুৎসাহী। 'তার অধীনস্থ' এলাকায় এই আমলাটি সেখানকার হাজার হাজার অধিবাসীকে নিকেশ করে ও অনেক শহর পুড়িয়ে দিয়ে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' স্থাপনের পর নিজের চারপাশে তাকিয়ে দেখে এবং দূর দিগন্তে আমেরিকা নামক একটা অবশ্যই স্বল্পপরিচিত দেশকে হঠাৎ দেখতে পায় যেখানে তার মনে হল যে, এমন কিছু কিছু স্বাধীনতা বিদ্যমান যা মানুষকে খেপিয়ে তোলে এবং যেখানে রাষ্ট্রের প্রশাসন চলে এক ভিন্ন পদ্ধতিতে। আমলাটি আমেরিকাকে দেখতে পায় এবং ঘৃণায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বলে যে: ঐ দেশটা কিরকম, ওখানে ওটা গেল কিভাবে, কোন্ অধিকারে ওটা টিঁকে আছে? (হাস্যধ্বনি ও করতালি।) নিশ্চয়ই সেটা কয়েক শতাব্দী আগে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু, সেটা কি আবার বন্ধ করে দেওয়া যায় না যাতে তার ভূতটাও আর না থাকতে পারে? (সকলের হাসি।) তার পরে সে একটা ফতোয়া জারি করে যে 'আমেরিকাকে আবার বন্ধ করে দাও।' (সকলের হাস্যধ্বনি।)

আমার মনে হয় যে 'দয়েচ্ ডিপ্লোমাটিস্ পলিটিস্ করেসপণ্ডেন্জ্'-এর ভদ্রলোকেরা শেচদ্রিনের ঐ আমলাটি একেবারেই একগোত্রের। (হাস্যধ্বনি ও করতালি।) ইউ. এস. এস. আর. অনেকদিনই এইসব ভদ্রোলোকের চক্ষুশূল। উনিশ বছর ধরে ইউ. এস. এস. আর. এক আলোকস্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর কাছে মুক্তির আদর্শ প্রসারিত করছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের ক্রোধ জাগিয়ে তুলছে। আর এটা প্রমাণ হয়েছে যে ইউ. এস. এস. আর. কেবল যে আছেই তা নয়, সেই সঙ্গে তা বিকশিত ও বর্ধিতও হচ্ছে; শুধু বিকশিত ও বর্ধিতই হচ্ছে না উন্নতও হচ্ছে; এবং শুধু উন্নতই হচ্ছে না, এমনকি একটি নতুন সংবিধানের খসড়াও তৈরি করছে যে খসড়াটি নির্যাতিত শ্রেণীগুলোর মনকে নতুন আশায় আলোড়িত ও উৎসাহিত করেছে। (করতালি।) এইসব কিছুর পর জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্রটির ভদ্র-লোকেরা সঘৃণা ক্রুদ্ধ না হয়ে আর কি পারেন? এটা কি ধরনের দেশ এই বলে তারা গর্জন করেন: কোন্ অধিকারে এটা টিঁকে আছে? (সকলের হাসি।) আর এটা যদি ১৯১৭-র অক্টোবরে আবিষ্কৃতই হয় তবে কেন এটাকে এমনভাবে আবার বন্ধ করে দেওয়া যায় না যাতে এর ভূতটাও আর না থাকতে পারে? তারপরে তারা প্রস্তাব নেয়: ইউ. এস. এস. আর.-কে আবার বন্ধ করে দাও; প্রকাশ্যে ঘোষণা কর যে ইউ. এস. এস. আর. একটি রাষ্ট্র হিসেবে

নেই, ইউ. এস. এস. আর. একটি ভৌগোলিক ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়! (সকলের হাসি।)

আমেরিকাকে আবার বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম লিখতে গিয়ে শেচদ্রিনের আমলা ব্যক্তিটি তার সকল নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও কিছুটা বাস্তববুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছেন আরও একটা কথা বলে যে 'যাই হোক, মনে হয় যে সেটা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না।' (প্রচণ্ড হাস্যধ্বনি ও করতালি।) আমি জানি না যে জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্রের ভদ্রলোকদের এরকম সংশয় প্রকাশ করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি ঘটে আছে কিনা যে তারা আন্তরিকভাবে যখন কথা বলে তখন অবশ্যই কাগজে-কলমে এ-দেশ সে-দেশকে 'বন্ধ' করে দিতে পারে, কিন্তু 'সেটা তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না'…। (প্রচণ্ড হাস্যধ্বনি ও করতালি।)

ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানকে যে একটা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি, একটা 'পোটেমকিন গ্রাম' ইত্যাদি বলা হচ্ছে সে প্রসঙ্গে আমি কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত তথ্যের উল্লেখ করতে চাই যেগুলো নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।

১৯১৭ সালে ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণ বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি সোভিয়েত সরকার। এটা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, এটা একটা ঘটনা।

পুনশ্চ, সোভিয়েত সরকার জমিদারশ্রেণীকে উৎখাত করেছিল এবং কৃষকদের হাতে ইতোমধ্যেই যে জমির দখল ছিল তা ছাড়াও পুরানো জমিদার-দের সরকারের ও মঠের ১৫০,০০০,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমি কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এটা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, এটা একটা ঘটনা।

পুনশ্চ, সোভিয়েত সরকার পুঁজিপতিশ্রেণীকে নির্মূল করেছিল, তাদের ব্যাঙ্ক, কারখানা, রেলওয়ে এবং উৎপাদনের অন্যান্য হাতিয়ার ও উপকরণ কেড়ে নিয়েছিল, এগুলোকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিল এবং এইসব উদ্যোগের শীর্ষস্থানে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সেরা সদস্যদের বসিয়েছিল। এটা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, এটা একটা ঘটনা। (দীর্ঘ করতালি।)

পুনশ্চ, শিল্প ও কৃষিকে নতুন, সমাজতান্ত্রিক কর্মনীতির ভিত্তিতে একটি নতুন প্রযুক্তিগত বনিয়াদ দিয়ে সংগঠিত করে সোভিয়েত সরকার আজ এমন একটা অবস্থান অর্জন করেছে যেখানে ইউ. এস. এস. আর-এর কৃষিক্ষেত্রে

যুদ্ধপূর্ব কালে যা উৎপাদন হত তার চেয়ে আজ দেড়গুণ বেশি উৎপাদন হচ্ছে, শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধপূর্ব সময়ে যা উৎপাদন হত তার চেয়ে আজ সাতগুণ বেশি উৎপাদন হচ্ছে এবং যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় এখন জাতীয় আয় বেড়েছে চার গুণ। এসবই হল ঘটনা, কোনটাই প্রতিশ্রুতি নয়। (দীর্ঘ করতালি।)

পুনশ্চ, সোভিয়েত সরকার বেকারি নির্মূল করেছে, কাজের অধিকার, বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি প্রবর্তন করেছে, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য উন্নততর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এনে দিয়েছে এবং তার নাগরিকদের জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সর্বজনীন, প্রত্যক্ষ ও সমান ভোটাধিকারের প্রবর্তন সুনিশ্চিত করেছে। এসবই হল ঘটনা, কোনটাই প্রতিশ্রুতি নয়। (দীর্ঘ করতালি।)

সর্বোপরি ইউ. এস. এস. আর. একটি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছে যা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, বরং তা হল এইসব সাধারণভাবে পরিচিত ঘটনা-গুলোরই নিবন্ধভুক্তি ও আইনগত প্রকাশ, যেসব জিনিস ইতোমধ্যেই অর্জন করা ও জিতে নেওয়া হয়েছে সেগুলোরই নিবন্ধভুক্তি এবং আইনগত প্রকাশ।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে এইসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্রটির ভদ্রলোকদের 'পোটেমকিন গ্রাম' প্রসঙ্গে সমস্ত বক্তব্য কি তাদের তরফে ইউ. এস. এস. আর. সম্বন্ধে সত্যকে জনগণ থেকে গোপন করে রাখার, জনগণকে বিভ্রান্ত করার ও ঠকানোর প্রচেষ্টা ছাড়া ভিন্ন কিছু হতে পারে ?

এইগুলোই হল তথ্য। আর বলা হয়ে থাকে যে তথ্য হল এক দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার। জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্রের ভদ্রলোকেরা বলতে পারেন যে, 'তথ্যগুলোর জন্যই তো আরও খারাপ'। (হাস্যধ্বনি।) কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা তাদের সুবিদিত এই রুশ প্রবাদের ভাষায় উত্তর দিতে পারি এই বলে যে, 'নিয়ম বোকাদের জন্য নয়।' (হাস্যধ্বনি ও দীর্ঘ করতালি।)

সমালোচকদের তৃতীয় গোষ্ঠীটি খসড়া সংবিধানের কিছু কিছু সদ্‌গুণকে স্বীকৃতি দিতে পরাঙ্মুখ নয়; তারা মনে করেন যে এটা একটা ভাল ব্যাপার কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে তারা এ ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন যে এর নীতিগুলোর ভেতর একটা সংখ্যককে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা কারণ এ বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চিত যে এইসব নীতি সচরাচর অবাস্তব ও

এগুলো অবশ্যই ছেঁদো কথা হয়ে থাকবে। নরমভাবে বলা যায় যে এরা হল সংশয়চিত্ত। সব দেশেই এরকম সংশয়চিত্ত মানুষ দেখা যায়।

এটা অবশ্যই বলতে হবে যে আমরা এদের এই প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম না। ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা যখন ক্ষমতা দখল করল তখন এই সংশয়চিত্তরা বলল, বলশেভিকরা সম্ভবত খারাপ মানুষ নয়, কিন্তু তাদের সরকারের কাছ থেকে কিছুই মিলবে না; তারা ব্যর্থ হবে।' কিন্তু বাস্তবে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে বলশেভিকরা ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে বরং ঐ সংশয়চিত্তরাই।

গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের সময় এই সংশয়চিত্তদের দলটি বলেছিল: সোভিয়েত সরকার নিশ্চয়ই একটা খারাপ ব্যাপার নয়, কিন্তু সাহস করে বলছি যে দেনিকিন ও কোলচাক এবং সেই সঙ্গে বিদেশীরা শীর্ষস্থানে চলে আসবে। বাস্তবে কিন্তু প্রতিপন্ন হল যে সংশয়চিত্তরা এবারও তাদের গণনায় ভুল।

সোভিয়েত সরকার যখন প্রথম পাঁচসালা যোজনা প্রকাশ করল তখন সংশয়চিত্তরা আবার মঞ্চে চলে এল, বলল: পাঁচসালা যোজনা নিশ্চয়ই ভাল জিনিস, কিন্তু তা সম্ভব হওয়া খুবই কঠিন; বলশেভিকদের পাঁচসালা যোজনা সফল হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে সংশয়চিত্তদের কপাল আরেকবার খারাপ হল: পাচসালা যোজনার কাজ সারা হল চার বছরের মধ্যেই।

নতুন সংবিধানের খসড়া সম্বন্ধে এবং তার বিরুদ্ধে সংশয়চিত্তদের উত্থাপিত সমালোচনার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলতে হবে। খসড়াটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই এই সমালোচক-গোষ্ঠীটি সংবিধানের কয়েকটি নীতির ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে তাদের বিষণ্ণ অবিশ্বাসী ভাব ও সন্দেহ নিয়ে আবার মঞ্চে হাজির হল। এ ব্যাপারে সন্দেহ করার লেশমাত্র ভিত্তি নেই যে সংশয়চিত্তরা এখানেও ব্যর্থ হবে, আগে যেমন একাধিক ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে তেমন আজও ব্যর্থ হবে।

চতুর্থ সমালোচক-গোষ্ঠীটি নতুন সংবিধানের খসড়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর সময় তাকে 'ডানদিকে ঝোঁক' বলে, 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে বর্জন' বলে, 'বলশেভিক জমানা নিকেশ' বলে চিত্রিত করে থাকেন। বিভিন্ন কণ্ঠের কোরাস তুলে তারা ঘোষণা করে যে 'বলশেভিকরা যে ডানদিকে ঝুঁকেছে সেটা ঘটনা।' এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে উৎসাহী হল কিছু কিছু পোলিশ সংবাদপত্র আর সেই সঙ্গে কিছু মার্কিন সংবাদপত্রও।

এইসব তথাকথিত সমালোচকদের সম্বন্ধে কি বলা যায় ?

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিকে প্রসারিত করা এবং সেই একনায়কত্বকে রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজের আরও এক নমনীয় ও পরিণতিক্রমে আরও শক্তিশালী পরিচালন-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করাকে যদি তারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে আরও শক্তিশালী করা বলে ব্যাখ্যা না করে আরও দুর্বল করা অথবা এমনকি বরবাদ করা বলে ব্যাখ্যা করেন তাহলে এই প্রশ্নটি করাই ন্যায়সঙ্গত যে এই ভদ্রলোকেরা কি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থটা ঠিক জানেন ?

সমাজতন্ত্রের বিজয়গুলোকে আইনগত বাস্তব রূপ দেওয়া, শিল্পায়ন, যৌথীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণের সাফল্যগুলোকে আইনগত বাস্তব রূপ দেওয়াকে তারা যদি 'ডানদিকে ঝোঁক' বলে মনে করেন তাহলে এই প্রশ্ন করাই ন্যায়সঙ্গত যে এই ভদ্রলোকেরা কি বাম ও ডানের পার্থক্যটা সঠিক জানেন ? (সকলের হাস্যধ্বনি ও করতালি ।)

এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে খসড়া সংবিধানকে সমালোচনা করতে গিয়ে এই ভদ্রলোকেরা একেবারেই তাদের পথ হারিয়ে বসেছেন এবং পথ হারিয়ে ফেলে বামের সঙ্গে ডানকে গুলিয়ে ফেলছেন ।

এই প্রসঙ্গে গোগোলের 'মৃত আত্মার' কাহিনীর 'মেয়ে' পেলাগেয়ার কথা না মনে করে পারা যায় না । গোগোল লিখেছেন যে চিচিকভের কোচোয়ান সেলিফানকে পেলাগেয়া পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল ; কিন্তু রাস্তার বাঁ দিক থেকে ডান দিক কোন্‌টা না জানার দরুণ সে তার পথ হারিয়ে ফেলে এবং এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে । এটা অবশ্য-স্বীকার্য যে পোলিশ সংবাদপত্রগুলোয় আমাদের সমালোচকদের বুদ্ধির মান তাদের সমস্ত ভণিতা সত্ত্বেও ঐ 'মৃত আত্মারা' গল্পের 'মেয়ে' পেলাগেয়ার উর্ধ্বে খুব নয় । (করতালি ।) স্মরণ থাকলে দেখবেন যে বাঁয়ের সঙ্গে ডানকে গুলিয়ে ফেলার জন্য কোচোয়ান সেলিফান পেলাগেয়াকে তিরস্কার করা উচিত মনে করেছিল ও বলেছিল যে, 'ওরে নোংরাপেয়ে মেয়ে······কোন্‌টা ডান আর কোন্‌টা বাঁ চিনিস না ।' আমার মনে হয় যে আমাদের হতভাগ্য সমালোচকদের অনুরূপভাবেই তিরস্কার করা উচিত, 'হে মূর্খ সমালোচকগণ··· কোন্‌টা ডান আর কোন্‌টা বাঁ তা জানেন না ।' (দীর্ঘস্থায়ী করতালি ।)

পরিশেষে আরও একদল সমালোচক আছেন । উপরিলিখিত গোষ্ঠীটি যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বর্জন করার জন্য খসড়া সংবিধানকে

অভিযুক্ত করেন, সেখানে আবার এই গোষ্ঠীটি অভিযোগ করেন ইউ. এস. এস. আর-এর বর্তমান অবস্থানে কোনও পরিবর্তন না আনার জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অক্ষুন্ন রেখে দেওয়ার জন্য, রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাধীনতা না দেওয়ার জন্য এবং ইউ. এস. এস. আর-এ কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃস্থানকে বজায় রেখে দেওয়ার জন্য। আর এই সমালোচক-গোষ্ঠীটি বলে থাকেন যে ইউ. এস. এস. আর.-এ রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাধীনতার অনুপস্থিতি হল সেখানে গণতান্ত্রিকতার নীতিসমূহ লঙ্ঘিত হওয়ার চিহ্ন।

আমি অবশ্যই এ-কথা স্বীকার করছি যে নতুন সংবিধানের খসড়াটি ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃস্থানকে যেমন রক্ষা করে থাকে তেমনই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কর্তৃত্ব-ব্যবস্থাকেও সংরক্ষণ করে থাকে। (সোচ্চার করতালি।) মাননীয় সমালোচকেরা যদি একে খসড়া সংবিধানের একটি ত্রুটি বলে গণ্য করে থাকেন তাহলে তার জন্য কেবল দুঃখপ্রকাশ করা যেতে পারে। আমরা বলশেভিকরা একে খসড়া সংবিধানের একটি ভাল দিক বলেই গণ্য করে থাকি। (সোচ্চার করতালি।)

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর শরিক। একটি রাজনৈতিক দল হল একটি শ্রেণীর অংশবিশেষ, তার সবচেয়ে অগ্রসর অংশ। অনেকগুলো রাজনৈতিক দল এবং পরিণতিক্রমে সেই দলগুলোর স্বাধীনতা একমাত্র সেই সমাজেই থাকতে পারে যেখানে এমন সব বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণী থাকে যাদের স্বার্থগুলো পরস্পরের প্রতি শত্রুস্থানীয় ও সঙ্গতিবিহীন—যেখানে ধরা যাক পুঁজিপতি ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, কুলাক ও গরীব কৃষক ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিপতি, জমিদার, কুলাক ইত্যাদি শ্রেণীগুলো আর নেই। ইউ. এস. এস. আর-এ আছে মাত্র দুটি শ্রেণী, শ্রমিক ও কৃষক যাদের স্বার্থগুলো পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবের হওয়া তো দূরের কথা বরং মিত্রভাবাপন্ন। সুতরাং ইউ. এস. এস. আর.-এ অনেকগুলো দল থাকার ও পরিণতিক্রমে এইসব দলের স্বাধীনতা থাকার কোনও ভিত্তিই নেই। ইউ. এস. এস. আর-এ কেবল একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ভিত্তি আছে, তা হল কমিউনিস্ট পার্টি। ইউ. এস. এস. আর.-এ কেবল একটি দলই থাকতে পারে, তা হল কমিউনিস্ট পার্টি যে সাহসিকতার সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থগুলোকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে থাকে। আর তা যে এইসব শ্রেণীর স্বার্থকে আদৌ খারাপভাবে

রক্ষা করে না সে ব্যাপারে সন্দেহ সামান্যই থাকতে পারে। (সোচ্চার করতালি।)

তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু গণতন্ত্র কি? পুঁজিবাদী দেশগুলোয় যেখানে বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীগুলো রয়েছে সেখানে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র থাকে সবলদের জন্য, গণতন্ত্র থাকে সম্পত্তিবান সংখ্যালঘুদের জন্য। পক্ষান্তরে ইউ. এস. এস. আর-এ গণতন্ত্র হল শ্রমজীবী জনগণের জন্য গণতন্ত্র অর্থাৎ সকলের জন্যই গণতন্ত্র। আর এ থেকে বোঝা যায় যে গণতান্ত্রিকতার নীতিগুলো ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়ার হাতে লঙ্ঘিত হয় না, সেগুলো লঙ্ঘিত হয় বুর্জোয়া সংবিধানগুলোর হাতে। সেই কারণেই আমি মনে করি যে ইউ. এস. এস. আর.-এর সংবিধানই হল দুনিয়ার একমাত্র আদ্যন্ত গণতান্ত্রিক সংবিধান।

ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটির বুর্জোয়া সমালোচনাগুলোর প্রসঙ্গে এই হল অবস্থা।

৫। খসড়া সংবিধানের সংশোধনী ও সংযোজনীসমূহ[১৯]

খসড়া সংবিধানের ওপর দেশব্যাপী আলোচনার সময় নাগরিকেরা তার ওপর যেসব সংশোধনী ও সংযোজনীর প্রস্তাব এনেছে সেগুলোর আলোচনায় আসা যাক।

আপনারা জানেন যে খসড়া সংবিধানের ওপর দেশব্যাপী আলোচনার থেকে বেশ বড়সংখ্যক সংশোধনী ও সংযোজনী বেরিয়ে এসেছে। এইসবগুলোই সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধনীগুলো যেহেতু ভারি বিচিত্র ধরনের ও সেগুলো সব সমমূল্যেরও নয় তাই আমার মতে সেগুলোকে তিনটি পর্বে ভাগ করা উচিত।

প্রথম পর্বের সংশোধনীগুলোর বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই যে সেগুলো সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে না, বরং আলোচনা করে সেইসব প্রশ্ন নিয়ে যেগুলো ভবিষ্যতের আইনপ্রণয়নকারী সংস্থগুলোর চালু আইনপ্রণয়নমূলক কাজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। বীমাসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, যৌথজোতের উন্নয়নসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন শিল্প উন্নয়নসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, অর্থসংক্রান্ত প্রশ্ন—এইসব বিষয় নিয়েই এই সংশোধনীগুলো আলোচনা করেছে। স্পষ্টতই সেইসব সংশোধনীর রচয়িতারা সাংবিধানিক প্রশ্নগুলো ও চালু আইনপ্রণয়নমূলক প্রশ্ন-

গুলোর পার্থক্য সম্বন্ধে পরিষ্কার নন। সেই কারণেই তারা সংবিধানের ভেতর যত বেশি সম্ভব আইন পুরে দিতে সচেষ্ট ও এইভাবে সংবিধানকে একটা আইন-সংহিতার মত বস্তুতে রূপান্তর করতে উদ্যত। কিন্তু একটা সংবিধান কোনও আইনসংহিতা নয়। একটা সংবিধান হল বুনিয়াদি আইন, এবং কেবল বুনিয়াদি আইনই। ভবিষ্যতের আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর তরফে চালু আইনপ্রণয়ন-মূলক কাজ করাকে সংবিধান বারণ করে না বরং তা পূর্বাহ্নেই মেনে নেয়। একটি সংবিধান এইসব সংস্থার ভবিষ্যত আইনপ্রণয়নমূলক কাজের আইনগত বনিয়াদ যুগিয়ে থাকে। সুতরাং আমার মতে সংবিধানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতাবিহীন এই ধরনের সংযোজনী ও সংশোধনীগুলো দেশের ভবিষ্যত আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পর্বে রাখা উচিত সেইসব সংশোধনী ও সংযোজনীকে যেগুলো সংবিধানের ভেতর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের বিষয়গুলোকে অথবা সোভিয়েত সরকার যা যা এখনও অর্জন করেনি ও যা যা ভবিষ্যতে তাকে অর্জন করতে হবে সেইগুলোর সম্পর্কে ঘোষণাগুলোকে ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট। সমাজ-তন্ত্রের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের দীর্ঘ বছরগুলোয় পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ যেসব বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করেছে সংবিধানে সেগুলোকে বিবৃত করা; সোভিয়েত আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ একটি পূর্ণ কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণকে সংবিধানে নির্দিষ্ট করা—বিভিন্ন মাত্রায় এইসব বিষয় নিয়েই এই সংশোধনীগুলো আলোচনা করেছে। আমার মনে হয় যে এই ধরনের সংশোধনী ও সংযোজনীগুলোকেও এই কারণে সরিয়ে রাখা উচিত যে সংবিধানের সঙ্গে এগুলোর কোনও প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা নেই। যেসব সাফল্য ইতোমধ্যেই অর্জিত ও নিশ্চিত হয়েছে সংবিধান হল সেগুলোরই নিবন্ধভুক্তি ও আইনগত প্রকাশ। সংবিধানের বুনিয়াদি চরিত্রকে বিকৃত না করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই অতীতের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলো অথবা ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমজীবী জনগণের ভবিষ্যত সাফল্যগুলোর সম্পর্কে ঘোষণাগুলো দিয়ে সংবিধানকে ভরিয়ে তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা করার জন্য আমাদের অন্যান্য মাধ্যম ও অন্যান্য দলিল রয়েছে।

পরিশেষে, তৃতীয় পর্বে রাখতে হবে সেইসব সংশোধনী ও সংযোজনীকে যেগুলোর সঙ্গে খসড়া সংবিধানের প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা আছে।

এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত একটা বড়সংখ্যক সংশোধনী কেবল নিছক শব্দগত

ব্যাপার। সেই কারণে সেগুলোকে বর্তমান কংগ্রেসের খসড়া কমিশনের কাছে পাঠানো যেতে পারে যে কমিশনটিকে এই কংগ্রেস এরকম নির্দেশ দিয়ে গঠন করবে বলে মনে হয় যে তা নতুন সংবিধানের চূড়ান্ত বয়ানটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।

তৃতীয় পর্বভুক্ত বাদবাকি সংশোধনীগুলো সম্বন্ধে বলা যায় যে সেগুলোর আরও বেশি বিষয়গত গুরুত্ব বর্তমান এবং আমার মতে সেগুলো সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা উচিত।

(১) সর্বপ্রথমে খসড়া সংবিধানের ১নং ধারার ওপর সংশোধনীগুলো সম্বন্ধে। চারটি সংশোধনী রয়েছে। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন যে 'শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র' কথাটির বদলে আমাদের 'শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্র' কথাটি আনা উচিত। অন্যরা প্রস্তাব করেন যে 'শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র' কথাটির ভেতরে 'এবং শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের' কথাটি জুড়ে দিতে হবে। একটি তৃতীয় গোষ্ঠী প্রস্তাব করেন যে 'শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র' কথাটির বদলে 'ইউ. এস. এস. আর.-এর ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত জাতি (nationality) ও জাতিসত্তাসমূহের (race) রাষ্ট্র' কথাটি আনতে হবে। একটি চতুর্থ গোষ্ঠী প্রস্তাব করেন যে 'কৃষকদের' শব্দটির বদলে 'যৌথজোত কৃষকদের' বা 'সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের' কথাটি আনতে হবে।

এই সংশোধনীগুলোকে কি গ্রহণ করা উচিত? আমার মতে এগুলো গ্রহণীয় নয়।

খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় কি বলা আছে? সেখানে সোভিয়েত সমাজের শ্রেণীগঠনের কথা বলা আছে। আমরা মার্কসবাদীরা কি সংবিধানের ভেতর আমাদের সমাজের শ্রেণীগঠনের বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারি? না, আমরা তা পারি না। আমরা জানি যে সোভিয়েত সমাজ দুটি শ্রেণী নিয়ে গঠিত—শ্রমিক ও কৃষক। আর এই বিষয়েই খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় বলা হয়েছে। ফলত খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় আমাদের সমাজের শ্রেণীগঠনটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত আছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে: শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে কি বলা হবে? বুদ্ধিজীবীরা কখনই একটা শ্রেণী ছিল না এবং কখনই তারা একটা শ্রেণী হতে পারে না এটা একটি সামাজিক স্তর হিসেবে ছিল ও তা-ই আছে। এই স্তরটিতে সমাজের সকল শ্রেণী থেকেই সদস্যভুক্তি হয়। পুরানো আমলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের

সদস্যভুক্তি হত অভিজাত সম্প্রদায় থেকে, বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে, অংশত কৃষকদের থেকে এবং মাত্র খুব নগণ্য অংশেই শ্রমিকদের ভেতর থেকে। আমাদের আমলে, সোভিয়েত ব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সদস্যভুক্তি হয় প্রধানত শ্রমিক ও কৃষকদের সারি থেকে। কিন্তু যেখান থেকেই তার সদস্যভুক্তি হোক আর যে চরিত্রই তা বহন করুক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সব কিছু সত্ত্বেও একটি সামাজিক স্তর, তা কোনও শ্রেণী নয়।

এই পরিস্থিতি কি শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করে? আদৌ না! খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন স্তরের অধিকারগুলো নিয়ে আলোচনা করে না, আলোচনা করে সেই সমাজের শ্রেণীগঠনটি নিয়ে। শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকারসহ সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন স্তরের অধিকারগুলো খসড়া সংবিধানের ১০ম ও ১১শ অধ্যায়েই প্রধানত আলোচিত হয়েছে। এই দুই অধ্যায় থেকে এটা স্পষ্ট যে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বস্তরে শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরা পুরোপুরি সমান সব অধিকার ভোগ করে থাকে। ফলত, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকারগুলোয় হস্তক্ষেপের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ইউ. এস. এস. আর-এর অন্তর্ভুক্ত জাতি ও জাতিসত্তাগুলোর সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে হবে। খসড়া সংবিধানের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ইউ. এস. এস. আর. হল সমানাধিকারবিশিষ্ট জাতিসমূহের এক অবাধ সম্মেলন। খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা যেখানে সোভিয়েত সমাজের জাতিগত গঠন আলোচিত হয়নি, তার শ্রেণীগত গঠনই আলোচিত হয়েছে সেখানে কি এই সূত্রটির পুনরাবৃত্তি করা যথাযথ? স্পষ্টতই তা যথাযথ নয়। ইউ. এস. এস. আর-এর অন্তর্ভুক্ত জাতি ও জাতিসত্তাগুলোর অধিকার সম্বন্ধে খসড়া সংবিধানের ২য়, ১০ম ও ১১শ অধ্যায়ে আলোচনা আছে। এইসব অধ্যায় থেকে স্পষ্ট যে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতি ও জাতিসত্তাগুলো সে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। ফলত, জাতিগত অধিকারসমূহের ওপর হস্তক্ষেপের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'কৃষক' শব্দটির পরিবর্তে 'যৌথজোত-কৃষক' বা 'সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রের শ্রমজীবী' শব্দগুলো বসানোও ভুল। প্রথমত, যৌথজোত-কৃষকরা ছাড়াও

কৃষকসমাজের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি যৌথজোত বহির্ভূত কৃষক-পরিবার এখনও আছে। তাদের সম্বন্ধে কি করা হবে? এই সংশোধনীর রচয়িতারা কি তাদেরকে খাতা দিতে মুছে ফেলতে চান? সেটা করা বোকামি হবে। দ্বিতীয়ত কৃষকদের অধিকাংশই যে যৌথ আবাদ সুরু করেছে তার অর্থ এই নয় যে তারা আর কৃষক নেই, তাদের নিজেদের আর ব্যক্তিস্বত্বমূলক অর্থনীতি, তাদের নিজেদের পরিবার ইত্যাদি নেই। তৃতীয়ত, সেক্ষেত্রে তাহলে 'শ্রমিক' শব্দটির বদলে আমাদের 'সমাজতান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্রের শ্রমজীবী' শব্দগুলো আনতে হবে যেটা কিন্তু সংশোধনীর রচয়িতারা যে-কোনও কারণেই হোক প্রস্তাব করেন না। সর্বোপরি আমাদের দেশ থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী কি ইতোমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? আর যদি তারা নিশ্চিহ্নই না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অভিধান থেকে তাদের প্রতিষ্ঠিত নামগুলো বাদ দেওয়া যথাযথ? স্পষ্টতই সংশোধনীটির রচয়িতাদের মনে যেটা আছে তা বর্তমান সমাজ নয়, তাদের মনে আছে ভবিষ্যত সমাজের কথা যেখানে শ্রেণীগুলো আর থাকবে না এবং তখন শ্রমিক ও কৃষকেরা একটি সমস্বত্ব সাম্যবাদী সমাজের শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হবে। ফলত, তারা নিশ্চিতই তড়িঘড়ি আগে বাড়ছেন। কিন্তু একটি সংবিধান রচনার সময় ভবিষ্যৎ থেকে এগোনো চলবে না, এগোতে হবে অবশ্যই বর্তমান থেকে, যা ইতোমধ্যেই রয়েছে তার থেকে। একটি সংবিধানের নিশ্চয়ই তড়িঘড়ি আগে বাড়া চলবে না, সেটা উচিতও নয়।

(২) এরপর আছে খসড়া সংবিধানের ১৭নং ধারার ওপর একটি সংশোধনী। সংশোধনীটি প্রস্তাব করেছে যে সংবিধান থেকে ১৭ নং ধারাটিকে আমাদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া উচিত যেখানে ইউ. এস. এস. আর. থেকে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলোকে (Union Republic) অবাধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া আছে। আমি মনে করি যে এই প্রস্তাবটি ভুল এবং সেই কারণে কংগ্রেসে তা গৃহীত হওয়া উচিত নয়। ইউ. এস. এস. আর. হল সমানাধিকার-বিশিষ্ট অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর একটি স্বেচ্ছাভিত্তিক সমবায় ইউ. এস. এস. আর. থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর অবাধে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার-সম্বলিত ধারাটিকে সংবিধান থেকে বাদ দেওয়াটা হবে এই সমবায়ের স্বেচ্ছাভিত্তিকতার প্রকৃতিকেই লঙ্ঘন করা। এই পদক্ষেপকে কি আমরা সমর্থন করতে পারি? আমার মনে হয় যে আমরা তা পারি না এবং সেটা করা উচিতও নয়। বলা হয়ে থাকে যে

ইউ. এস. এস. আর.-এ এমন একটি প্রজাতন্ত্রও নেই যে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে আর সেই কারণে ১৭ নং ধারাটির কোনও ব্যবহারিক গুরুত্বই নেই। এটা অবশ্য সত্য যে ইউ. এস. এস. আর.-এ এমন একটিও প্রজাতন্ত্র নেই যে এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে। কিন্তু এর অর্থ আদপেই এই নয় যে ইউ. এস. এস. আর. থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর অবাধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারকে আমরা সংবিধানে নির্দিষ্ট করব না। ইউ. এস. এস আর.-এ এমন একটিও অঙ্গপ্রজাতন্ত্র নেই যে অন্য অঙ্গপ্রজাতন্ত্রকে অধীনস্থ করে রাখতে চাইবে। কিন্তু তার অর্থ আদপেই এই নয় যে ইউ. এস. এস. আর.-এর সংবিধান থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর সমানাধিকারসংক্রান্ত ধারাটি আমাদের বাদ দেওয়া উচিত।

(৩) তারপরে একটা প্রস্তাব আছে এইরকম যে খসড়া সংবিধানের ২য় অধ্যায়ে আমাদের একটি নতুন ধারা এই মর্মে সংযোজন করতে হবে যে: অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যথোচিত মানে পৌঁছানোর পর স্বয়ংশাসিত সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকগুলোকে ইউনিয়ন সোভিয়েত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের স্থানে উন্নীত করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবটি কি গ্রহণযোগ্য? আমার মনে হয় যে এটা গ্রহণীয় নয়। এটা একটা ভুল প্রস্তাব। এটা যে ভুল তা শুধু এর বিষয়বস্তুর জন্য নয়, সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব যে শর্ত আরোপ করে থাকে তারও জন্য বটে। কোনও বিশেষ প্রজাতন্ত্রকে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের (Autonomous Republic) তালিকা থেকে বাদ দেওয়াব ভিত্তি হিসেবে তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পরতাব ওপর যতটা জোর দেওয়া যায়, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলোকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের পর্যায়ে স্থানান্তর করার ভিত্তি হিসেবে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপক্কতার ওপর তার চেয়ে কিছু বেশি জোর দেওয়া যায় না। এরকম করাটা কোনও মার্কসবাদী, কোনও লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হবে না। উদাহরণস্বরূপ, তাতার প্রজাতন্ত্র একটি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে আছে, ওদিকে কাজাখ প্রজাতন্ত্রকে একটা অঙ্গপ্রজাতন্ত্র হতে হবে; কিন্তু এর অর্থ এরকম নয় যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের দিক্ থেকে কাজাখ প্রজাতন্ত্র তাতার প্রজাতন্ত্রের চেয়ে আরও ওপরের একটি স্তরে রয়েছে। একেবারে উল্টোটাই হল ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ, এই একই কথা বলা যেতে পারে ভোল্‌গা জার্মান স্বয়ংশাসিত ও কিরঘিজ অঙ্গপ্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে। এদের প্রথমটি পরেরটির চাইতে উচ্চতর সাংস্কৃতিক ও

অর্থনৈতিক স্তরে রয়েছে যদিও প্রথমটি একটি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবেই রয়েছে।

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলোকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের স্তরে স্থানান্তরের ভিত্তি কি কি?

এরকম তিনটি ভিত্তি আছে।

প্রথমত, সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রটিকে অবশ্যই একটি সীমান্তবর্তী প্রজাতন্ত্র হতে হবে, তার চারদিক ইউ. এস. এস আর.-এর ভৌগোলিক এলাকা দিয়ে ঘেরা হওয়া চলবে না। কেন? কারণ ইউ. এস. এস. আর. থেকে যেহেতু অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার আছে তাই অঙ্গপ্রজাতন্ত্রে পরিণত হলে একটি প্রজাতন্ত্রের অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবিকভাবে এমন অবস্থান থাকা চাই যাতে তা ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নটি তুলতে পারে। আর এই প্রশ্নটি তুলতে পারে একমাত্র সেই প্রজাতন্ত্রই যা, উদাহরণস্বরূপ, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এবং ফলত চারদিকে ইউ. এস. এস. আর.-এর এলাকা দিয়ে ঘেরা নয়। অবশ্য আমাদের প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে কোনটাই বাস্তবে ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু যেহেতু অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর জন্য ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত আছে তাই এমন ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার যাতে এই অধিকারটি অর্থহীন চোথা কাগজে পরিণত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাশ্‌কির প্রজাতন্ত্র বা তাতার প্রজাতন্ত্রের কথা ধরা যাক। অনুমান করা যাক যে এই স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র দুটো অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের পর্যায়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। তারা কি যুক্তি-সঙ্গত ও বাস্তবিকভাবে ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি তুলতে পারে? না, তারা সেটা পারে না। কেন? এই কারণে যে তারা চারদিক থেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং অঞ্চলসমূহ দিয়ে ঘেরা আর ঠিকমত বলতে কি তারা তো ইউ. এস. এস. আর. থেকে বেরিয়ে গেলে কোথাও যেতেই পারবে না। (হাস্যধ্বনি ও করতালি।) সুতরাং এই ধরনের প্রজাতন্ত্রগুলোকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের পর্যায়ে স্থানান্তর করা ভুল হবে।

দ্বিতীয়ত, যে জাতিটি কোনও অঙ্গপ্রজাতন্ত্রকে তার নিজের নামটি দিচ্ছে তাকে সেই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অবশ্যই মোটামুটি সুসংহত একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিমীয় স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের কথা ধরা যাক।

এটা একটি সীমান্তবর্তী প্রজাতন্ত্র, কিন্তু ক্রিমীয় তাতাররা এই প্রজাতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়; বরং তারা হল সংখ্যালঘু। ফলত, ক্রিমীয় প্রজাতন্ত্রকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের স্তরে স্থানান্তর করা ভুল হবে।

তৃতীয়ত, প্রজাতন্ত্রটির জনসংখ্যা খুব কম হওয়া চলবে না। ধরা যেতে পারে যে তার জনসংখ্যা কমপক্ষে হতে হবে দশ লক্ষের বেশি। কেন? কারণ এটা ধারণা করা ভুল হবে যে একটি অতি ক্ষুদ্র জনসংখ্যা ও একটি ক্ষুদ্র সেনা-বাহিনীবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার আশা করতে পারে। এতে খুব সামান্যই সন্দেহ থাকতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী শিকারী জন্তুরা শীঘ্রই তার ওপর হাত বাড়াবে।

আমি মনে করি যে এই তিনটি বস্তুগত ভিত্তি যতক্ষণ না থাকছে ততক্ষণ এই বর্তমান ঐতিহাসিক মুহূর্তে কোনও বিশেষ স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রকে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের পর্যায়ে স্থানান্তর করার প্রশ্নটি উত্থাপন করা ভুল হবে।

(৪) এর পর প্রস্তাব এসেছে ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ নং ধারাগুলো থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোকে এলাকা (territory) ও অঞ্চলের (region) মধ্যে প্রশাসনিক এলাকাগত বিভাজনের বিস্তৃত বিবরণটি বাদ দেওয়া হোক। আমি মনে করি যে এই প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য নয়। ইউ. এস. এস. আর.-এ এমন সব লোক আছে যারা এলাকা ও অঞ্চলগুলোকে অক্লান্তভাবে নতুন করে ভাগ করে চলতে এবং এইভাবে আমাদের কাজে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে সবদাই প্রস্তুত ও আগ্রহী। খসড়া সংবিধানটি এইসব লোকের ওপর একটা বাধা আরোপ করে। আর এটা খুবই ভাল কারণ অন্য সব কিছুর মত এখানেও আমাদের দরকার একটা নিশ্চয়তার পরিবেশ, আমাদের দরকার সুস্থিতি ও স্পষ্টতা।

(৫) পঞ্চম সংশোধনীটি ৩৩ নং ধারা সম্পর্কিত। আইনসভার দুটি কক্ষ[২০] তৈরি করাকে অবিচক্ষণ কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রস্তাব এসেছে জাতি-পুঞ্জের সোভিয়েতটিকে হটিয়ে দেওয়া হোক। আমি মনে করি যে এই সংশোধনীটিও ভুল। ইউ. এস. এস. আর. যদি একজাতিক রাষ্ট্র হত তাহলে দ্বিকক্ষ ব্যবস্থার থেকে এককক্ষ ব্যবস্থাই শ্রেয় হত। কিন্তু ইউ. এস এস. আর তো একজাতিক রাষ্ট্র নয়। আমরা জানি যে ইউ. এস. এস. আর. হল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। আমাদের একটি সর্বোচ্চ সংস্থা আছে যেখানে জাতিনির্বিশেষে ইউ. এস. এস. আর-এর সমস্ত শ্রমজীবী

মানুষের সাধারণ স্বার্থগুলোর প্রতিফলন হয়। এটা হল ইউনিয়নের সোভিয়েত। কিন্তু সাধারণ স্বার্থগুলো ছাড়াও ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিগুলোর নিজস্ব একান্ত, বিশেষ সব স্বার্থ আছে যেগুলো তাদের বিশেষ জাতিগত প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। এই বিশেষ স্বার্থগুলোকে কি অবহেলা করা চলে? না, তা করা যায় না। ঠিক এই বিশেষ স্বার্থগুলোরই প্রতিফলনের জন্য একটি বিশেষ সর্বোচ্চ সংস্থা কি আমাদের দরকার? প্রশ্নাতীতভাবেই তা আমাদের দরকার। এতে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে এরকম একটি সংস্থা ছাড়া ইউ. এস. এস. আর-এর মত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রকে শাসন করা অসম্ভব হবে। এই ধরনের সংস্থাই হল দ্বিতীয় কক্ষ, ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত।

এখানে ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর সংসদীয় ইতিহাসের প্রসঙ্গ[২১] টানা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে এসব দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থা কেবল নেতিবাচক ফলই এনে দিয়েছে—সচরাচর দ্বিতীয় কক্ষটি হয়ে দাঁড়ায় প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র ও প্রগতির প্রতিবন্ধক। এসবই সত্য। কিন্তু এর কারণ হল এই ঘটনা যে ঐসব দেশে দুটি কক্ষের মধ্যে সমতা নেই। আমরা জানি যে দ্বিতীয় কক্ষকে প্রথম কক্ষের চেয়ে প্রায়শই বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তদুপরি দ্বিতীয় কক্ষটি গড়ে ওঠে অগণতান্ত্রিকভাবে, এর সদস্যদের প্রায়শই নিয়োগ করা হয় ওপর মহল থেকে। এই ত্রুটিগুলোকে নিঃসন্দেহে মুছে ফেলা যায় যদি দুই কক্ষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় ও যদি দ্বিতীয় কক্ষকে প্রথম কক্ষেরই মত গণতান্ত্রিকভাবে গঠন করা যায়।

(৬) পুনশ্চ, খসড়া সংবিধানের একটি সংযোজনী প্রস্তাব এসেছে এই মর্মে যে উভয় কক্ষের সদস্যসংখ্যা সমান হোক। আমার মনে হয় যে এই প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করা যায়। আমার মতে এই প্রস্তাবটির নিশ্চিত রাজনৈতিক সুবিধা আছে কারণ তা কক্ষদ্বয়ের সমতার ওপর জোর দেয়।

(৭) এরপর খসড়া সংবিধানের একটি সংযোজনী এসেছে এই প্রস্তাব করে যে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতের সদস্যদেরকে ইউনিয়নের সোভিয়েতের সদস্যদেরই মত প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করা হোক। আমি মনে করি যে এই প্রস্তাবটিকেও গ্রহণ করা যায়। এটা সত্য যে নির্বাচনের সময় এর ফলে কতকগুলো প্রয়োগগত অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অন্য দিকে

আবার এর ফলে কতকগুলো রাজনৈতিক সুবিধাও হবে কারণ এতে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতের মর্যাদা বেড়ে যাবে।

(৮) তারপর আসছে ৪০ নং ধারা সম্পর্কে একটি সংযোজনী। সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামকে সাময়িক আইন তৈরির অধিকার দেওয়া হোক। আমি মনে করি যে এই সংযোজনীটি ভুল এবং কংগ্রেসের এটা গ্রহণ করা উচিত নয়। একটি নয়, বরং অনেকগুলো সংস্থাই আইন তৈরি করে—এরকম একটা পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর সময় আমাদের এসেছে। এরকম একটি পরিস্থিতি আইনগুলো সুস্থিত হওয়া উচিত এই নীতির বিরুদ্ধে যায়। আর যে-কোনও সময়ের চাইতে এখন আমাদের আইনের সুস্থিতির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ইউ. এস. এস. আর.-এ আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা একটিমাত্র সংস্থার মাধ্যমেই প্রযুক্ত হতে হবে—সেটা হল ইউ. এস. এস. আর.-এর সুপ্রীম সোভিয়েত।

(৯) পুনশ্চ, খসড়া সংবিধানের ৪৮ নং ধারায় একটি সংযোজনীর প্রস্তাব আছে। সেখানে দাবি তোলা হয়েছে যে ইউ. এস. এস. আর-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিকে ইউ. এস. এস. আর-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা নির্বাচিত করলে চলবে না, তাকে নির্বাচিত করতে হবে দেশের সমগ্র জনগণের দ্বারা। আমি মনে করি যে এই সংযোজনীটি ভুল কারণ তা আমাদের সংবিধানের আদর্শের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী ইউ. এস. এস. আর-এ সুপ্রীম সোভিয়েতের সমগোত্র সমগ্র জনগণ দ্বারা নির্বাচিত কোনও একক রাষ্ট্রপতি থাকা চলবে না যিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাতে পারেন। ইউ. এস. এস. আর.-এর রাষ্ট্রপতি হলেন একটি যৌথমণ্ডলী, তা হল সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম যার ভেতরে থাকেন সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি। এই প্রেসিডিয়াম সমগ্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়, নির্বাচিত হয় সুপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা এবং সেই সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছেই তা দায়িত্বশীল। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ সংস্থাগুলোর এই ধরনের একটি কাঠামোই সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক এবং অবাঞ্ছিত সব আকস্মিকতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে তা সক্ষম।

(১০) এরপর আসে ৪৮ নং ধারার ওপর আরেকটি সংশোধনী। সেখানে বলা হয়েছে : ইউ. এস. এস. আর.-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের

সহ-সভাপতিদের সংখ্যা বাড়িয়ে এগার করা হোক এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রজাতন্ত্র থেকে একজন করে নেওয়া হোক। আমার মনে হয় যে এই সংশোধনীটি গ্রহণযোগ্য কারণ এটা একটা উন্নতিসূচক ব্যাপার হবে এবং ইউ. এস. এস. আর.-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের মর্যাদা প্রসারিতই করবে।

(১১) এরপর আছে ৭৭ নং ধারার ওপর একটি সংশোধনী। সেখানে দাবি তোলা হয়েছে যে একটি নতুন সারা-ইউনিয়ন গণকমিশারিয়াট— প্রতিরক্ষা শিল্পের গণকমিশারিয়াট গঠন করতে হবে। আমি মনে করি যে এই সংশোধনীটিও অনুরূপ গ্রহণযোগ্য (করতালি), কারণ আমাদের প্রতিরক্ষা শিল্পকে পৃথক করার ও তার জন্য একটি গণকমিশারিয়াট তৈরি করার সময় এসেছে। আমার মনে হয় যে এরদ্বারা আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নতই হবে।

(১২) তারপরে আসে খসড়া সংবিধানের ১২৪ নং ধারার ওপর একটি সংশোধনী যেখানে দাবি করা হয়েছে যে ধর্মীয় আচরণ নিষিদ্ধ করার জন্য ঐ ধারাটির পরিবর্তন করা হোক। আমি মনে করি যে এই সংশোধনীটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত কারণ তা আমাদের সংবিধানের আদর্শের বিরুদ্ধে যায়।

(১৩) সর্বোপরি আরেকটি সংশোধনী আছে যা মোটামুটি বৈষয়িক প্রকৃতির। আমি খসড়া সংবিধানের ১৩৫ নং ধারার ওপর সংশোধনীটির উল্লেখ করছি। এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে যাজকদের, প্রাক্তন শ্বেতরক্ষীদের, সমস্ত প্রাক্তন ধনীদের এবং সামাজিক উপযোগহীন পেশায় যুক্ত নয় এমন সকলকে ভোটাধিকার থেকে খারিজ করা হোক বা অন্তত এই স্তরের লোক-গুলোর ভোটাধিকারকে এইভাবে সংকুচিত করা হোক যে তারা নির্বাচিত করতে পারবে কিন্তু নির্বাচিত হতে পারবে না। আমি মনে করি যে এই সংশোধনীটিও অনুরূপভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত। সোভিয়েত সরকার যে অ-শ্রমজীবী ও শোষণকারী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তা সর্বকালের জন্য নয়। সাময়িককালের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত। একটা সময় ছিল যখন এই লোকগুলো জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে ও সোভিয়েত আইনগুলোকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়েছে। সোভিয়েত আইন যে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তা সেই প্রতিরোধের উত্তরেই সোভিয়েত সরকারের জবাবস্বরূপ। তারপর থেকে বেশ কিছুটা সময়

কেটে গেছে। এই সময়কালের মধ্যে আমরা শোষণকারী শ্রেণীগুলোকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছি এবং সোভিয়েত সরকার একটি অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই আইনটি পরিমার্জন করার সময় কি আমাদের আসে নি? আমার মনে হয় যে তা এসেছে। বলা হয় যে এটা বিপজ্জনক কারণ এর ফলে সোভিয়েত সরকারের শত্রু-শক্তিরা, অনেক পুরানো শ্বেতরক্ষী, কুলাক, পুরোহিত ইত্যাদি দেশের সর্বোচ্চ শাসক সংস্থাগুলোর ভেতর চুপিসারে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু এতে ভয়ের কি আছে? নেকড়েকে ভয় পেলে জঙ্গল থেকে দূরে থাকুন। (হাস্যধ্বনি ও সোচ্চার করতালি।) প্রথমত, পুরানো কুলাক, শ্বেতরক্ষী ও পুরোহিতদের সবাই সোভিয়েত সরকারের শত্রু নয়। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও অঞ্চলের মানুষ যদি শত্রুস্থানীয়দের নির্বাচিতই করে তবে সেটা এইটাই দেখিয়ে দেবে যে আমাদের প্রচারকার্য খুব খারাপভাবে সংগঠিত, আর সেক্ষেত্রে এই লাঞ্ছনা আমাদের পুরোপুরিই প্রাপ্য। কিন্তু আমাদের প্রচারকার্যকে যদি একটা বলশেভিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করি তাহলে জনগণ সর্বোচ্চ শাসক সংস্থাগুলোতে শত্রুস্থানীয় লোকদের ঢুকে পড়তে দেবে না। এর অর্থ এই যে ঘ্যানঘ্যানানি না করে আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে (সোচ্চার করতালি), আমাদের কাজ করতে হবে এবং সব কিছু আমাদের সামনে সরকারী আদেশের মাধ্যমে একেবারে হাতে-গড়া তৈরি অবস্থায় না-পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা চলবে না। সেই সুদূর ১৯১৯ সালে লেনিন বলেছিলেন যে সেদিন আর খুব দূরে নেই যখন সোভিয়েত সরকার কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করবে। অনুগ্রহ করে নজর করবেন 'কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই' কথাটা। তিনি এটা বলেছিলেন এমন এক সময়ে যখন বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপকে তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি সামলিয়ে ওঠা যায়নি এবং যখন আমাদের শিল্প ও কৃষির অবস্থা ছিল সাংঘাতিক সঙিন। তারপর থেকে সতের বছর কেটে গেছে। কমরেডস্, লেনিনের নির্দেশকে কার্যকরী করার সময় কি আমাদের আসেনি? আমার মনে হয় তা এসেছে।

১৯১৯ সালে লেনিন তার 'রুশ কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচী'-তে এই কথাগুলো বলেছিলেন। আমি তা পড়বার অনুমতি চাইছি।

> 'ক্ষণিক ঐতিহাসিক প্রয়োজনগুলোর একটি ভুল সাধারণীকরণকে এড়ানোর জন্য রুশ কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক

সাধারণের কাছে এ-কথা অবশ্যই ব্যাখ্যা করে বলতে হবে যে বেশির ভাগ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যেমনটি হয়েছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে নাগরিকদের একটি অংশের ভোটাধিকারবিহীনতা তেমনভাবে সারা জীবনের জন্য ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত একটি নির্দিষ্ট স্তরের নাগরিকদের স্পর্শ করে না, পক্ষান্তরে তা প্রযোজ্য হয় একমাত্র শোষকদের ক্ষেত্রে, একমাত্র সেইসব লোকের ক্ষেত্রে যারা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বুনিয়াদি আইনগুলোকে লঙ্ঘন করে শোষক হিসেবে তাদের অবস্থানকে রক্ষা করার কাজে, পুঁজিবাদী সম্পর্কধারাকে সংরক্ষণ করার কাজে নিয়ত নিরত থাকে। পরিণতিক্রমে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে একদিকে সমাজতন্ত্রের প্রাত্যহিক শক্তিবৃদ্ধি ও সেইসব লোকদের সংখ্যাহ্রাস যাদের শোষক হিসেবে টিঁকে থাকার বা পুঁজিবাদী সম্পর্কধারাকে টিকিয়ে রাখার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে—এই দুটি ব্যাপার আপনা থেকেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের শতকরা হার কমিয়ে দেয়। রাশিয়াতে বর্তমান মুহূর্তে এরকম লোকের শতকরা হার বড় জোর দুই বা তিনের মত। অপর দিকে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান ও উৎসাদকদের উৎসাদন প্রক্রিয়ার সমাধা কতকগুলো নির্দিষ্ট পরিবেশে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যেখানে সর্বহারার রাষ্ট্রশক্তি শোষকদের প্রতিরোধকে দমনের জন্য অন্যান্য উপায় বেছে নেবে এবং কোনও-রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করবে।' (লেনিন, রচনাসমগ্র, রুশ সং, ২৮শ খণ্ড, পৃঃ ৯৪।)

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে বলে মনে হয়।

ইউ. এস. এস. আর-এর খসড়া সংবিধানের সংশোধনী ও সংযোজনীগুলো সম্বন্ধে এই হল অবস্থা।

৬। ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের তাৎপর্য

প্রায় পাঁচ মাসব্যাপী দেশজোড়া আলোচনার ফলাফলের বিচারে মনে করা যেতে পারে যে খসড়া সংবিধানটি বর্তমান কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত হবে। (সোচ্চার করতালি এবং আনন্দধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ায়।)

অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পাবে এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান যা পূর্ণ বিকশিত সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার নীতিসমূহের ওপর

ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে। এটা হবে এক ঐতিহাসিক দলিল যা সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে, প্রায় সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণের আদলে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের ঘটনাগুলো নিয়ে, পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির ঘটনাগুলো নিয়ে, ইউ. এস. এস. আর-এ সম্পূর্ণ ও আদ্যন্ত অবিচল গণতন্ত্রের বিজয়লাভের ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করে।

এটা হবে এমন এক দলিল যা এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ লক্ষ সৎ মানুষ যার স্বপ্ন দেখে এসেছে ও আজও স্বপ্ন দেখে চলছে তা ইউ. এস. এস. আর-এ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। (সোচ্চার করতালি।)

এটা হবে এমন এক দলিল যা এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে ইউ. এস. এস. আর-এ যেটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা অন্যান্য দেশেও বাস্তবায়িত করা পুরোপুরি সম্ভব। (সোচ্চার করতালি।)

কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায় যে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানটির আন্তর্জাতিক তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করা আদৌ সম্ভব নয়।

আজ যখন ফ্যাসিবাদের পঙ্কিল তরঙ্গ শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে নোংরা করে তুলছে এবং সভ্য দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা সব মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কর্দমাক্ত করে তুলছে তখন সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে অজেয় ঘোষণা করে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। (করতালি।) আজ যারা ফ্যাসিবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাদের সকলকেই ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধান নৈতিক সাহায্য ও বাস্তব সমর্থন যোগাবে।

ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের কাছে তার নতুন সংবিধানের গুরুত্ব আরও অনেক বেশি। পুঁজিবাদী দেশগুলোর জনগণের কাছে ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানের গুরুত্ব যেখানে একটি কার্যক্রমসূচী হিসেবে, সেখানে ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের কাছে তার গুরুত্ব রয়েছে তাদের সংগ্রামের সারবস্তু হিসেবে, মানবমুক্তির লড়াইয়ে তাদের অর্জিত বিজয়ের সারবস্তু হিসেবে। সংগ্রাম ও কৃচ্ছ্র তার পথ পরিক্রমার পর আমাদের এই সংবিধান-টিকে লাভ করা আনন্দ ও খুশির ব্যাপার যা আমাদের অর্জিত বিজয়সমূহের ফলকে বিবৃত করে। আমাদের জনগণ কিসের জন্য লড়াই করেছে এবং

কিভাবে তারা এই বিশ্বজোড়া ঐতিহাসিক গুরুত্ববিশিষ্ট বিজয় অর্জন করেছে তা জানতে পারা আনন্দ ও খুশির ব্যাপার। এটা জানা আনন্দ ও খুশির ব্যাপার যে আমাদের জনগণের যে প্রচুর রক্ত ঝরেছে তা বৃথা যায়নি, তা ফলপ্রসূ হয়েছে। (দীর্ঘ করতালি।) এই সংবিধান আমাদের শ্রমিকশ্রেণী, আমাদের কৃষকসমাজ, আমাদের শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আত্মিকভাবে সশস্ত্র করে। তাদেরকে তা আগুয়ান হতে অনুপ্রাণিত করে ও এক বৈধ গৌরবের ভাব তাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। তা আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আস্থাভাবকে বাড়িয়ে তোলে এবং সাম্যবাদের নতুন নতুন বিজয় অর্জনের জন্য নতুন সংগ্রামের উদ্দেশে আমাদের সংঘবদ্ধ করে। (তুমুল আনন্দধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ায়। সভাকক্ষের চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে: 'কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন।' সকলে উঠে দাঁড়িয়ে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত গায় ও তারপর আবার আনন্দধ্বনি শোনা যায়। চারদিকে আওয়াজ শোনা যায়: 'আমাদের নেতা কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন, হুর্‌রে।')

প্রাভদা

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৬

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে প্রতিবেদন ও বিতর্কের জবাবে ভাষণ

৩রা-৫ই মার্চ, ১৯৩৭

পার্টির কাজের ত্রুটিসমূহ এবং ট্রট্স্কিপন্থী ও অন্যান্য দ্বৈতচারীদের নির্মূল করার ব্যবস্থাবলী

কমরেডস্, প্রতিবেদনগুলো থেকে এবং এই প্লেনামের এইসব প্রতিবেদনের ওপর শোনা বিতর্ক থেকে এটা নিশ্চিত যে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথমত, বিদেশী চরদের ধ্বংসাত্মক, বিপথে চালনাকারী ও গুপ্তচরসুলভ কার্যকলাপ যার মধ্যে ট্রট্স্কিপন্থীদের একটা বেশ সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তা আমাদের অর্থনৈতিক, প্রসাশনিক ও পার্টিগত মোটামুটি সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সংগঠনকেই স্পর্শ করেছে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী চরেরা—তাদের মধ্যে আছে ট্রট্স্কিপন্থীরা—আমাদের নীচের তলার সংগঠনগুলোর ভেতরেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে বেশ কিছু দায়িত্বশীল জায়গাতেও অনুপ্রবেশ করেছে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রে ও জেলাগুলোয় আমাদের কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেড এইসব ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে কেবল ব্যর্থ হননি, সেই সঙ্গে তারা এত অমনোযোগী, আত্মসন্তুষ্ট ও নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন যে প্রায়শই তারা নিজেরাই বিদেশী শক্তিবর্গের চরদের দায়িত্বশীল জায়গায় পদোন্নত হতে সাহায্য করেছেন।

প্রতিবেদনগুলো থেকে ও এইসব প্রতিবেদনের ওপর বিতর্ক থেকে এই ধরনের তিনটি অকাট্য তথ্য স্বভাবতই বেরিয়ে আসে।

১। রাজনৈতিক অমনোযোগিতা

সমস্ত ধরনের পার্টি-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী ঝোঁকের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডরা যে এই ব্যাপারটিতে এত নির্বোধ ও অন্ধ হয়ে থাকলেন যে তারা জনগণের শত্রুদের আসল চেহারা দেখতে পারলেন না, ভেড়ার চামড়ামোড়া নেকড়েগুলোকে চিনতে পারলেন না, তাদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারলেন না এই ঘটনাটিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব ?

এটা কি বলা যেতে পারে যে ইউ. এস. এস. আর.-এর ভূখণ্ডে সক্রিয় বিদেশী শক্তিবর্গের দালালদের ধ্বংসাত্মক, বিপথগামী ও গুপ্তচর কার্যকলাপ আমাদের পক্ষে কিছু অপ্রত্যাশিত বা অভূতপূর্ব ? না, তা বলা যায় না। এটা দেখা গেছে গত দশ বছরে শাখ্‌তির সময়[২২] থেকে সুরু করে জাতীয় অর্থনীতির নানান শাখায় ধ্বংসাত্মক কাজকর্মগুলোয়—সেসব কাজের কথা সরকারী দলিলপত্রে নিবন্ধভুক্ত আছে। এটা কি বলা যেতে পারে যে বিগত সময়পর্বে ট্রট্‌স্কিপন্থী-জিনোভিয়েভপন্থী ফ্যাসিবাদী দালালদের ধ্বংসাত্মক, গুপ্তচর-সুলভ বা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনও সতর্কতাজ্ঞাপক ইঙ্গিত বা সতর্কচিহ্ন ছিল না ? না, তা বলা যেতে পারে না। আমরা সেরকম ইঙ্গিত পেয়েছিলাম আর সেসব ভুলে যাওয়ার কোনও অধিকার বলশেভিকদের নেই।

কমরেড কিরভের জঘন্য হত্যাকাণ্ড ছিল সেই প্রথম গুরুতর ইঙ্গিত যা দেখিয়ে দিয়েছিল যে জনগণের শত্রুরা দ্বৈতচারিতার আশ্রয় নেবে এবং দ্বৈত-চারিতায় এই আশ্রয়গ্রহণ তাদেরকে বলশেভিক হিসেবে, পার্টিসদস্য হিসেবে একটা ছদ্মরূপ এনে দেবে যাতে তারা সঙ্গোপনে আমাদের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে আমাদের সংগঠনগুলোয় অনুপ্রবেশ করতে পারে।

'লেনিনগ্রাদ কেন্দ্রের বিচার এবং 'জিনোভিয়েভ-কামেনেভ' বিচারও কমরেড কিরভের জঘন্য হত্যাকাণ্ড থেকে যে শিক্ষা পাওয়া গেছিল তার নতুন ভিত্তি যুগিয়েছিল।

আগের বিচারগুলো থেকে লব্ধ শিক্ষাকে প্রসারিত করেছিল 'জিনোভিয়েভ-পন্থী-ট্রট্‌স্কিপন্থী জোটের বিচার এবং তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে জিনোভিয়েভপন্থীরা ও ট্রট্‌স্কিপন্থীরা নিজেদের চারপাশে সমস্ত শত্রুভাবাপন্ন বুর্জোয়া শক্তিগুলোকে একজোট করেছিল, যে তারা জার্মান গোপন পুলিশ বাহিনীর একটি গুপ্তচরসুলভ, বিপথে-চালনাকারী ও সন্ত্রাসবাদী চরচক্রে পরিণত হয়েছিল, যে একমাত্র দ্বৈতচারিতা ও প্রতারণার মাধ্যমেই জিনোভিয়েভপন্থীরা

ও ট্রট্‌স্কিপন্থীরা আমাদের সংগঠনের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে পারে; যে এইসব অনুপ্রবেশকে বন্ধ করার, জিনোভিয়েভপন্থী-ট্রট্‌স্কিপন্থী দলকে নির্মূল করার নিশ্চিততম উপায় হল সতর্কতা ও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি।

কমরেড কিরভের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের ওপর ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৫-এর গোপন চিঠিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক আত্মসন্তুষ্টি ও উদাসীন অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই গোপন চিঠিতে বলা হয়েছিল:

'আমরা যত শক্তিমান হয়ে উঠছি আমাদের শত্রুরা ততই আরও পোষ্য, আরও অনপকারী হয়ে পড়ছে এইরকম ভ্রান্ত ধারণা থেকে সঞ্জাত সুবিধাবাদী আত্মসন্তুষ্টির ভাবকে আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এরকম ধারণা আদ্যন্ত ভুল। এটা সেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিরই প্রতিধ্বনি যা সবাইকে আশ্বস্ত করে এই বলে যে শত্রুরাও চুপিসারে সমাজতন্ত্রে এসে যাবে, শেষ পর্যন্ত তারাও হবে সত্যকারের সমাজতন্ত্রী। বলশেভিকরা তাদের বিজয়মর্যাদার ওপর চুপ করে বসে থাকতে ও অমনোযোগী হয়ে যেতে পারে না। আমরা আত্মসন্তুষ্টির ভাব চাই না, চাই সতর্ক পাহারা, সত্যকারের বলশেভিক, বৈপ্লবিক সতর্ক পাহারা। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শত্রুপক্ষের অবস্থা যত বেশি নিরাশ হয়ে উঠবে ততই তারা আরও উদ্‌গ্রীবভাবে সেই চরম সব পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরবে যেগুলো হল সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা দণ্ডপ্রাপ্ত তাদের একমাত্র পদ্ধতি। এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।'

ট্রট্‌স্কিপন্থী-জিনোভিয়েভপন্থী জোটের গুপ্তচর-সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার ২৯শে জুলাই, ১৯৩৬-এর গোপন চিঠিতে পার্টি সংগঠনগুলোকে চূড়ান্ত সতর্কতা প্রদর্শনের জন্য, জনগণের শত্রুরা যত ভালভাবেই ছদ্মবেশ ধরুক না কেন তাদেরকে চিনে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ গোপন চিঠিতে বলা হয়েছিল:

'এটা যখন এবার প্রমাণ হয়েছে যে ট্রট্‌স্কিপন্থী-জিনোভিয়েভপন্থী দানবেরা সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে আমাদের দেশের মেহনতি মানুষের সবচেয়ে সাংঘাতিক ও কট্টর শত্রুদের—গুপ্তচর,

উস্কানিদাতা, বিপথে-চালনাকারী, শ্বেতরক্ষী, কুলাক ইত্যাদিকে একজোট করছে, যখন এইসব শক্তি এবং ট্রট্স্কিপন্থী ও জিনোভিয়েভপন্থীদের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য-রেখা মুছে গেছে, তখন আমাদের সমস্ত পার্টি সংগঠন ও পার্টির সকল সদস্যকে এ-কথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এবং সকল পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের সতর্ক পাহারায় থাকা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক বলশেভিকের অপরিহার্য গুণটি অবশ্যই হল পার্টির শত্রু যত ভালভাবেই নিজেকে ছদ্মবেশ পরাক না কেন তাকে চিনে নেওয়ার যোগ্যতা।'

সুতরাং ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্ন ছিল।

এইসব ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্ন কি চেয়েছিল?

তা চেয়েছিল পার্টির সাংগঠনিক কাজ থেকে দুর্বলতা দূরীকরণ এবং পার্টিকে এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে রূপান্তরসাধন যেখানে একজন দ্বৈতচারীও অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

তা আমাদের কাছ থেকে চেয়েছিল এই যে আমরা যেন পার্টির রাজনৈতিক কাজকে আর ছোট করে না দেখি এবং এই কাজকে চূড়ান্ত জোরদার করার দিকে, রাজনৈতিক সতর্কতাকে জোরদার করার দিকে একটা দৃঢ় মোড় নিই।

কিন্তু কি ঘটল? তথ্যাদি থেকে এটাই দেখা যায় যে আমাদের কমরেডরা এইসব ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্নের প্রতি খুবই ধীরে ধীরে সাড়া দিয়েছেন।

এটা খুব প্রকটভাবে দেখা গেছে সেইসব পরিচিত তথ্যগুলো থেকে যা পার্টি দলিলগুলোর পরীক্ষা ও বিনিময়ের অভিযান থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এই ঘটনাটিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে এই ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্নগুলো প্রয়োজনীয় সাড়া পায়নি?

এই ঘটনাটিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, অসংখ্য সতর্কতাজ্ঞাপক ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্ন সত্ত্বেও আমাদের পার্টি কমরেডরা জনগণের শত্রুদের ধ্বংসাত্মক, গুপ্তচরমূলক ও বিপথে-চালনাকারী কাজকর্মের সামনে রাজনৈতিকভাবে দূরদৃষ্টিহীন বলে প্রতিপন্ন হলেন? তাহলে কি আমাদের পার্টি কমরেডরা খারাপ হয়ে গিয়েছিলেন, তারা আরও কম শ্রেণীসচেতন ও আরও কম শৃঙ্খলা-পরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন? না, নিশ্চয়ই তা নয়।

তবে কি তারা অধঃপতিত হতে সুরু করেছিলেন? তা-ও নিশ্চয়ই নয়। এরকম ধারণা করার কোনও ভিত্তিই নেই।

তবে ব্যাপারটা কি? কোত্থেকে এই অমনোযোগিতা, অযত্ন, আত্ম-সন্তুষ্টি, অন্ধতা এল?

ব্যাপার হল এই যে অর্থনৈতিক অভিযানের দ্বারা এবং অর্থনৈতিক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট সব সাফল্যের দ্বারা আমাদের কমরেডরা ভেসে গেছিলেন এবং এমন কতকগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে গেছিলেন যেগুলো ভুলে যাওয়ার কোনও অধিকার বলশেভিকদের নেই। ইউ. এস. এস. আর.-এর আন্তর্জাতিক অবস্থানের মূল তথ্যটাই তারা ভুলে গেছিলেন এবং দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নজর করতে তারা ভুলে গেছিলেন যে দুটো ঘটনার প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে আজকের ধ্বংসকারী, গুপ্তচর, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্ত-ঘাতকদের সঙ্গে যারা নিজেদেরকে পার্টি-সদস্যপদের আড়ালে লুকিয়ে রাখছে ও বলশেভিক বলে নিজেদের একটা ছদ্ম রূপ দিচ্ছে।

২। ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী

আমাদের পার্টি কমরেডরা যেসব তথ্যকে ভুলে গেছিলেন বা স্রেফ নজর করতেই ব্যর্থ হয়েছিলেন সেগুলো কি কি?

তারা এটা ভুলে গেছিলেন যে সোভিয়েত শক্তি দুনিয়ার কেবল এক-ষষ্ঠাংশে জয়ী হয়েছে, দুনিয়ার বাদবাকি পাঁচ-ষষ্ঠাংশ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোরই করায়ত্ত। তারা ভুলে গেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলো দিয়ে পরিবেষ্টিত। আমাদের ভেতর ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী নিয়ে বক্‌বক্ করাটা স্বীকৃত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীটা যে কি ধরনের জিনিস তা ভালমত ভাবতে লোকে চায় না। ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী কোনও ফাঁকা কথা নয়, তা খুব বাস্তব ও নিরানন্দপূর্ণ ব্যাপার। ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর অর্থ হল সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে একটি দেশ আছে যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সে ছাড়াও আরও অনেক দেশ আছে যেগুলো বুর্জোয়া দেশ, যেগুলো ধনতান্ত্রিক জীবনধারাকে অব্যাহত-ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে এবং যেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার, তাকে ধ্বংস করার বা অন্তত তার শক্তিকে লাঘব করার ও তাকে দুর্বল করার সুযোগের অপেক্ষায় তাকে ঘিরে রেখেছে।

এই প্রধান ঘটনাটাই আমাদের কমরেডরা ভুলে গেছেন। কিন্তু ঠিক এই ঘটনাটাই ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের ভিত্তিকে নির্দেশিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর কথা ধরুন। সরল নির্বোধ লোকেরা ভাবতে পারে যে একই ধরনের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যেমন থাকে তেমন এদেরও মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক থাকে। কিন্তু কেবল সরল নির্বোধেরাই এরকম ভাবতে পারে। বস্তুতপক্ষে এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক আদৌ প্রতিবেশীসুলভ থাকে না। দুইয়ে দুইয়ে যেমন চার হয় ঠিক তেমন নিশ্চিতভাবে এটা প্রমাণ হয়েছে যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো একে অন্যের রাষ্ট্রে গুপ্তচর, ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারীদের এবং মাঝেমাঝে গুপ্তঘাতকদেরও পাঠিয়ে থাকে, তাদেরকে এইসব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগগুলোর ভেতর অনুপ্রবেশ করতে শেখায়, নিজেদের দালালগোষ্ঠী তৈরি করে ও 'প্রয়োজনবোধে' সেই রাষ্ট্রগুলোর পশ্চাদ্‌-ভূমিতে ভাঙন ধরায় যাতে তাদের দুর্বল করে দেওয়া যায় এবং শক্তিহীন করা যায়। এই হল এখনকার ব্যাপার। অতীতেও এই ছিল ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম নেপোলিয়নের সময়কার ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর কথা ধরা যাক। সে-সময় রুশ, জার্মান, অস্ট্রীয় ও ইংরাজদের পক্ষ থেকে প্রেরিত গুপ্তচর ও বিপথে-চালনা-কারীদের প্রাবল্যে ফ্রান্স থিক্‌থিক্‌ করছিল। অপর দিকে ইংল্যাণ্ড, জার্মান রাষ্ট্রসমূহ, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পেছনেও ফরাসী তরফ থেকে আসা কিছু কম গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারী ছিল না। ইংরাজ চরেরা নেপোলিয়নের জীবনের ওপর দু বার আক্রমণ হেনেছিল এবং কয়েকবারই তারা নেপোলিয়ন সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে ভিন্দির কৃষকদের খেপিয়ে তুলেছিল। আর এই নেপোলিয়ন সরকারটি কিরকম ছিল? সেটা ছিল এক বুর্জোয়া সরকার যা ফরাসী বিপ্লবের শ্বাসরোধ করেছিল এবং বিপ্লবের শুধু সেইসব ফলকেই টিঁকিয়ে রেখেছিল যেগুলো বৃহৎ বুর্জোয়াদের পক্ষে সুবিধাজনক। বলা বাহুল্য যে নেপোলিয়ন সরকার তার প্রতিবেশীদের কাছে ঋণী থেকে যায়নি এবং তা-ও নানান বিপথে-চালনাকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এই ছিল অতীতের—১৩০ বছর আগেকার ঘটনা। প্রথম নেপোলিয়নের ১৩০ বছর পরে আজও এই ঘটনা। আজ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড জার্মান গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারীদের ভিড়ে আক্রান্ত এবং অপরদিকে ইঙ্গফরাসী গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারীরা জার্মানীতে ব্যস্ত; আমেরিকা জাপানী গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারীদের প্রাবল্যে

প্লাবিত, আর জাপান মার্কিন গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারীদের প্রাবল্যে প্লাবিত।

বুর্জোয়া দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বিধান হল এইরকম।

প্রশ্ন ওঠে এই যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজেদের ধরনের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর প্রতি যেমন আচরণ করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি কেন তার থেকে আরও নরমভাবে এবং প্রতিবেশীসুলভ মিত্রভাবে আচরণ করবে? তাদের নিজেদের স্বজন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোয় তারা যে সংখ্যক গুপ্তচর, ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্তঘাতকদের পাঠিয়ে থাকে তার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও কমসংখ্যক এই ধরনের লোক কেন পাঠাবে? কেন আপনারা এরকম ভাববেন? মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এরকম ধারণা করাই কি বেশি সঠিক নয় যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো আরেকটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রে যা পাঠায় তার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই বা তিনগুণ বেশি সংখ্যায় ধ্বংসকারী, গুপ্তচর, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্ত-ঘাতকদের পাঠাবে?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে যতদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী আছে ততদিন পর্যন্তই বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর দালালদের দ্বারা আমাদের কাছে প্রেরিত ধ্বংসকারী, গুপ্তচর, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্তঘাতকেরা আমাদের ভেতর থাকবে?

আমাদের পার্টি কমরেডরা এসব ভুলে গেছেন এবং এসব ভুলে গেছেন বলেই অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে গেছেন।

এই কারণেই জাপ-জার্মান গোপন-পুলিশবাহিনীর ট্রট্স্কিপন্থী দালালদের গুপ্তচরবৃত্তি ও বিপথে-চালনাকারী কাজকর্ম আমাদের কিছু কিছু কমরেডের কাছে বেশ অপ্রত্যাশিত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

৩। আজকের ট্রট্স্কিবাদ

পুনশ্চ, ট্রট্স্কিপন্থী চরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আমাদের পার্টি কমরেডরা এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ও এই তথ্যটিকে উপেক্ষা করেছিলেন যে ট্রট্স্কিবাদ আগে যা ছিল, ধরুন সাত-আট বছর আগে যা ছিল এখনকার ট্রট্স্কিবাদ তা আর নেই এবং এই সময়পর্বের মধ্যে ট্রট্স্কিবাদ ও ট্রট্স্কিপন্থীরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এসেছে যা

ট্রট্স্কিবাদের চেহারাটা আমূল পাল্টে দিয়েছে আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও সেই লড়াইয়ের পদ্ধতিগুলোকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের পার্টি কমরেডরা এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ট্রট্স্কিবাদ আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে নেই এবং সাত-আট বছর আগে তা যেমন ছিল অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সেই একটি রাজনৈতিক প্রবণতা থেকে ট্রট্স্কিবাদ আজ বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর গোয়েন্দা দপ্তরের নির্দেশে সক্রিয় ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকদের এক বর্বর ও নীতিহীন দলে পরিণত হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা কি জিনিস? শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হল এমন একটি গোষ্ঠী বা একটি দল যার একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপ, একটি মঞ্চ, একটি কর্মসূচী আছে, যা শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে গোপন রাখতে পারে না ও রাখে না বরং শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে খোলাখুলি ও সৎভাবে প্রচার করে, যা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার রাজনৈতিক রূপকে তুলে ধরতে ভীত নয়, যা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রদর্শনে ভীত নয় বরং যা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে খোলা মুখ নিয়ে যায় যাতে তাদেরকে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিকতা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বোঝানো যায়। অতীতে, সাত-আট বছর আগে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ট্রট্স্কিবাদ ছিল এমনই একটি রাজনৈতিক প্রবণতা। এটা সত্য যে তা একটি লেনিনবাদ-বিরোধী প্রবণতা এবং সেই কারণেই অত্যন্ত ভ্রান্ত প্রবণতা তবু তা একটি রাজনৈতিক প্রবণতা বটে।

এটা কি বলা যেতে পারে যে আজকের ট্রট্স্কিবাদ, ধরা যাক ১৯৩৬ সালের ট্রট্স্কিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা? না, তা বলা যায় না। কেন? তার কারণ এই যে আজকের ট্রট্স্কিপন্থীরা শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে নিজেদের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে ভয় পায়, তার কাছে তারা তাদের সত্যকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং শ্রমিক-শ্রেণীর কাছ থেকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বরূপকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে এই ভয়ে যে শ্রমিকশ্রেণী যদি তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে ফেলে তবে তা শত্রুস্থানীয় মানুষ বলে তাদের শাপ দেবে এবং দূরে হটিয়ে দেবে। বস্তুত এটাই ব্যাখ্যা করে যে ট্রট্স্কিপন্থী কার্যকলাপের মুখ্য পদ্ধতিগুলো কেন আজ

আর শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তার দৃষ্টিভঙ্গীর খোলাখুলি ও সৎ প্রকাশ নয়; বরং মুখ্য পদ্ধতি হল তার দৃষ্টিভঙ্গীগুলোকে ছদ্ম আবরণ দেওয়া, তার বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই অত্যধিক গদ্‌গদ ও তোষামুদে প্রশংসা করা, তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে কপট ও ভণ্ডভাবে পঙ্কিল করে তোলা।

১৯৩৬ সালের বিচারের সময় আপনাদের মনে থাকলে খেয়াল করবেন যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা অস্বীকার করেছিল যে তাদের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ আছে। বিচারসভায় নিজেদের রাজনৈতিক মঞ্চকে প্রকাশ্যে তুলে ধরার সমস্ত সুযোগ তারা পেয়েছিল। কিন্তু তারা সেটা করেনি এই ঘোষণা করে যে তাদের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নেই। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে তারা যখন বলছে যে তাদের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নেই তখন সেটা মিথ্যাই বলছে। এখন একজন অন্ধও দেখতে পারছে যে তাদের একটা রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল। কিন্তু কেন তারা এ-কথা অস্বীকার করেছিল যে তাদের একটা রাজনৈতিক মঞ্চ আছে? কারণ তারা তাদের সত্যকারের রাজনৈতিক চেহারা দেখাতে ভয় পেয়েছিল, ইউ. এস. এস. আর.-এ পুঁজিবাদ পুনরুত্থানের যে সত্যকারের মঞ্চটি তাদের ছিল তা দেখাতে তারা ভয় পেয়েছিল, তারা ভয় পেয়েছিল কারণ ওরকম একটা মঞ্চ শ্রমিকশ্রেণীর সারির মধ্যে বিরূপ মনোভাবের উদ্রেক করবে।

১৯৩৭ সালের বিচারে পিয়াতাকভ, রাদেক ও সোকোলনিকভ একটা ভিন্ন লাইন নিয়েছিল। তারা এটা অস্বীকার করেনি যে ট্রট্স্কিপন্থী ও জিনোভিয়েভপন্থীদের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল। তারা স্বীকার করেছিল যে তাদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মঞ্চ আছে, তারা তা স্বীকার করেছিল ও তাদের সাক্ষ্যে সেটা উদ্ঘাটন করেছিল। কিন্তু তারা সেটা উদ্ঘাটন করেছিল শ্রমিকশ্রেণীকে ডাক দিতে নয়, জনগণকে ডাক দিতে নয়, ট্রট্স্কিপন্থী মঞ্চকে সমর্থন করতে নয়, পক্ষান্তরে সেটাকে জনবিরোধী ও সর্বহারাবিরোধী একটি মঞ্চ হিসেবে গাল দিতে ও চিহ্নিত করতে। পুঁজিবাদের পুনরুত্থান, যৌথজোত ও রাষ্ট্রজোতের বিলুপ্তিসাধন, শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার পুনরুত্থান, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরও কাছে নিয়ে আসার জন্য জার্মানী ও জাপানের ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া, যুদ্ধের সপক্ষে ও শান্তির নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, সোভিয়েত ইউনিয়নের খণ্ডীকরণ যাতে ইউক্রেনকে জার্মানীদের হাতে সমর্পণ করা যায় এবং

উপকূলবর্তী অঞ্চলকে জাপানীদের হাতে সমর্পণ করা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর তার শত্রুরাষ্ট্ররা আক্রমণ করলে তার সামরিক পরাজয়ের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ এবং এইসব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উপায় হিসেবে ধ্বংসাত্মক কাজ, বিপথে-চালনামূলক কাজ, সোভিয়েত সরকারের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসমূলক কাজ, জাপ-জার্মান ফ্যাসিবাদী বাহিনীর তরফে গুপ্তচরবৃত্তি—এইরকমই ছিল আজকের দিনের ট্রট্স্কিবাদের রাজনৈতিক মঞ্চ যা পিয়াতাকভ, রাদেক ও সোকোলনিকভের হাতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। স্বভাবতই ট্রট্স্কিপন্থীরা এরকম একটা মঞ্চকে জনগণের কাছ থেকে, শ্রমিক-শ্রেণীর কাছ থেকে না লুকিয়ে পারেনি। আর তারা এটা কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর কাছ থেকেই আড়াল করেনি, আড়াল করেছে সাধারণ সারির ট্রট্স্কিপন্থীদের কাছ থেকেও, এবং সাধারণ সারির ট্রট্স্কিপন্থীদের কাছ থেকেই শুধু নয়, এমনকি ত্রিশ-চল্লিশ জনের ছোট্ট একটি চক্রবিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ট্রট্স্কিপন্থী-গোষ্ঠীর কাছ থেকেও আড়াল করেছিল। রাদেক ও পিয়াতাকভ যখন ট্রট্স্কির কাছ থেকে ত্রিশ-চল্লিশজন ট্রট্স্কিপন্থীর একটা ছোট্ট সম্মেলন আহ্বানের অনুমতি চেয়েছিল তাদেরকে এই মঞ্চের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে তখন ট্রট্স্কি তাদের বারণ করেছিল এই ভিত্তিতে যে একটা ছোট্ট ট্রট্স্কিপন্থী-চক্রকেও এই মঞ্চের সত্যকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে যাওয়া ক্ষতিকর কারণ এরকম একটা 'অপারেশন' ফাটল ধরাতে পারে।

শুধু শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকেই নয়, ট্রট্স্কিপন্থীদের সাধারণ সারির কাছ থেকেও, এবং ট্রট্স্কিপন্থীদের সাধারণ সারির কাছ থেকেই শুধু নয়, এমনকি নেতৃস্থানীয় ট্রট্স্কিপন্থী-গোষ্ঠীর কাছ থেকেও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ও নিজেদের মঞ্চকে লুকিয়ে রাখতে নিরত 'রাজনৈতিক ব্যক্তিবৃন্দ'—এই হল আজকের ট্রট্স্কিবাদের চেহারা।

কিন্তু এ থেকে দাঁড়ায় এই যে আজকের দিনের ট্রট্স্কিবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরকার একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে আর আখ্যা দেওয়া যায় না।

আজকের ট্রট্স্কিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরকার একটি রাজনৈতিক প্রবণতা নয়, তা হল নীতিহীন ও আদর্শহীন একটি দল, ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী গোয়েন্দাবিভাগীয় চর, গুপ্তচর, গুপ্তঘাতকদের একটা দল, বিদেশী রাষ্ট্রদের গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর বেতনভুক শ্রমিকশ্রেণীর কট্টর শত্রুদের একটা দল।

বিগত সাত-আট বছরে ট্রট্স্কিবাদের বিবর্তনের এই হল অকাট্য ফল।

অতীতের ট্রট্স্কিবাদ ও আজকের ট্রট্স্কিবাদের এইরকমই হল পার্থক্য।

আমাদের পার্টি কমরেডরা যে ভুলটা করেছেন তা হল এই যে তারা অতীতের ট্রট্স্কিবাদ ও আজকের ট্রট্স্কিবাদের মধ্যেকার এই গভীর পার্থক্যটি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে ট্রট্স্কিপন্থীরা অনেক দিনই আর আদর্শনিষ্ঠ মানুষ নেই, ট্রট্স্কিপন্থীরা অনেক দিনই পরিণত হয়েছে এমন রাজপথের দস্যুতে যারা কেবল সোভিয়েত সরকারের ও সোভিয়েত শক্তির ক্ষতিসাধন করতে পারলে যে-কোনও জঘন্য কাজই করতে সক্ষম, গুপ্তচরবৃত্তি থেকে স্বরু করে নিজেদের দেশের প্রতি একেবারে বেইমানি করা পর্যন্ত সমস্ত কিছু বিরক্তিকর নোংরামো করতে সক্ষম। তারা এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেইজন্যই একটা নতুন পদ্ধতিতে আরও দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ট্রট্স্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সময়মত নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম হয়েছেন।

সেই কারণেই বিগত কয়েক বছর যাবৎ ট্রট্স্কিপন্থীদের জঘন্য কাজকর্মটা আমাদের কোনও কোনও পার্টি কমরেডের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে।

আরও বলা যায় যে আমাদের পার্টি কমরেডরা সর্বোপরি এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে শাখ্তির ঘটনার সময়কার ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারী-দের সঙ্গে আজকের দিনের ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে আর এই শেষোক্তদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের ট্রট্স্কিপন্থী দালালেরা বেশ একটা সক্রিয় ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকে।

প্রথমত, শাখ্তি ও শিল্প-পার্টি ধ্বংসকারীরা ছিল এমন মানুষ যারা আমাদের কাছে প্রকাশ্যেই বিরোধী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছিল প্রাক্তন কারখানা-মালিক, পুরানো মালিকদের প্রাক্তন ম্যানেজার, যৌথ-মূলধনী কোম্পানীগুলোর প্রাক্তন অংশীদার অথবা স্রেফ পুরানো বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ যারা সবাই রাজনীতিগতভাবে আমাদের খোলাখুলি শত্রুস্থানীয় ছিল। এইসব ভদ্রলোকের প্রকৃত রাজনৈতিক চেহারা সম্বন্ধে আমাদের জনগণের মধ্যে কারুরই কোনও সন্দেহ ছিল না। আর শাখ্তি ধ্বংসকারীরা নিজেরা সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অপছন্দকে গোপন করে রাখেনি। আজকের দিনের ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারীদের সম্বন্ধে, ট্রট্স্কিপন্থীদের সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলা যেতে পারে না। আজকের দিনের ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারী ট্রট্স্কি-

পন্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার্টির সদস্যপত্রের অধিকারী পার্টিরই লোক এবং ফলত এইসব লোক আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বিরোধী নয়। পুরানো ধ্বংসকারীরা আমাদের জনগণের বিরোধিতা করত, কিন্তু নতুন ধ্বংসকারীরা আমাদের জনগণের তোষামোদ করে, তাদেরকে প্রশংসা করে, চুপিসারে তাদের আস্থাভাজন হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের হীন মোহাসেবি করে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পার্থক্যটা একটা গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, শাখ্‌তি এবং শিল্প-পার্টি ধ্বংসকারীদের শক্তি ছিল এইখানে যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞানটা মোটামুটি তাদের আয়ত্ত ছিল আর আমাদের লোকেদের আয়ত্তে যেহেতু ওরকম জ্ঞান ছিল না তাই তারা ওদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই পরিস্থিতিটা শাখ্‌তির সময়কার ধ্বংসকারীদের একটা সুবিধাজনক অবস্থান দিয়েছিল যা তাদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম স্বাধীন ও অবাধভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম করেছিল, সক্ষম করেছিল আমাদের জনগণকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে ঠকাতে। আজকের দিনের ধ্বংসকারীদের, ট্রটস্কিবাদী-দের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম নয়। আজকের দিনের ধ্বংসকারীরা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের জনগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। বরং আমাদের জনগণই আজকের দিনের ধ্বংসকারীদের, ট্রট্‌স্কিবাদীদের চাইতে প্রযুক্তিগত-ভাবে আরও ভাল প্রশিক্ষিত। শাখ্‌তির ঘটনা থেকে অদ্যাবধি সময়কালে আমাদের মধ্যে হাজার হাজার খাঁটি, প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ বলশেভিক ক্যাডার গড়ে উঠেছেন। এমন হাজার হাজার প্রযুক্তিগত দিক থেকে শিক্ষিত বল-শেভিক নেতাদের উল্লেখ করা যায় যাদের তুলনায় পিয়াতাকভ ও লিভ্‌শিৎজ্‌, শেস্তভ ও বোগুস্লাভস্কি, মুরালভ ও দ্রোব্‌নিসের মত লোক হল ফাঁপা বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তি এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের দিক থেকে নিছক নবিশ। ব্যাপারটা যদি এইরকমই হয় তবে আজকের দিনের ধ্বংসকারীদের, ট্রট্‌স্কিবাদীদের শক্তি কোথায় নিহিত? তাদের শক্তি নিহিত পার্টির সদস্যপত্রে, পার্টির সদস্যপত্রের অধিকারে। তাদের শক্তি নিহিত এই ঘটনায় পার্টি-সদস্যপত্র তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত করে তুলতে সক্ষম করে এবং আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে তাদের প্রবেশের সুযোগ দেয়। তাদের সুবিধা নিহিত সেইখানে অর্থাৎ একটা পার্টি-সদস্যপত্র অধিকার করে এবং সোভিয়েত শক্তির বন্ধু হওয়ার ভাণ করে তারা আমাদের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ঠকিয়েছে, জনগণের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে, তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম অলক্ষ্যে চালিয়ে গেছে

এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুদের কাছে আমাদের রাষ্ট্রের গোপন সব ব্যাপার উদ্ঘাটন করে দিয়েছে এই 'সুবিধা'টির রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্য সংশয়মূলক, কিন্তু তবু তা একটা 'সুবিধা'ই বটে। এই 'সুবিধা'ই ব্যাখ্যা করে দেয় যে একটা পার্টি-সদস্যপত্রের অধিকারী, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন-গুলোর সকল স্থানে প্রবেশের সুযোগলাভকারী ট্রট্স্কিপন্থী ধ্বংসকারীরা কেন বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর গোয়েন্দা বিভাগদের কাছে একটা সত্যকারের আচম্কা অপ্রত্যাশিত লাভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের পার্টি কমরেডদের কেউ কেউ যে ভুল করেছেন তা এই যে পুরানো ও নতুন ধ্বংসকারীদের মধ্যে, শাখ্‌তির ধ্বংসকারী ও ট্রট্স্কিপন্থীদের মধ্যে এই পার্থক্যটাকে তারা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এটাকে তারা বোঝেননি এবং এটা লক্ষ্য না করায় তারা একটা নতুন পদ্ধতিতে নতুন ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সময়মত খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম হয়েছিলেন।

৪। অর্থনৈতিক সাফল্যসমূহের খারাপ দিক

আমাদের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এই হল প্রধান প্রধান ঘটনা যা আমাদের অনেক পার্টি কমরেড ভুলে গেছেন বা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সেই কারণেই গত কয়েক বছর ধ্বংসাত্মক ও বিপথে-চালনাকারী কার্য-কলাপের যেসব ঘটনা ঘটেছে আমাদের জনগণ তাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কেন আমাদের জনগণ এসব লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কেন তারা এসব ভুলে গেছিল ?

কোথেকে এইসব বিস্মৃতিপরায়ণতা, অন্ধতা, অযত্ন, আত্মসন্তুষ্টি এসেছিল ?

এটা কি আমাদের জনগণের কাজের মধ্যে একটা অঙ্গস্বরূপ ত্রুটি ?

না, এটা কোনও অঙ্গস্বরূপ ত্রুটি নয়। এটা একটা সাময়িক ব্যাপার যা আমাদের জনগণ কিছুটা উদ্যোগ নিলেই দ্রুত দূর করা যায়। তাহলে ব্যাপারটা কি ?

ব্যাপার এই যে গত কয়েক বছর আমাদের পার্টি কমরেডরা অর্থনৈতিক কাজকর্মে পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে থেকেছেন, অর্থনৈতিক সাফল্যের ধাক্কায় চরম

বিন্দু পর্যন্ত ভেসে গেছেন, আর এই সমস্ত কিছুতে নিমগ্ন থাকার দরুণ তারা অন্যসব কিছু ভুলে গেছেন, অন্যসব কিছুকে অবহেলা করেছেন।

ব্যাপার এই যে অর্থনৈতিক সাফল্যে প্লাবিত হয়ে গিয়ে তারা এটাকেই সব কিছুর আরম্ভ ও শেষ বলে গণ্য করতে স্নুরু করেছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থান, ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী, পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্মকে জোরদার করা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদির মত বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া স্রেফ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই মনে করে যে এসবই হল দ্বিতীয় সারির এমনকি তৃতীয় সারির গুরুত্বওয়ালা ব্যাপার।

সাফল্য ও লাভ অবশ্যই একটা বড় জিনিস। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলো সত্যই বিরাট। কিন্তু দুনিয়ার অন্যসব কিছুর মতই সাফল্যেরও খারাপ দিক আছে। যেসব মানুষ রাজনীতিতে খুব একটা পোক্ত নন তাদের মধ্যে বড় বড় সাফল্য ও লাভ প্রায়শই অযত্ন, আত্মসন্তুষ্টি, আত্মপ্রসাদ, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, মদমত্ততা ও অতিগর্ববোধের উদ্ভব করে। এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না যে ইদানীংকালে আমাদের মধ্যে হামবড়াদের সংখ্যা খুব বেশিরকম বেড়ে গেছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের এইরকম পরিবেশে অতিগর্ববোধের উদ্ভব হয়, (আমাদেব সাফল্যগুলোর দৃষ্টি-চেক্নাই প্রদর্শন দেখা দেয়, আমাদের শত্রুপক্ষের শক্তির উনমূল্যায়ণ হয়, আমাদের নিজেদের শক্তির হয় অতিমূল্যায়ণ এবং এইসব কিছুর ফলস্বরূপ রাজনৈতিক অন্ধদৃষ্টির উদ্ভব হয়।)

আমি এখানে সাফল্যগুলোর সঙ্গে জড়িত বিপদ সম্বন্ধে, লাভগুলোর সঙ্গে জড়িত বিপদ সম্বন্ধে দু-চার কথা অবশ্যই বলব।

অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বাধাবিপত্তিগুলোর সঙ্গে যেসব বিপদ জড়িত থাকে সে বিষয় ওয়াকেবহাল। আমরা কয়েক বছর ধরেই এসব বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং আমি এ-কথা বলতে পারি যে সে লড়াই সাফল্যহীন হয়নি। যেসব মানুষ দৃঢ়চেতা নয় তাদের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি-সংক্রান্ত বিপদগুলো প্রায়শই নৈরাশ্য ডেকে আনে, নিয়ে আসে তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং মন-মরা হতাশ ভাব। কিন্তু যখন বাধাবিপত্তি-সঞ্জাত বিপদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপার হয় তখন মানুষ সেই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে দৃঢ় হয়ে ওঠে ও সত্যকারের গ্রানাইটের মতন শক্ত বলশেভিক

হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। এই হল বাধাবিপত্তিসংক্রান্ত বিপদের প্রকৃতি। আর এই হল বাধাবিপত্তিগুলো অতিক্রম করার ফল।

কিন্তু আরেক ধরনের বিপদ আছে, সে বিপদ সাফল্যের সঙ্গে জড়িত, সে বিপদ অর্জিত লাভগুলোর সঙ্গে জড়িত। হ্যাঁ কমরেডস্, সেসব বিপদ সাফল্যের সঙ্গে, লাভের সঙ্গেই জড়িত। এই বিপদগুলো হল এইরকম যে রাজনীতিতে যারা পোক্ত নয় এবং যারা বিশেষ কিছু দেখে-শোনেনি তাদের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিবেশ—সাফল্যের পর সাফল্য, লাভের পর লাভ, পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অতিপূরণের পর অতিপূরণ—এসব অযত্ন ও আত্মপ্রসাদের উদ্ভব ঘটায়, দৃষ্টি-চেক্‌নাই বিজয় ও পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডুয়নের এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলে যা মাত্রাবোধকে বিনষ্ট করে এবং রাজনৈতিক স্বতঃলব্ধ জ্ঞানকে ভোঁতা করে দেয়, মানুষের মধ্যে থেকে কর্মপ্রেরণাদায়ী উদ্দেশ্যকে কেড়ে নেয় এবং নিজেদের বিজয়স্মারকের ওপর তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে মদগর্বিতা ও আত্মপ্রসাদের এ-হেন মাতাল-করা পরিবেশে, দৃষ্টি-চেক্‌নাই লোকখ্যাখানি ও সোচ্চার আত্মপ্রশংসার এই পরিবেশে জনগণ আমাদের দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে প্রথম সারির গুরুত্বের কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্মৃত হয়। তখন ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী, নতুন কায়দার ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম, আমাদের সাফল্যসমূহের সঙ্গে জড়িত বিপদগুলোর মত নিরানন্দদায়ী ঘটনাগুলোর প্রতি মানুষ চোখ বুজে থাকতে সুরু করে। ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী? আহ্, ও-কিছু নয়! আমরা যদি আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে পূরণ ও অতিপূরণই করে চলি তাহলে ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীতে কি আসে-যায়? নতুন কায়দার ধ্বংসাত্মক কাজ, ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই? ওসব নিছক তুচ্ছ ব্যাপার! আমরা যদি আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও অতিপূরণ করেই চলি তাহলে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কি আসে-যায়? পার্টির নিয়মাবলী, পার্টিসংস্থাগুলোর নির্বাচন, পার্টি সদস্যদের কাছে পার্টি নেতাদের রিপোর্ট পেশ? এসবের সত্যই কি কোনও দরকার আছে? আমাদের অর্থনীতি যদি বিকশিতই হতে থাকে আর শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থা যদি ভাল থেকে ভালতরই হয়ে চলে তবে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো কি দরকার? নিছকই তো তুচ্ছ ওসব! পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা

অতিপূরণ হচ্ছে, আমাদের পার্টি কিছু খারাপ পার্টি নয়, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও কিছু খারাপ নয়—আর কিসের আমাদের প্রয়োজন ? ঐ মস্কোতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু উদ্ভুটে লোক আছে যারা যত রাজ্যের সমস্যা আবিষ্কার করে, ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের কথা বলে, নিজেরাও ঘুমায় না আর অন্যদের ঘুমাতে দেয় না।······

এটা হল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে কিরকম সহজে আর 'সাদামাটাভাবে' আমাদের কোনও কোনও অনভিজ্ঞ কমরেড অর্থনৈতিক সাফল্যঘটিত বিহ্বল পরমানন্দের ফলে রাজনৈতিক অন্ধদৃষ্টিতে সংক্রামিত হয়েছেন। সাফল্যের সঙ্গে, অর্জিত লাভগুলোর সঙ্গে জড়িত বিপদগুলো হল এইরকম।

এইসব কারণেই আমাদের পার্টি কমরেডরা অর্থনৈতিক সাফল্যগুলোর টানে ভেসে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন এক আন্ত-র্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির ঘটনাগুলো সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছেন এবং আমাদের দেশের চারপাশের অনেকগুলো বিপদকে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমাদের অমনোযোগিতা, বিস্মৃতিপরায়ণতা, আত্মসন্তুষ্টি, রাজনৈতিক অন্ধতার এইগুলোই হল উৎস।

আমাদের অর্থনৈতিক ও পার্টিবিষয়ক কাজগুলোর ত্রুটির এই হল উৎস।

৫। আমাদের কর্তব্য

আমাদের কাজের ক্ষেত্রের এই ত্রুটিগুলোকে কিভাবে দূর করা যায় ?

এটা করতে গেলে কি কি অবশ্যকৃত্য ?

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে ঃ

১। সর্বপ্রথমে আমাদের যেসব পার্টি কমরেড বিভিন্ন দপ্তরগুলোয় 'চলতি প্রশ্ন'গুলোর ভেতর নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন, তাদের নজরকে বৃহৎ রাজ-নৈতিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর প্রতি অবশ্যই ফেরাতে হবে।

২। পার্টির, সোভিয়েতের ও অর্থনীতি ক্ষেত্রের ক্যাডারদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান এবং বলশেভিক দৃঢ়তাদানের কর্তব্যকে মূল প্রয়োজন হিসেবে নিয়ে আমাদের পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্মকে যথাযথমানে অবশ্যই উন্নীত করতে হবে।

৩। আমাদের পার্টি কমরেডদের কাছে অবশ্যই এটা ব্যাখ্যা করতে হবে যে অর্থনৈতিক সাফল্যগুলোর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে খুবই বিরাট এবং সেটা অর্জনের জন্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমাদের কঠোর চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে ; তথাপি সেটাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণসংক্রান্ত কাজের পুরোটা নয়।

এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে অর্থনৈতিক সাফল্যসমূহের সঙ্গে জড়িত খারাপ দিকগুলো যেগুলো আত্মপ্রসাদ, অযত্ন, রাজনৈতিক স্বতঃলব্ধ জ্ঞানকে ভোঁতা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সেগুলো দূর করা সম্ভব একমাত্র তখনই যদি অর্থনৈতিক সাফল্যগুলোর সঙ্গে পার্টি নির্মাণের ক্ষেত্রের সাফল্যগুলোর ও আমাদের পার্টির ব্যাপক রাজনৈতিক কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করা যায়। এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে অর্থনৈতিক সাফল্যগুলো, সেগুলোর সুস্থিতি ও মেয়াদ পুরোপুরি ও গোটাটাই নির্ভর করে পার্টির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজের সাফল্যসমূহের ওপর এবং এ-দুটো ছাড়া অর্থনৈতিক সাফল্যগুলো বালির ওপর গড়া বলে প্রমাণ হতে পারে।

৪। আমাদের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং কখনই ভুলে গেলে চলবে না যে ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীই হল প্রধান ঘটনা যা সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে থাকে।

আমাদের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং কখনই ভুলে গেলে চলবে না যে যতদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী থাকবে ততদিনই বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর গোয়েন্দা দপ্তরের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো ধ্বংসকারীরা, বিপথে-চালনাকারীরা, গুপ্তচরেরা ও সন্ত্রাসবাদীরা থাকবে ; এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং যেসব কমরেড ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর গুরুত্বকে ছোট করে দেখেন, যারা ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের শক্তি ও তাৎপর্যকে ছোট করে দেখেন তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই একটা সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

আমাদের পার্টি কমরেডদের কাছে অবশ্যই এটা ব্যাখ্যা করতে হবে যে কোনও অর্থনৈতিক সাফল্যই, যত বড়ই হোক না কেন, তা ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীকে ও তার থেকে উদ্ভূত পরিণতিগুলোকে নাকচ করে দিতে পারে না।

বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগগুলোর ধ্বংসাত্মক, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্তচর-সুলভ কাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে, তার প্রয়োগ ও কায়দার সাথে

আমাদের পার্টি ও অ-পার্টি বলশেভিক কমরেডরা উভয়েই যাতে পরিচিত হতে সক্ষম হন সেজন্য অবশ্যই প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। আমাদের পার্টি কমরেডদের কাছে এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে বিদেশী গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর সক্রিয় শক্তি যে ট্রট্‌স্কিপন্থীরা তারা অনেক দিনই আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে নেই, অনেকদিনই তারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও আদর্শের সেবা করতে অক্ষম হয়েছে, তারা পরিণত হয়েছে বিদেশী গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর বেতনভুক নীতি ও আদর্শহীন এক দল ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুপ্তচর, গুপ্তঘাতকে।

এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে আজকের দিনের ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরানো কায়দা—আলোচনামূলক কায়দা ব্যবহার করলে কিছুতেই চলবে না, সেই সংগ্রামে অবশ্যই নতুন কায়দা—নির্মূল ও ধ্বংস করার কায়দা ব্যবহার করতে হবে।

৬। শাখ্‌তির সময়কার ধ্বংসকারী এবং আজকের দিনের ধ্বংসকারীদের মধ্যেকার পার্থক্যটিকে আমাদের পার্টি কমরেডদের কাছে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে শাখ্‌তির সময়কার ধ্বংসকারীরা যেখানে আমাদের জনগণের কৃৎকৌশলগত পশ্চাদ্‌পরতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে কৃৎকৌশলগত ক্ষেত্রে ঠকিয়েছিল সেখানে আজকের দিনের ধ্বংসকারীরা তাদের দখলে পার্টির সদস্যপত্র নিয়ে তাদের প্রতি পার্টির সদস্য হিসেবে প্রদর্শিত রাজনৈতিক বিশ্বাসেব সুযোগ নিয়ে, আমাদের জনগণের রাজনৈতিক অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ঠকিয়ে থাকে। কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করাব সেই পুরানো শ্লোগান যা শাখ্‌তির সময়ের সঙ্গে মানানসই ছিল তার সঙ্গে ক্যাডারদের রাজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত করার, বলশেভিকবাদকে আয়ত্ত করার ও আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসপ্রবণতাকে বর্জন করার নতুন শ্লোগানটির অবশ্যই সম্পূরণ করতে হবে—আজ আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি তার সঙ্গে এই শ্লোগানটিই পুরোপুরি মানানসই।

প্রশ্ন কবা যেতে পারে: দশ বছর আগে শাখ্‌তির সময়কার আমলে কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করার প্রথম শ্লোগান এবং ক্যাডারদের রাজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত করার দ্বিতীয় শ্লোগান এই উভয় শ্লোগান নিয়েই কি যুগপৎ অগ্রসর হওয়া যেত না? না, তা সম্ভব ছিল না। বলশেভিক দলের ভেতর

কোনও জিনিস ঐরকমভাবে করা যায় না। বৈপ্লবিক আন্দোলনের মোড়-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষেত্রে কতকগুলো বুনিয়াদি শ্লোগানকে সবসময় এমন মূল শ্লোগান হিসেবে তোলা হয়ে থাকে যেটাকে আমরা গোটা শেকলটাকে টানবার জন্য আয়ত্ত করে থাকি। লেনিন সেইটাই আমাদের শিখিয়েছিলেন : আমাদের কাজের শেকলটার প্রধান সংযোগস্থলটাকে খুঁজে বার করুন, সেটাকে আয়ত্ত করুন, টানুন এবং এইভাবে গোটা শেকলটাকেই সামনে টানুন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে এইটাই হল একমাত্র সঠিক কৌশল। শাখ্‌তির সময়ে আমাদের জনগণের দুর্বলতা নিহিত ছিল তাদের কৃৎকৌশলগত পশ্চাদ্‌পরতায়। সেই সময় আমাদের দুর্বল দিক ছিল রাজনৈতিক নয়, কৃৎকৌশলগত প্রশ্ন। সেই সময়কার ধ্বংসকারীদের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুরোপুরি পরিষ্কার, সেটা ছিল রাজনীতিগতভাবে বিরোধী ব্যক্তিদের প্রতি বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গী। কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করার শ্লোগান তুলে এবং এই সময়ের মধ্যে শত শত কৃৎকৌশলগতভাবে সমৃদ্ধ বলশেভিক ক্যাডারদের তৈরি করে আমরা আমাদের কৃৎকৌশলগত পশ্চাদ্‌পরতাকে দূর করেছিলাম। আজকে যখন আমাদের কৃৎকৌশলগতভাবে সমৃদ্ধ বলশেভিক ক্যাডার রয়েছে এবং ধ্বংসকারীদের ভূমিকাটি এমন লোকেরাই গ্রহণ করেছে যারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরোধী নয় ও তাছাড়াও যারা আমাদের চেয়ে কৃৎকৌশলগতভাবে শ্রেষ্ঠ নয় অথচ যাদের পার্টি-সদস্যপত্র রয়েছে ও যারা পার্টি সদস্যদের সকল অধিকারই ভোগ করে থাকে তখন ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। আজকে আমাদের জনগণ যে দুর্বলতায় ভোগে তা কৃৎকৌশলগত পশ্চাদ্‌পরতা নয়, সেটা হল রাজনৈতিক অযত্ন, দৈবাৎ পার্টি-সদস্যপত্র দখলকারী লোকেদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, মানুষকে তার রাজনৈতিক ঘোষণা দিয়ে নয়, তাদের কাজকর্মের ফলাফল দিয়ে বিচার করায় ব্যর্থতা। আজকে আমাদের সামনে যেটা মূল প্রশ্ন তা আমাদের কৃৎকৌশলগত পশ্চাদ্‌পরতা দূর করা নয় কারণ সেটা ইতোমধ্যেই প্রধানত সম্পন্ন হয়েছে। আজ আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হল রাজনৈতিক অযত্নকে দূর করা এবং যেসব ধ্বংসকারীরা দৈবাৎ পার্টি-সদস্যপত্র দখল করেছে তাদের প্রতি রাজনৈতিক বিশ্বাসপ্রবণতাকে দূর করা।

শাখ্‌তির সময়ে ক্যাডারদের সংগ্রামের মূল প্রশ্নটি ও আজকের মূল প্রশ্নটির মধ্যে এইরকমই হল আমূল পার্থক্য।

সেইজন্যই দশ বছর আগে রণকৌশলকে আয়ত্ত করার একটি শ্লোগান এবং ক্যাডারদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ের আরেকটি শ্লোগান—এই দুটো শ্লোগানই একসাথে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং উচিত ছিল না।

সেই কারণেই রণকৌশলকে আয়ত্ত করার সম্বন্ধে পুরানো শ্লোগানটিকে এখন অবশ্যই বলশেভিকবাদকে আয়ত্ত করার, ক্যাডারদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং আমাদের রাজনৈতিক অযত্ন বর্জন করার নতুন শ্লোগান দিয়ে সম্পূরণ করতে হবে।

৭। এই পচা তত্ত্বটাকে আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে যে আমাদের সম্পন্ন প্রত্যেকটি অগ্রগতির সাথে সাথে এখানে শ্রেণী-সংগ্রামও অবশ্যই প্রশমিত হবে এবং আমরা যত বেশি বেশি সাফল্য অর্জন করব শ্রেণীশত্রুরা তত বেশি বেশি পোষ্য হয়ে উঠবে।

এটা কেবল একটা পচা তত্ত্বই নয়, বরং একটা বিপজ্জনক তত্ত্ব কারণ তা আমাদের জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তাদেরকে একটা ফাঁদের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায় এবং শ্রেণীশত্রুকে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আবার লড়াই স্বরু করতে সক্ষম করে তোলে।

পক্ষান্তরে ঘটনা হল, আমরা যত সামনের দিকে অগ্রসর হব, যত বড় বড় সাফল্য আমরা অর্জন করব, পরাজিত শোষণকারী শ্রেণীগুলোর অবশিষ্টাংশের ক্রোধ হবে তত বেশি, তত বেশি তারা তীক্ষ্ণতর পদ্ধতির সংগ্রামের আশ্রয় নিতে প্রস্তুত হবে, তত বেশি তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে চাইবে এবং তত বেশি তারা ভাগ্যহতদের শেষ আশ্রয় হিসেবে সবচেয়ে বেপরোয়া পদ্ধতির সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরবে।[২৩]

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইউ. এস. এস. আর.-এর পরাজিত শ্রেণীগুলোর অবশিষ্টরা একলা দাঁড়িয়ে নেই। তারা প্রত্যক্ষ সাহায্য পাচ্ছে ইউ. এস. এস আর.-এর সীমান্তের ওপারে আমাদের যারা শত্রু রয়েছে তাদের কাছ থেকে। এটা মনে করা ভুল হবে যে শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রটি ইউ. এস. এস. আর.-এর সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ। শ্রেণী-সংগ্রামের একটি প্রান্ত ইউ. এস. এস. আর.-এর সীমানার মধ্যেই সক্রিয়, কিন্তু অপর প্রান্ত আমাদের চারপাশের বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর সীমানা পেরিয়ে প্রসারিত। পরাজিত শ্রেণীগুলোর অবশিষ্টরা এ বিষয়ে অবহিত না থেকে পারে না।

আর তারা যেহেতু এ বিষয়ে অবহিত ঠিক সেহেতু তারা তাদের বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে যাবে।

ইতিহাস এটাই আমাদের শিখিয়েছে। লেনিনবাদ এটাই আমাদের শিখিয়েছে।

এইসব কিছু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।

৮। আরেকটা পচা তত্ত্বও আমাদের ধ্বংস করতে ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে। সেটা হল এইরকম যে কোনও ব্যক্তি যদি সর্বদাই ধ্বংসাত্মক কাজে রত না থাকে এবং সে যদি এমনকি তার কাজের ক্ষেত্রে কখনও কখনও সাফল্যও দেখায় তাহলে সে ধ্বংসবাজ হতে পারে না।

এই অদ্ভুত তত্ত্বটি এর উদ্গাতাদের নির্বুদ্ধিই প্রকট করে। সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাওয়াকে যদি এড়াতে চায় তাহলে কোনও ধ্বংসকারীই সদাসর্বদা ধ্বংসাত্মক কাজে রত থাকবে না। বরং প্রকৃতই যে ধ্বংসকারী সে মাঝেমাঝেই তার কাজের ক্ষেত্রে সাফল্য দেখাবে কারণ সেটাই হল ধ্বংসকারী হিসেবে টিঁকে থাকার, জনগণের আস্থাকে জিতে নেওয়ার এবং তার ধ্বংসাত্মক কাজকর্মকে চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়।

আমি মনে করি যে এই প্রশ্নটা পরিষ্কার হয়েছে এবং এর আর ব্যাখ্যার দরকার নেই।

৯। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করে চললে তা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং তজ্জনিত পরিণামকে নাকচ করে দেয়, এই মর্মে যে তৃতীয় পচা তত্ত্বটি আছে সেটাও আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে।

এরকম একটা তত্ত্বের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা হল আমাদের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আত্মপ্রশংসাতে সুড়সুড়ি দেওয়া, তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে দুর্বল করে দেওয়া।

'অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করা'র মানে কি?

প্রথমত, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের সবকটি অর্থনৈতিক

পরিকল্পনা খুবই নীচু পর্যায়ের কারণ সেগুলো আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে লুক্কায়িত বিরাট মজুত ও সম্ভাবনাগুলোকে হিসেবে আনেনি।

দ্বিতীয়ত, স্ব স্ব গণকমিশারমণ্ডলী কর্তৃক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর সামগ্রিক পরিপূরণ মানে এই নয় যে এরকম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা নেই যেগুলো তাদের পরিকল্পনা পরিপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে তথ্যাদি থেকে এটাই দেখা যায় যে বেশ কিছু গণকমিশারমণ্ডলী যারা বাৎসরিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে বা এমনকি পূরণ করেও ছাপিয়ে গেছে, তারা জাতীয় অর্থনীতির কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিকল্পনা পূরণে রীতিমাফিক ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে ধ্বংসকারীদের স্বরূপ যদি উদ্ঘাটিত না হত ও তাদেরকে উচ্ছেদ না করা হত তাহলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পূরণের বিষয়ে পরিস্থিতিটা আরও অনেক খারাপ হত। এটা হল এমন একটা ব্যাপার যেটাকে পর্যালোচ্য তত্ত্বটির দূরদৃষ্টিহীন উদ্গাতাদের মনে রাখা উচিত।

চতুর্থত, ধ্বংসকারীরা সাধারণত তাদের ধ্বংসাত্মক কাজ চালানোর সময়টা স্থির করে শান্তির আমলের জন্য নয়, সেটা স্থির করা থাকে যুদ্ধের পূর্বাহ্ণের বা খোদ যুদ্ধেরই সময়ের জন্য। ধরা যাক যে আমরা 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-গুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করা'র পচা তত্ত্বটি দিয়ে নিজেদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম এবং ধ্বংসকারীদের ছুঁলামও না। এই পচা তত্ত্বটির উদ্গাতারা কি অনুধাবন করেন যে আমরা যদি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অঙ্গের মধ্যে এই ধ্বংসকারীদের 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করা'র পচা তত্ত্বে আশ্রয় দিয়ে টিঁকে থাকতে সুযোগ দিই তাহলে সেই ধ্বংসকারীরা কি বিরাট পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে পারে?

এটা কি স্পষ্ট নয় যে 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করা'র তত্ত্বটি হল এমনই এক তত্ত্ব যা ধ্বংসকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক?

১০। স্তাখানোভ আন্দোলন হল ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম নির্মূল করার মুখ্য উপায় এই চতুর্থ পচা তত্ত্বটিকে আমাদের ধ্বংস করতে ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে।

এই তত্ত্বটি উদ্ভাবিত করা হয়েছে যাতে স্তাখানোভপন্থী ও স্তাখানোভ

আন্দোলন সম্বন্ধে হৈ-চৈ-পূর্ণ বক্‌বকানির মধ্যে ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে আঘাত-টাকে ঠেকানো যায়।

কমরেড মলোটভ তার প্রতিবেদনে কতকগুলো ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যেগুলো দেখিয়ে দেয় যে কুজ্‌নেৎস্ক্‌ ও দনেৎস্‌ অববাহিকার ট্রট্‌স্কিপন্থী ও অ-ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকারীরা কিভাবে আমাদের রাজনৈতিকভাবে অমনোযোগী কমরেডদের আস্থার অমর্যাদা করেছিল, রীতিবদ্ধভাবে তারা স্তাখানোভপন্থীদের নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়েছিল, বলতে কি তাদের উদ্দেশ্যকে প্রতিহতই করেছিল. তারা যাতে সফলভাবে কাজ না করতে পারে সেজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অসংখ্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল এবং পরিশেষে তাদের কাজকে বিশৃঙ্খল করে দিতে সফল হয়েছিল। ধরা যাক, দনেৎস্‌ অববাহিকায় ধ্বংসকারীরা যেভাবে মূলধন নির্মাণের কাজ চালিয়েছে যাতে কয়লা উত্তোলনের প্রস্তুতিমূলক কাজটা অন্যান্য সমস্ত শাখার কাজ থেকে পিছিয়ে পড়েছে তাতে স্তাখানোভপন্থীরা একা কিই বা করতে পারে ?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে ধ্বংসকারীদের নানান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্তাখানোভ আন্দোলনের নিজেরই দরকার আমাদের তরফ থেকে সত্যকারের সহযোগিতার যাতে সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং তাকে তার মহান্‌ লক্ষ্যপূরণে সক্ষম করা যায় ? এটা কি স্পষ্ট নয় যে স্তাখানোভ আন্দোলনের পূর্ণ প্রসারেব জন্য একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হল ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাকে উৎখাত করার, সেই ধ্বংসাত্মক কাজকর্মকে দমন করার লড়াই ?

আমি মনে করি যে এই প্রশ্নটাও পরিষ্কার এবং এর ওপর আর কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন !

১১। এই পঞ্চম পচা তত্ত্বটিকে আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে যে ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকারীদের আর কোনও মজুত শক্তি নেই, তারা তাদের শেষ ক্যাডারদেরই সংঘবদ্ধ করছে।

এটা সত্য নয় কমরেডস্‌। কেবল নির্বোধ লোকেরাই এরকম একটা তত্ত্বের উদ্ভাবন করতে পারে। ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকারীদের মজুত বাহিনী রয়েছে। এই মজুতদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আছে ইউ. এস. এস. আর-এর পরাজিত শোষকশ্রেণীগুলোর অবশিষ্টরা। তাদের মধ্যে আছে ইউ. এস. এস. আর-এর সীমান্ত ছাড়িয়ে অবস্থিত একটা গোটাসংখ্যক গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলো যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

উদাহরণস্বরূপ, ট্রট্‌স্কিপন্থী প্রতিবিপ্লবী চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কথা ধরা যাক যার তিন-চতুর্থাংশই তৈরি হয়েছে গুপ্তচর ও বিপথে-চালক দালালদের নিয়ে। এটাকে কি একটা মজুত বাহিনী বলা চলে না? এটা কি পরিষ্কার নয় যে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজে এই গুপ্তচর-আন্তর্জাতিকটি শক্তি যোগাবে?

অথবা উদাহরণস্বরূপ, সেই বদমায়েস স্কেফ্‌লোর দলের কথা যে নরওয়েতে কট্টর গুপ্তচর ট্রট্‌স্কিকে আশ্রয়স্থল যুগিয়েছিল এবং তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষতি করতে সাহায্য করেছিল। এই গোষ্ঠীটা কি একটা মজুত নয়? এটা কে অস্বীকার করতে পারে যে এই প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীটা ট্রট্‌স্কিপন্থী গুপ্তচর ও-ধ্বংসকারীদের অব্যাহতভাবে সাহায্য প্রসার করে যাবে?

অথবা উদাহরণস্বরূপ, স্কেফ্‌লোর মত আরেক বদমায়েসের গোষ্ঠী—ফ্রান্সের সুভেরিন গোষ্ঠীর কথা ধরুন। সেটা কি একটা মজুত নয়? এটা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে এই বদমায়েস-গোষ্ঠীটাও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কিপন্থীদেরকে তাদের গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজে সাহায্য করবে?

জার্মানীর সেই ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়ারা—রুথ ফিসার, মাসলোভ ও উরবানেরা যারা ফ্যাসিবাদীদের কাছে নিজেদের কায়মন বেচে দিয়েছে—তারাও কি ট্রট্‌স্কিপন্থীদের গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজের মজুত শক্তি নয়?

অথবা উদাহরণস্বরূপ, নামজাদা জোচ্চোর ইস্টম্যানের নেতৃত্বে আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক গোষ্ঠীটার কথা ধরুন। এইসব কলমবাজ দস্যুরা সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কুৎসা বর্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করে—এরা কি ট্রট্‌স্কিবাদের মজুত বাহিনী নয়?

না, ট্রট্‌স্কিপন্থীরা তাদের শেষ শক্তিটুকুই সংঘবদ্ধ করছে এই পচা তত্ত্বটিকে বরবাদ করতে হবে।

১২। পরিশেষে আরেকটা পচা তত্ত্বকেও আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে। সেটা হল এই যে আমরা বলশেভিকরা যেহেতু সংখ্যায় অনেক আর সেখানে ধ্বংসকারীরা কম, আমাদের বলশেভিকদের যেহেতু লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন আছে আর সেখানে ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকারীদের সংখ্যা দশকের মানে গোণা সম্ভব সেহেতু আমরা বলশেভিকরা এই মুষ্টিমেয় ধ্বংসকারী-দের উপেক্ষা করতে পারি।

কমরেডস্‌, এটা ভুল। এই অদ্ভুতের থেকেও অদ্ভুততর তত্ত্বটি উদ্ভাবিত

হয়েছে আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের সেই কারও কারও সান্ত্বনার জন্য যারা ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের মোকাবেলার লড়াইয়ে নিজেদের অক্ষমতার জন্য স্বীয় কাজে ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। তাদের সতর্কতাকে শিথিল করার জন্য, তাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দেওয়ার জন্য এটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

অবশ্যই এটা সত্য যে বলশেভিকদের যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন আছে সেখানে ট্রট্স্কিপন্থী ধ্বংসকারীদের আছে মাত্র কিছু ব্যক্তির সমর্থন। কিন্তু এ থেকে এটা কখনই প্রতিপন্ন হয় না যে ধ্বংসকারীরা আমাদের ওপর খুব গুরুতর আঘাত হানতে সক্ষম নয়। (আহত করতে ও ক্ষতিসাধন করতে একটা বিরাটসংখ্যক লোকের প্রয়োজন নেই। নীপার বাঁধ তৈরি করতে গেলে হাজার হাজার শ্রমিককে কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু সেটাকে উড়িয়ে দিতে হলে, মাত্র গোটা বিশেক লোকের দরকার।) একটা যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে কয়েকটি লাল ফৌজ বাহিনীর দরকার হতে পারে। কিন্তু রণাঙ্গনে এই লাভকে উল্টে দিতে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে বা এমনকি ডিভিশন সদরদপ্তরেও অল্প কিছু গুপ্তচরের দরকার যাতে আক্রমণের পরিকল্পনা চুরি করে নেওয়া যায় ও সেটাকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া যায়। একটা বড় রেলওয়ে সেতু নির্মাণের জন্য হাজার হাজার মানুষের দরকার। কিন্তু তা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য অল্পসংখ্যকই যথেষ্ট। এরকম শত শত দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি সম্ভব।

ফলত, এই ঘটনা দিয়ে আমাদের কিছুতেই নিজেদেরকে আশ্বস্ত করা চলবে না ওরা, ট্রট্স্কিপন্থীরা যেখানে স্বল্পসংখ্যক আমরা সেখানে বহুসংখ্যক।

আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে একজন ট্রট্স্কিপন্থী ধ্বংসকারীও যেন আমাদের সারিতে পড়ে না থাকে।

আমাদের কাজের ত্রুটিগুলো যা আমাদের সমস্ত সংগঠনে—অর্থনৈতিক, সোভিয়েত, প্রশাসনিক ও পার্টিসংক্রান্ত সকলের ক্ষেত্রেই সাধারণ সেগুলো কিভাবে দূর করা যায় সেই প্রশ্নে ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়িয়ে আছে।

এইসব ত্রুটি দূর করার জন্য এইসব ব্যবস্থা নেওয়াই প্রয়োজন।

বিশেষ করে পার্টি সংগঠনগুলো ও সেগুলোর কাজের ত্রুটির বিষয়ে বলা যায় যে এইসব ত্রুটি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো যথেষ্ট বিস্তারিতভাবেই খসড়া প্রস্তাবে নির্দেশ করা হয়েছে যেটা আপনাদের বিবেচনার উদ্দেশ্যে উপস্থিত করা হয়েছে। সেই কারণে আমি মনে করি যে এইখানে প্রশ্নটির এই দিকটির বিস্তারিত আলোচনার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমাদের পার্টি ক্যাডারদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও তাদের উন্নত করার প্রশ্নের ওপর আমি দু-চার কথা বলতে চাই।

আমি মনে করি যে ওপর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত আমাদের পার্টি ক্যাডারদের মতাদর্শগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে এবং তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে দৃঢ় করার কাজে আমরা যদি সক্ষম হতাম, যদি আমরা সফল হতাম যাতে তারা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সহজেই তাদের সম্বন্ধ খুঁজে পেতে পারে, যদি তাদেরকে পূর্ণ পরিপক্ক এমন লেনিনবাদী ও মার্কসবাদী হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সফল হতাম যাতে তারা কোনওরকম গুরুতর ভুলভ্রান্তি ছাড়াই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্যাগুলোর সমাধানে সক্ষম হত তাহলে আমরা তার দ্বারা আমাদের সমস্যাগুলোর নয়-দশমাংশই সমাধান করে ফেলতাম।

আমাদের পার্টির নেতৃত্বদায়ী শক্তিগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কি?

পার্টির নেতৃত্বদায়ী স্তরের কথা বলতে চাইলে এটা উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের পার্টিতে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ জন প্রথম সারির নেতা আছে। আমি এদেরকে পার্টির জেনারেল বলব।

এর পর আছে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ জন মধ্য সারির নেতা যারা হল আমাদের পার্টির কমিশনড্ অফিসার।

তারপর আছে প্রায় ১ থেকে ১·৫ লক্ষ নীচের পর্যায়ের পার্টি নেতা যারা হল, বলা যায়, আমাদের পার্টির নন্-কমিশনড্ অফিসার।

যেটা কর্তব্য তা হল এইসব কম্যাণ্ডিং অফিসারদের মতাদর্শগত মানকে উন্নীত করা, রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে দৃঢ় করে তোলা, তাদেরকে নতুন সেইসব শক্তি দিয়ে পরিপূরক্ত করা যারা পদোন্নয়নের অপেক্ষায় আছে এবং এইভাবেই এই নেতৃস্থানীয় ক্যাডারদের সারিকে প্রসারিত করে তোলা।

এর জন্য কি কি দরকার?

সর্বপ্রথমে আমাদের পার্টি সেলগুলোর সম্পাদক থেকে সুরু করে আঞ্চলিক (regional) ও প্রজাতান্ত্রিক (republic) পার্টি সংগঠনগুলোর সম্পাদক পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেক পার্টি নেতাকে অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা দু'জন ব্যক্তিকে, দু'জন পার্টি কর্মীকে বেছে নেন যারা তার কার্যকরী ডেপুটি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে: আমরা কোত্থেকে প্রত্যেক সম্পাদকের জন্য এই দু'জন ডেপুটি পাব, আমাদের

তেমন কোনও লোক নেই, এরকম প্রয়োজন মেটানোর মত কোনও কর্মী নেই। কমরেডস্, এটা ভুল। আমাদের হাজার হাজার যোগ্য ও প্রতিভাবান লোক আছে। আমাদের যেটা করতে হবে তা হল তাদেরকে জানা ও সময়মত তাদের পদোন্নত করা যাতে যতক্ষণ না তারা পচতে স্থরু করছে ততক্ষণ একটা জায়গায় বেশি দিন তাদের আটকে না রাখা হয়। খুঁজুন, তাহলেই পেয়ে যাবেন।

পুনশ্চ। পার্টি সেল্‌গুলোর সম্পাদকদের পার্টি-শিক্ষা ও পুনঃপ্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্রে চার মাসের 'পার্টি পাঠক্রম চালু করতে হবে। সমস্ত প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের (সেল্) সম্পাদকদের এই পাঠক্রমগুলোয় পাঠাতে হবে এবং তারা যখন তা শেষ করে ঘরে ফিরবে তখন তাদের ডেপুটিদের ও প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলোর সবচেয়ে যোগ্য সদস্যদের এই পাঠক্রমগুলোয় পাঠাতে হবে।

পুনশ্চ। জেলা সংগঠনগুলোর প্রথম সম্পাদকদের রাজনৈতিক পুন-প্রশিক্ষণের জন্য ইউ. এস. এস. আর-এর, ধরুন, দশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে আট মাসের 'লেনিন পাঠক্রম' খুলতে হবে। জেলা ও অঞ্চল পার্টি সংগঠনগুলোর প্রথম সম্পাদকদের এই পাঠক্রমগুলোয় পাঠাতে হবে এবং তারা সেটা শেষ করে ঘরে ফিরে এলে তাদের ডেপুটিদের এবং জেলা ও অঞ্চল পার্টি সংগঠনগুলোর সবচেয়ে যোগ্য সদস্যদের সেখানে পাঠাতে হবে।

পুনশ্চ। শহর সংগঠনগুলোর সম্পাদকদের মতাদর্শগত পুনপ্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ছ'মাসের 'পার্টির ইতিহাস ও কর্মনীতি শিক্ষার পাঠক্রম' খুলতে হবে। শহর পার্টি সংগঠনগুলোর প্রথম ও দ্বিতীয় সম্পাদকদের এই পাঠক্রমে পাঠাতে হবে এবং যখন তারা সেটা সেরে ফিরে আসবে তখন পাঠাতে হবে শহর পার্টি সংগঠনগুলোর সবচেয়ে যোগ্য সদস্যদের।

পরিশেষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে 'অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের ওপর একটি ছ'মাসের 'সম্মেলন' খুলতে হবে। জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহের আঞ্চলিক ও এলাকাগত (territorial) সংগঠনগুলোর প্রথম সম্পাদকদের সেখানে পাঠাতে হবে। এই কমরেডদের একটা নয়, বরং কয়েকটি এমন বদলি কর্মীদল যোগাতে হবে যারা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

নেতাদের স্থানে আসীন হওয়ার যোগ্য। এটা করা উচিত ও অবশ্যই করতে হবেও।

এবার আমি, কমরেডস্, ইতি টানব।

আমরা এইভাবে আমাদের কাজের প্রধান ত্রুটিগুলো নির্দেশ করেছি যেগুলো আমাদের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও পার্টিসংক্রান্ত সকল সংগঠনের ক্ষেত্রেই সাধারণ এবং সেই ত্রুটিগুলোও নির্দেশ করেছি যেগুলো বিশেষ করে কেবল পার্টি সংগঠনসমূহের সঙ্গেই জড়িত, যেগুলোকে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরা তাদের বিপথে-চালনাকারী ও ধ্বংসাত্মক, গুপ্তচর ও সন্ত্রাসবাদী কাজে লাগিয়েছে।

এইসব ত্রুটিকে দূর করার জন্য এবং বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগগুলোর ট্রট্স্কিপন্থী-ফ্যাসিবাদী দালালদের বিপথে-চালনাকারী, ধ্বংসাত্মক, গুপ্তচর ও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ধারকে অকেজো করে দেওয়ার জন্য যেসব মুখ্য ব্যবস্থা-গুলো গ্রহণীয় আমরা সেগুলোকেও নির্দেশ করেছি।

প্রশ্ন ওঠে যে: এই সমস্ত ব্যবস্থা কি আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম, তার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মাধ্যম কি আমাদের আছে ?

নিঃসন্দেহেই আমরা এগুলো পারি। পারি এই জন্য যে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দরকারি সমস্ত মাধ্যম আমাদের আছে।

আমাদের অভাব কিসের ?

আমাদের কেবল একটা জিনিসের অভাব আছে, তা হল আমাদের অযত্ন, আমাদের আত্মসন্তুষ্টি, আমাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিহীনতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য তৎপরতা।

ওখানেই হল বাধা।

আমরা যারা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করেছি, যারা সমাজতন্ত্রকে মূলত নির্মাণ করেছি ও বিশ্ব-সাম্যবাদের মহান্ পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছি সেই আমরা কি এই হাস্যকর ও নির্বোধসুলভ ব্যাধি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারি না ?

এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণই আমাদের থাকতে পারে না যে আমরা নিশ্চয়ই এর থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করব অবশ্য যদি আমরা সেটা চাই। আমরা এর থেকে নিজেদেরকে নিছক মুক্তই করব না, আমরা মুক্ত হব বলশেভিক পদ্ধতিতে, সত্যকারের আগ্রহ নিয়ে।

আর যখন আমরা এই নির্বোধসুলভ ব্যাধি থেকে মুক্ত হব তখন আমরা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এ-কথা বলতে পারব যে ঘরে-বাহিরের কোনও শত্রুকেই আমরা ভয় পাই না, আমরা তাদের আক্রমণকে ভয় পাই না কারণ অতীতে যেমন আমরা সেগুলোকে ধ্বংস করেছি ও আজকে যেমন সেগুলোকে ধ্বংস করছি তেমন ভবিষ্যতেও আমরা সেগুলো ধ্বংস করব। (করতালি।)

প্রাভদা

২৯শে মার্চ, ১৯৩৭

বিতর্কের জবাবে ভাষণ

৫ই মার্চ, ১৯৩৭

কমরেডস্ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমার প্রতিবেদনে তার প্রধান সমস্যাগুলো নিয়ে আমি বক্তব্য রেখেছি। বিতর্ক থেকে এটা দেখা গেছে যে আমাদের মধ্যে এখন সম্পূর্ণ ভাবনাগত স্বচ্ছতা এসেছে, কর্তব্যগুলোকে আমরা অনুধাবন করেছি এবং আমরা আমাদের কাজের ত্রুটিগুলোকে দূর করতে -তৈরি। কিন্তু বিতর্ক থেকে এটাও দেখা গেছে যে আমাদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ব্যবহারিকতার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আছে যার ওপর এখনও সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার উপলব্ধি নেই। আমি এরকম সাতটি প্রশ্ন দেখেছি।

এই প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে আমাকে দু-চার কথা বলার অনুমতি দিন।

(১) আমরা এটা নিশ্চয়ই ধারণা করে নেব যে প্রত্যেকেই এখন এ-কথা বোঝেন ও উপলব্ধি করেন যে পার্টির রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে যখন ছোট করে দেখা হয় ও ভুলে যাওয়া হয় তখন অর্থনৈতিক অভিযানে অতিরিক্ত আত্মনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সাফল্যের ঢেউয়ে নিজেদেরকে ভেসে যেতে দেওয়া একটা কানাগলিতে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। ফলত, পার্টি কর্মীদের নজরটাকে অবশ্যই পার্টির রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে অর্থনৈতিক সাফল্যগুলো পার্টির রাজনৈতিক কাজের সাফল্যগুলোর সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে ও তার পাশাপাশি এগিয়ে চলে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিভাবে পার্টির রাজনৈতিক কাজকে নতুন করে জোরদার করার কর্তব্যটিকে, পার্টি সংগঠনগুলোকে ছোটখাট অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি থেকে মুক্ত করার কর্তব্যটিকে পালন করা যায়? বিতর্ক থেকে এটা স্পষ্ট যে কিছু কিছু কমরেড এর থেকে একটা ভুল সিদ্ধান্ত টানতে উদ্‌গ্রীব—তা হল এই যে অর্থনৈতিক কাজগুলোকে এখন পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই এরকম কণ্ঠ থাকে যা কার্যত বলে থাকে যে, যাক বাবা, এইবার আমরা ঈশ্বরের কৃপায় অর্থনৈতিক ব্যাপার থেকে মুক্ত হলাম, এখন আমরা পার্টির রাজনৈতিক কাজের প্রতি আমাদের নজর নিবদ্ধ করতে পারব। এই সিদ্ধান্তটি কি সঠিক?

না, এটা সঠিক নয়। আমাদের পার্টি কমরেডরা যখন অর্থনৈতিক সাফল্যের টানে ভেসে গিয়ে রাজনীতিকে বর্জন করেছিলেন তখন তার অর্থ হয়েছিল একটা চরমে চলে যাওয়া, এর জন্য আমাদের বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। এখন যদি কিছু কমরেড পার্টির রাজনৈতিক কাজকে নতুন করে জোর দেওয়ার কাজে হাত লাগাতে গিয়ে অর্থনৈতিক কাজকে বর্জন করার কথা ভাবেন তাহলে সেটা হবে আরেক চরমে যাওয়া আর সেজন্যও আমাদেব কিছু কম মূল্য দিতে হবে না। একটা চরম থেকে অন্য চবমে ছুটে যাওয়া অবশ্যই চলবে না। রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। রাজনীতিকে আমরা যতখানি বর্জন করতে পারি না, অর্থনীতিকে তার চেয়ে কিছু বেশি বর্জন করতে পারি না। সমীক্ষার সুবিধার জন্য পদ্ধতিগতভাবে মানুষ সাধারণত অর্থনীতির সমস্যাকে বাজনীতির সমস্যা থেকে পৃথক করে থাকে। কিন্তু এটা যে করা হয় তা কেবল পদ্ধতিগতভাবে, কৃত্রিমভাবে, কেবল সমীক্ষাব সুবিধার জন্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাজনীতি অর্থনীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য। এ-দুটো এক সঙ্গেই থাকে ও এক সঙ্গেই ক্রিয়াশীল। আর যে ব্যক্তিই আমাদের ব্যবহাবিক কাজের ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার কথা, রাজনৈতিক কাজের মূল্যে অর্থনৈতিক কাজকে নতুন করে জোরদার করার কথা অথবা পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক কাজেব মূল্যে রাজনৈতিক কাজকে নতুন করে জোরদার করার কথা ভাবে সে অবশ্যম্ভাবীভাবে নিজেকে একটা কানাগলিতে পড়ে থাকতে দেখবে।

পার্টি সংগঠনগুলোকে ছোটখাট অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি থেকে মুক্ত করা এবং পার্টির রাজনৈতিক কাজকে বাড়ানোর সম্বন্ধে খসড়া প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়টির অর্থ এই নয় যে আমাদেরকে অবশ্যই অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব বর্জন করতে হবে, তার অর্থ নিছক এই যে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলোকে আর ভবিষ্যতে ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে বিশেষত জমি দপ্তরগুলোকে রহিত করে দিতে এবং তাদেরকে নিজস্ব দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করতে অনুমতি দেওয়া চলবে না। পরিণতিক্রমে আমাদের অবশ্যই ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার বলশেভিক পদ্ধতিটা শিখতে হবে যেটা হল এই সংঠনগুলোকে রীতিবদ্ধভাবে সাহায্য করা, এগুলোকে রীতিবদ্ধভাবে শক্তিশালী করা এবং এই সংগঠনগুলোর মাথার ওপর দিয়ে নয়, এগুলোর মাধ্যম দিয়েই রীতিবদ্ধভাবে অর্থনীতিকে পরিচালনা করা। আমাদের

অবশ্যই ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে এবং প্রাথমিকভাবে জমি দপ্তরগুলোকে সবচেয়ে সেরা লোক দিতে হবে, এই সংগঠনগুলোকে সবচেয়ে সেরা প্রকৃতির তাজা কর্মী দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে যারা তাদের প্রতি অর্পিত কর্তব্যগুলো পালন করতে সক্ষম। এটা করার পরই মাত্র আমরা ধরতে পারি যে পার্টি সংগঠনগুলো ছোটখাট অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি থেকে একেবারে মুক্ত। অবশ্যই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু এটা না করা পর্যন্ত পার্টি সংগঠনগুলোকে একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে, লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল তোলা ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলতে হবে।

(২) ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুপ্তচর ইত্যাদির সম্বন্ধে দুটি কথা। আমি মনে করি যে সবাইয়ের কাছে এটা এখন স্পষ্ট যে আজকের দিনের ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারীরা ট্রট্‌স্কিপন্থী বা বুখারিনপন্থী যে ছদ্মবেশই ধরুক না কেন, অনেকদিনই শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর তারা আর একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে নেই, তারা নীতিহীন আদর্শহীন পেশাদার ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকদের একটা দলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই ভদ্রলোকদের অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু হিসেবে, আমাদের দেশের প্রতি বেইমান হিসেবে নির্মমভাবে ধ্বংস ও নির্মূল করতে হবে। এটা পরিষ্কার এবং এর আর ব্যাখ্যার দরকার নেই।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই যে কিভাবে এই জাপ-জার্মান ট্রট্‌স্কিপন্থী দালালদের ধ্বংস ও নির্মূল করার কর্তব্যটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হবে? এর অর্থ কি এই যে শুধু সত্যকারের ট্রট্‌স্কিপন্থীদেরই নয়, সেই সঙ্গে যারা কোনও না কোনও সময়ে ট্রট্‌স্কিবাদের দিকে ঢলেছিল এবং তারপর অনেকদিন আগেই ট্রট্‌স্কিবাদকে বর্জন করেছে তাদেরও প্রতি আমাদের অবশ্যই আঘাত হানতে ও তাদেরকে নির্মূল করতে হবে? শুধু যারা সত্যকারের ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকারী চর তাদেরই নয়, সেই সঙ্গে যারা কোনও না কোনও সময় কিছু কিছু ট্রট্‌স্কিপন্থী যে পথ বেয়ে গিয়েছে সেই পথ ধরেই গেছে তাদেরও প্রতি আমাদের অবশ্যই আঘাত হানতে হবে ও তাদেরকে নির্মূল করতে হবে? সব সময়েই এই প্লেনামে এরকম কণ্ঠ শোনা গেছে। প্রস্তাবটির এইরকম একটা ব্যাখ্যাকে কি সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে? না,

তা সঠিক বলে গণ্য করা যায় না। অন্য সব কিছুর মত এই ক্ষেত্রটিতেও একটি আলাদা, একক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। একই মাপকাঠি দিয়ে আপনি সব কিছুকে মাপতে পারেন না। এরকম একটা পাইকারী দৃষ্টিভঙ্গী কেবল সত্যকারের ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকারী ও গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে লড়াইকেই বাধা দিতে পারে।

আমাদের দায়িত্বশীল কমরেডদের মধ্যেই বেশ কিছু প্রাক্তন ট্রট্‌স্কিপন্থী আছেন যারা বহু দিন আগে ট্রট্‌স্কিবাদকে বর্জন করেছেন ও ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে কিছু কম লড়াই করছেন না, বরং আমাদের সেইসব কিছু কিছু সম্মাননীয় কমরেড যারা কখনও ট্রট্‌স্কিবাদের দিকে ঢলেননি তাদের চাইতে বোধ হয় আরও বেশি কার্যকরীভাবেই লড়াই করছেন। এই ধরনের কমরেডদের প্রতি এখন কলঙ্ক আরোপ করা বোকামি হবে।

আমাদের কমরেডদের মধ্যে এরকম কেউ কেউ আছেন যারা মতাদর্শগত-ভাবে সর্বদাই ট্রট্‌স্কিবাদের বিরোধী ছিলেন তবু তা সত্ত্বেও তারা ট্রট্‌স্কিপন্থী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তিগত সংযোগ বজায় রেখেছিলেন আর ট্রট্‌স্কিবাদের ব্যবহারিক লক্ষণগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই তারা সেই সম্পর্ক ভেঙে দিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অবশ্য এটাই আরও ভাল হত যদি তারা ট্রট্‌স্কিপন্থী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত মিত্র সম্পর্কটি কিছু বিলম্বের পরেই মাত্র বিচ্ছিন্ন না করে তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন করতেন। কিন্তু এই ধরনের কমরেডদেরকে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের সঙ্গে একত্র মিশিয়ে দেওয়া বোকামি হবে।

(৩) সঠিক লোক বাছাই করা ও সঠিক জায়গায় তাদেরকে নিয়োগ করার অর্থ কি ?

এর অর্থ হল প্রথমত, কর্মীদেরকে রাজনৈতিক নীতি অনুসারে অর্থাৎ তারা রাজনৈতিক বিশ্বাসলাভের যোগ্য কিনা সেটা বিচারের পরেই বাছাই করা; আর দ্বিতীয়ত, কর্মীদেরকে কর্মপরিচালনামূলক নীতি অনুসারে অর্থাৎ তারা ওরকম এবং ওরকম একটা নির্দিষ্ট কাজের যোগ্য কিনা সেটা বিচারের পরেই বাছাই করা।

এর অর্থ হল এই যে জনগণ যখন একজন কর্মীর কর্মপরিচালনাসংক্রান্ত যোগ্যতার প্রতিই নিজেদের আগ্রহ দেখায় কিন্তু তার রাজনৈতিক রূপের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না তখন যেন কর্মপরিচালনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে

একটি সংকীর্ণ কর্মপরিচালনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্যই রূপান্তরিত না করা হয়।

এর অর্থ হল এই যে জনগণ যখন কর্মীর রাজনৈতিক রূপের প্রতিই নিজেদের আগ্রহ দেখায় কিন্তু তার কর্মপরিচালনাসংক্রান্ত যোগ্যতার প্রতি আগ্রহ দেখায় না তখন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে একক ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্যই রূপান্তরিত করা চলবে না।

এটা কি বলা যেতে পারে যে আমাদের পার্টি কমরেডরা এই বলশেভিক বিধানটিকে সর্বদা মেনে চলেছেন? দুর্ভাগাবশত, তা বলা যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গটি বর্তমান প্লেনামে উঠেছে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে সবকিছু বলা হয়নি। মোদ্দা ব্যাপার হল এই যে এই সঠিক বলে প্রমাণিত ও পরীক্ষিত বিধানটি আমাদের ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্রে প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়েছে এবং তা লঙ্ঘিত হয়েছে খুব নিদারুণভাবেই। বহুবারই কর্মীরা বস্তুনির্ভর কারণে নিযুক্ত হয়নি, পক্ষান্তরে তারা নিযুক্ত হয়েছে নৈমিত্তিক, বিষয়গত, উদাসীন, পেটি-বুর্জোয়া কারণে। বহুবারই তথাকথিত পরিচিত, বন্ধুবান্ধব, এক শহরের প্রতিবেশী, ব্যক্তিগতভাবে বশ্য লোক, নিজের প্রধানদের প্রশংসাকলায় পারঙ্গমদের বাছাই করা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক কর্মপরিচালনাগত যোগ্যতাকে আমল না দিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বশীল কর্মীদের একটি নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী পাওয়ার বদলে আমরা পেয়েছি ঘনিষ্ঠসব লোকদের একটি ছোট্ট পরিবারকে, একটি এমন গোষ্ঠীকে যার সদস্যরা শান্তিতে থাকতে সচেষ্ট, কেউ কাউকে না চটাতে, প্রকাশ্যে ঝগড়া না করতে, পরস্পরকে প্রশংসা করতে এবং সময়ে সময়ে কেন্দ্রের কাছে নিজেদের সাফল্যের বিষয়ে নীরস ও বিরক্তিকর রিপোর্ট পাঠাতে সচেষ্ট।

এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে এরকম একটা পারিবারিক পরিবেশে কাজের ত্রুটিগুলোর সমালোচনার অথবা কাজের নেতাদের আত্ম-সমালোচনার কোনও স্থান থাকতে পারে না।

এরকম একটা পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিতভাবেই আত্মসম্মানবোধহীন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক তোষামোদচর্চার একটা অনুকূল মাধ্যম গড়ে তোলে এবং সেই কারণেই এর সঙ্গে বলশেভিকবাদের কিছু মিল নেই।

কমরেড মির্জোয়ান ও কমরেড ভাইনোভের উদাহরণটা ধরুন। প্রথমজন কাজাখ্‌স্তান এলাকা পার্টি সংগঠনের সম্পাদক ও দ্বিতীয়জন হলেন

ইয়ারোশ্লাভ্ল্ অঞ্চল পার্টি সংগঠনের সম্পাদক। আর আমাদের মধ্যে এরা নিকৃষ্টতম ব্যক্তি নন। কিন্তু কিভাবে তারা কর্মী নিয়োগ করেন? প্রথমজন ত্রিশ-চল্লিশ জন 'নিজের' লোককে আজারবাইজান ও উরাল যেখানে তিনি আগে কাজ করতেন সেখান থেকে কাজাখ্স্তানে টেনে নিয়ে গেলেন ও তাদেরকে কাজাখ্স্তানের দায়িত্বশীল সব পদে বসিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় জন যেখানে তিনি আগে কাজ করতেন সেই দনেৎস অবাহিকা থেকে জনাবারোরও বেশি 'নিজের' লোককে ইয়ারোশ্লাভ্লে টেনে নিয়ে গেলেন ও সেখানে তাদেরকে দায়িত্বশীল সব পদেও বসিয়ে দিলেন। সুতরাং কমরেড মির্জোয়ান তার নিজের গোষ্ঠীটি পেলেন। আর কমরেড ভাইনোভও পেলেন তার নিজের গোষ্ঠীটি। লোক বাছাই ও কাজে নিয়োগের বলশেভিক পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা কি স্থানীয় জনগণের ভেতর থেকে কর্মী বাছাই করতে পারতেন না? নিশ্চয়ই সেটা তারা পারতেন। কেন তাহলে তারা সেটা করলেন না? এর কারণ হল কর্মী বাছাইয়েব বলশেভিক পদ্ধতিতে উদাসীন পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাবনা থাকতে পারে না, থাকতে পাবে না পরিবার ও গোষ্ঠী নীতির ভিত্তিতে কর্মী বাছাইয়ের সম্ভাবনা। তদুপরি নিজেদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে নিষ্ঠাবান মানুষদের ভেতর থেকে কর্মী বাছাই করে এই কমরেডরা স্পষ্টতই কিছুটা মাত্রায় নিজেদেরকে স্থানীয় জনগণ ও কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। ধরা যাক কোনও না কোনও পরিস্থিতির দরুণ কমরেড মির্জোয়ান ও কমরেড ভাইনোভকে তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্র থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হল। এইরকম অবস্থায় তাদের 'লেজগুলো' নিয়ে তারা কি করবেন? যেখানে তারা কাজ করতে যাচ্ছেন আবাব সেই নতুন জায়গাতেও কি এদেরকে তারা টেনে নিয়ে যাবেন?

যথাযথভাবে কর্মী বাছাই ও নিয়োগের বলশেভিক বিধানটিকে লঙ্ঘন করার ফলে এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিই চলে আসে।

(৪) কর্মীদের পরীক্ষা করা, কর্তব্যগুলো পালিত হচ্ছে কিনা সেটাকে অনুসন্ধান করা বলতে কি বোঝানো হয়?

কর্মীদের পরীক্ষা করার অর্থ হল তাদের শপথ ও ঘোষণার মাধ্যমেই নয়, তাদের কাজের ফলাফলের নিরিখেই তাদের পরীক্ষা করা। কর্তব্যগুলো পালিত হয়েছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করার অর্থ হল শুধু দপ্তরে ও আনুষ্ঠানিক

রিপোর্টের মাধ্যমে নয়, সেই সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কর্মক্ষেত্রে, বাস্তব ফলাফল অনুসারে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা।

এরকম পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কি আদৌ প্রয়োজন? নিঃসংশয়েই তা প্রয়োজন। তা প্রয়োজন প্রথমত এই কারণে যে কেবল এইরকম পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই কর্মীকে জানার, তার সত্যকারের যোগ্যতা নির্দেশ করার ব্যাপারে আমরা সক্ষম হই। তা প্রয়োজন দ্বিতীয়ত এই কারণে যে কেবল এইরকম পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা শাসনবিভাগীয় হাতিয়ারটির গুণাগুণ নির্দেশ করতে পারি। তা প্রয়োজন তৃতীয়ত এই কারণে যে একমাত্র এই পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই নির্ধারিত কর্তব্যগুলোর গুণাগুণ নির্দেশে আমরা সক্ষম হয়ে থাকি।

কিছু কিছু কমরেড ভাবেন যে মানুষকে পরীক্ষা করা যায় একমাত্র ওপর থেকে যখন নেতারা নেতৃত্বাধীনদের তাদের কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষা করেন। এটা সত্য নয়। কর্মীদের পরীক্ষা করার ও কর্তব্যগুলো পালিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে অবশ্য ওপর থেকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ওপর থেকে পরীক্ষা করলেই গোটা পরীক্ষা প্রক্রিয়াটা আদৌ ফুরিয়ে যায় না। আরেক ধরনের পরীক্ষাও আছে। তা হল নীচের তলা থেকে পরীক্ষা যখন জনগণ, যখন নেতৃত্বাধীনেরা নেতাদের পরীক্ষা করে, তাদের ভুলভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিভাবে সেই ভুলভ্রান্তির সংশোধন হতে পারে সেগুলো নির্দেশ করে। মানুষকে পরীক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকরী উপায়গুলোর মধ্যে এই ধরনের পরীক্ষাটি অন্যতম।

পার্টি কর্মীদের সভায়, সম্মেলনে ও সংগ্রামগুলোয় পার্টি সদস্যরা তাদের নেতাদের রিপোর্ট শুনে, ভুলত্রুটির সমালোচনা করে এবং সর্বোপরি নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোয় এই বা সেই নেতৃস্থানীয় কমরেডকে নির্বাচিত করে অথচ নির্বাচিত না করে তাদের পরীক্ষা করে থাকে। আমাদের পার্টির দাবি অনুযায়ী পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির প্রতি দৃঢ় আশ্লিষ্ট থাকা, পার্টি সংস্থাগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্বাচিত করা, প্রার্থী মনোনয়নের ও সে-ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশের অধিকার, গোপন ব্যালট, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার স্বাধীনতা—এইসব ও অনুরূপ সব পদ্ধতিকে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে যাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পার্টি সদস্যদের দ্বারা পার্টি নেতাদের পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণটি সুগম হয়ে ওঠে।

অ-পার্টি জনগণেরা তাদের ব্যবসায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য নেতাদের পরীক্ষা করে অ-পার্টি কর্মীদের সভাগুলোয়, সকল প্রকারের গণসম্মেলনগুলোয়। সেখানে তারা তাদের নেতাদের উপস্থাপিত রিপোর্টগুলো শোনে, ত্রুটিগুলোকে সমালোচনা করে এবং এই ত্রুটিগুলোকে কিভাবে দূর করা যেতে পারে সেই পথটা দেখিয়ে দেয়।

পরিশেষে, জনসাধারণও সর্বজনীন, সমাজ, প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী সংস্থাগুলোর নির্বাচনের সময়ে দেশের নেতাদের পরীক্ষা করে দেখে।

যেটা কর্তব্য তা হল ওপর থেকে পরীক্ষার পদ্ধতির সঙ্গে নীচের তলা থেকে পরীক্ষার সমন্বয় সাধন।

(৫) ক্যাডারদেরকে তাদের নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ কি?

লেনিন আমাদের শিখিয়েছিলেন যে বিবেকপরায়ণভাবে পার্টির ভুলগুলোকে প্রকাশ করা, এইসব ভুলের উৎসস্বরূপ কারণগুলোকে সমীক্ষা করা এবং কিভাবে এই ভুলগুলোকে দূর করা যায় সেই পথ দেখিয়ে দেওয়া হল পার্টি ক্যাডারদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের, শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনগণকে সঠিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের নিশ্চিততম পদ্ধতিগুলোর অন্যতম। লেনিন বলেছেন:

> 'পার্টির আন্তরিকতা যাচাই করার এবং কিভাবে তা নিজের শ্রেণীর প্রতি ও মেহনতি জনগণের প্রতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার দায়িত্বগুলো পালন করছে সেটা যাচাই করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্চিততম পদ্ধতি-গুলোর অন্যতম হল একটি রাজনৈতিক দলের তার নিজের ভুলভ্রান্তিগুলোর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। একটা ভুলকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা, তার কারণগুলো উদ্ঘাটন করা, কি অবস্থায় সেই ভুলটা ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করা, সেটাকে সংশোধনের উপায়গুলোকে মনোযোগ দিয়ে সমীক্ষা করা—এগুলোই হল একটি নিষ্ঠাবান দলের চিহ্ন; এর অর্থ হল তার কর্তব্যগুলো পালন করা, এর অর্থ হল শ্রেণীকে ও তারপরে ব্যাপক জনগণকে শেখানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।'

এর অর্থ হল এই যে আমাদের মধ্যে প্রায়শই যেটা করা হয় সেরকমভাবে বলশেভিকদের নিজেদের ভুলগুলোকে উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া,

নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করতে ছলনা করা কর্তব্য নয়। বলশেভিকদের কর্তব্য হল সৎভাবে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ভুলগুলোকে স্বীকার করা, যে-পথে সেই ভুলগুলো দূর করা যায় সেটাকে সৎভাবে ও প্রকাশ্যে নির্দেশ করা এবং নিজেদের ভুলগুলোকে সৎভাবে ও প্রকাশ্যে সংশোধন করা।

আমি এ-কথা বলব না যে আমাদের অনেক কমরেড এটা সানন্দে করতে রাজী হবেন। কিন্তু বলশেভিকরা যদি সত্যসত্যই বলশেভিক হতে চায় তাহলে নিজেদের ভুলগুলো প্রকাশ্যে স্বীকার করার, সেগুলোর কারণ উদ্ঘাটন করার ও কিভাবে সেগুলো সংশোধন করা যায় তা নির্দেশ করার আর এইভাবেই পার্টিকে তার ক্যাডারদের একটি সঠিক প্রশিক্ষণ ও সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষাদানে সাহায্য করার সাহস তাদের থাকতেই হবে। কারণ একমাত্র এই পথেই, একমাত্র প্রকাশ্য ও সৎ আত্মসমালোচনার একটি পরিবেশের মধ্যেই প্রকৃত বলশেভিক ক্যাডারদের শিক্ষাদান সম্ভব, সম্ভব প্রকৃত বলশেভিক নেতাদের শিক্ষাদান।

লেনিনের তত্ত্বটির সঠিকতা নির্দেশ করার জন্য দুটি দৃষ্টান্ত দেব।

উদাহরণস্বরূপ, যৌথ খামার নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের ভুলগুলোর কথা ধরুন। আপনাদের নিঃসন্দেহে মনে আছে ১৯৩০ সালের কথা যখন আমাদের পার্টি কমরেডরা ভেবেছিলেন যে তিন-চার মাস সময়ের মধ্যেই তারা কৃষক সমাজকে যৌথ খামার নির্মাণে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অত্যন্ত জটিল সমস্যাটির সমাধান করতে পারবেন এবং যখন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এইসব অত্যুৎসাহী কমরেডকে ঠাণ্ডা করাটা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেছিলেন। সেটা ছিল আমাদের পার্টি জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়গুলোর অন্যতম। ভুলটা ছিল এই যে আমাদের পার্টি কমরেডরা যৌথ খামার নির্মাণের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলেন, তারা ভুলে গেছিলেন যে প্রশাসনিক চাপ দিয়ে কৃষকদেরকে যৌথ খামারের পথে নিয়ে যাওয়া যায় না, তারা ভুলে গেছিলেন যে যৌথ খামার নির্মাণের জন্য কয়েকটা মাস নয়, কয়েক বছরের সযত্ন ও চিন্তাশীল কাজ দরকার[২৪]। তারা এসব বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং নিজেদের ভুলগুলোকে স্বীকার করতে চাননি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে সাফল্যবিহ্বল কমরেডদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি উল্লেখ করেছিলেন এবং জেলাগুলোয় আমাদের কমরেডকে বেশি তাড়াহুড়ো করে না এগোনোর জন্য ও বাস্তব পরিস্থিতিকে অবহেলা না করার জন্য যে সতর্কবাণী তারা

উচ্চারণ করেছিলেন সেটা প্রতিকূল সাড়া পেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিকে স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া থেকে ও আমাদের পার্টি কমরেডদেরকে সঠিক পথে ফেরানো থেকে তা ঠেকাতে পারেনি। এটা যখন সবাইয়ের কাছে স্পষ্ট যে আমাদের পার্টি কমরেডদের সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে পার্টি তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল। এখন আমাদের যৌথ খামার নির্মাণের জন্য ও যৌথ খামারের নেতৃত্বের জন্য হাজার হাজার চমৎকার কৃষক কমরেড রয়েছে। ১৯৩০ সালের ভুলভ্রান্তির ওপর নির্ভর করেই এই ক্যাডারদের শিক্ষিত করে গড়ে-পিটে তোলা হয়েছিল। কিন্তু পার্টি যদি তখন তার ভুলগুলো উপলব্ধি না করত এবং সেগুলোকে সময়মত সংশোধন না করত তাহলে আজ আমরা এইসব ক্যাডারকে পেতাম না।

অন্য উদাহরণটি নেওয়া যাক শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্র থেকে। শাখ্‌তি ধ্বংসকাণ্ডের সময়ে আমাদের যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছিল আমি সেগুলোর কথা বলতে চাইছি। আমাদের ভুল ছিল এই যে শিল্পক্ষেত্রে আমাদের ক্যাডারদের কারিগরি পশ্চাদ্‌পরতার বিপদটি আমরা সম্পূর্ণ অনুধাবন করিনি, আমরা এই পশ্চাদ্‌পরতার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমাদের নিজেদের কর্মপরিচালনাসংক্রান্ত ক্যাডারদেরকে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জড়ানো বাজে কমিশারের ভূমিকায় নিক্ষেপ করে ভেবেছিলাম যে আমরা আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েই ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক শিল্প নির্মাণ বিকশিত করতে পারব। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে কিরকম অনিচ্ছা নিয়ে আমাদের কর্মপরিচালনা-বিষয়ক ক্যাডারেরা তখন তাদের ভুলগুলো স্বীকার করেছিলেন, কিরকম অনিচ্ছাভরে তারা তাদের পশ্চাদ্‌পরতা স্বীকার করেছিলেন এবং কিরকম আস্তে আস্তে তারা 'কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত' করার শ্লোগানটা আত্মস্থ করেছিলেন। বেশ! ঘটনাগুলো থেকে দেখা যায় যে 'কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত' করার শ্লোগানটির প্রতিক্রিয়া ভালই ছিল এবং তা ভাল ফল দিয়েছিল। আজ আমরা হাজার হাজার চমৎকার বলশেভিক কর্মপরিচালনা-বিষয়ক ক্যাডারকে পেয়েছি যারা ইতোমধ্যেই কৃৎকৌশলকে আয়ত্ত করেছেন এবং আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যেসব কর্মপরিচালনা-বিষয়ক নেতারা নিজেদের কারিগরি পশ্চাদ্‌পরতা স্বীকার করেননি তাদের জেদের কাছে পার্টি যদি নতি স্বীকার করত, পার্টি যদি তখন তার ভুলগুলোকে উপলব্ধি না করত

এবং সেগুলোকে যথাসময়ে সংশোধন না করত তাহলে আজ আমরা এইসব ক্যাডারকে পেতাম না।

কিছু কিছু কমরেড বলেন যে আমাদের ভুলগুলোকে নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা ভাল নয় কারণ আমাদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে প্রকাশ্য স্বীকৃতিকে আমাদের শত্রুরা আমাদের দুর্বলতা বলে ভেবে নিতে পারে ও সেটাকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। কমরেডস্, এটা অর্থহীন, একেবারেই অর্থহীন। পক্ষান্তরে, আমাদের ভুলগুলো সম্বন্ধে প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং সেগুলোর সৎ সংশোধন আমাদের পার্টিকে কেবল শক্তিশালীই করতে পারে, শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের পার্টির সম্মানকে বাড়াতে পারে, আমাদের রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থকে বাড়াতে পারে। আর সেটাই হল আসল ব্যাপার। কেবল শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলেই বাদবাকিরাও চলে আসবে।

অন্য কমরেডরা বলেন যে আমাদের ভুলগুলোর প্রকাশ্য স্বীকৃতি আমাদের ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ ও শক্তিবৃদ্ধি না ঘটিয়ে বরং তাদেরকে আরও দুর্বল ও অস্থির করে তুলতে পারে; আমাদের অবশ্যই আমাদের ক্যাডারদের নিষ্কৃতি দিতে হবে ও তাদের দায়িত্ব নিতে হবে; আমাদের অবশ্যই তাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করাটাকে ও তাদের মানসিক শান্তিকে অব্যাহতি দিতে হবে। আর তাই তারা প্রস্তাব করেন যে আমরা যেন আমাদের কমরেডদের ভুলভ্রান্তিগুলোকে উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দিই, সমালোচনায় ঢিলে দিই এবং আরও যেটা ভাল হয় তা হল এই ভুলগুলোকে তুচ্ছ বলে গণ্য করি। এ-ধরনের একটা লাইন শুধু যে আদ্যন্ত ভুল তা-ই নয়, এটা বিপজ্জনকও বটে। এটা বিপজ্জনক সর্বপ্রথম সেইসব ক্যাডারের ক্ষেত্রে যাদেরকে তারা 'নিষ্কৃতি' দিতে চায় ও যাদের 'দায়িত্ব' নিতে চায়। ক্যাডারদের ভুলগুলোকে উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া ও তাদের দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ হল এইসব কমরেডকেই নিশ্চিত খতম করা। ১৯৩০ সালের ভুলগুলোকে যদি আমরা উদ্ঘাটন না করতাম এবং আমরা যদি আমাদের যৌথ খামারের বলশেভিক ক্যাডারদের সেইসব ভুল থেকে শিক্ষিত না করতাম তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের খতম করতাম। আমাদের শিল্পক্ষেত্রীয় বলশেভিক ক্যাডাদেরও আমরা খতম করতাম যদি আমরা শাখ্‌তি ধ্বংসকাণ্ডের সময়ে আমাদের কমরেডরা যে

ভুলগুলো করেছিলেন সেগুলোকে উদ্ঘাটন না করতাম এবং এই ভুলগুলো থেকে আমাদের শিল্পক্ষেত্রীয় ক্যাডারদের শিক্ষিত না করতাম। আমাদের ক্যাডারদের ভুলগুলোকে কেবল উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করাকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা যিনি ভাবেন তিনি এই ক্যাডারদের এবং ক্যাডারদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণাটাকে খতম করছেন, কারণ তাদের ভুলগুলোকে উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে নতুন নতুন এবং হয়ত আরও গুরুতর ধরনের ভুল করতে সাহায্য করছেন আর আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ধরনের কাজ ক্যাডারদের সম্পূর্ণ ভাঙন, তাদের 'নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ' ও 'মানসিক শান্তি'র বিপর্যয় ডেকে আনবে।

(৬) লেনিন আমাদের জনগণকে শুধু শেখাতেই নয়, তাদের কাছ থেকে শিখতেও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এর অর্থটা কি?

এর অর্থ এই যে আমরা যারা নেতা তাদের কিছুতেই মদগর্বী হওয়া চলবে না, এরকম ভাবলে কিছুতেই চলবে না যে আমরা যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অথবা গণ-কমিশার তাই সঠিক নেতৃত্বদানের জন্য আবশ্যক যাবতীয় জ্ঞানই আমাদের আছে। কেবল পদমর্যাদাই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেয় না। উপাধি তো দেয় আরও কম।

এর অর্থ এই যে কেবল আমাদের অভিজ্ঞতা, নেতাদের অভিজ্ঞতা সঠিক নেতৃত্বদানে আমাদের সক্ষম করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং সেইজন্যই আমাদের অবশ্যই আমাদের অভিজ্ঞতা, নেতাদের অভিজ্ঞতাকে সম্পূরিত করতে হবে ব্যাপক জনগণের অভিজ্ঞতা, পার্টি সদস্যদের অভিজ্ঞতা, শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা, জনগণের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

এর অর্থ এই যে জনগণের সঙ্গে আমাদের সংযোগকে ছিন্ন করা তো দূরের কথা, সেই সংযোগকে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের শিথিল করা চলবে না।

আর সবশেষে এর অর্থ এই যে আমাদের অবশ্যই জনসাধারণের কণ্ঠ, পার্টির সাধারণ সদস্যদের কণ্ঠ, তথাকথিত 'ছোট মানুষদের' কণ্ঠ, জনগণের কণ্ঠকে মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে।

নেতৃত্বদানের সঠিক অর্থ কি?

তার অর্থ আদৌ অফিসে বসে থাকা আর ফতোয়া জারী করা নয়

নেতৃত্বদানের সঠিক অর্থ হল ঃ

প্রথমত, একটা সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে বার করা; কিন্তু সেই জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে আমল না দিয়ে কোনও সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে বার করা অসম্ভব যারা তাদের নিজেদের ঘাড়ের ওপর আমাদের নেতৃত্বের ফলটি অনুভব করে;

দ্বিতীয়ত, সঠিক সমাধানটির প্রয়োগকে সংগঠিত করা যেটা কিন্তু জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না;

তৃতীয়ত, এই সমাধানটি সম্পন্ন হল কিনা তা যাচাই করার কাজকে সংগঠিত করা যেটা আবার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতে পারে না।

আমরা নেতারা বিষয়গুলোকে, ঘটনাবলী ও জনগণকে দেখি কেবল একটা দিক থেকে, আমি বলব, ওপর থেকে; ফলত, আমাদের দৃষ্টির পরিধিটা মোটামুটি সীমাবদ্ধ! অপর দিকে জনসাধারণ অন্য একটা দিক থেকে, আমি বলব, নীচের থেকে জিনিসগুলোকে, ঘটনাধারা ও জনসাধারণকে দেখে থাকে; ফলত, তাদের দৃষ্টির পরিধিটাও কিছুটা সীমাবদ্ধ। একটা সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে হলে এই দুটো অভিজ্ঞতাকে অবশ্যই সমন্বিত করতে হবে। একমাত্র তখনই নেতৃত্ব হবে সঠিক।

জনগণকে কেবল শেখানোই নয়, সেই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা-গ্রহণের এইটাই হল অর্থ।

লেনিনের তত্ত্বটির সঠিকতা নির্দেশ করবে দুটি দৃষ্টান্ত।

এটা ঘটেছিল কয়েকবছর আগে। আমরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা দনেৎস অববাহিকার পরিস্থিতিকে উন্নত করার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ভারি শিল্প-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলো ছিল নিঃসন্দেহে অসন্তোষজনক। ভারি শিল্প-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর কাছে আমরা তিনবার প্রস্তাবগুলোকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম। আর তিনবারই আমরা ভারি শিল্প-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সব প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু তথাপি আমরা সেগুলো সন্তোষজনক বলে গণ্য করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমরা দনেৎস অববাহিকা থেকে কয়েকজন শ্রমিককে ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মপরিচালনাক্ষেত্রীয় ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাকে আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নিলাম; তিনদিন ধরে আমরা এইসব কমরেডের সঙ্গে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম। আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আমাদের

সকলকেই এটা স্বীকার করতে হল যে একমাত্র এই সাধারণ শ্রমিকরা, এই 'ছোট মানুষ'গুলোই আমাদের কাছে সঠিক সমাধানটির সুপারিশ করতে সক্ষম হয়েছিল। দনেৎস অববাহিকার কয়লা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থাবলী সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির ও গণকমিশারদের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তটা আপনাদের নিঃসন্দেহে মনে আছে। আর আমাদের সমস্ত কমরেড কর্তৃক একটি সঠিক ও এমনকি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃত কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণকমিশারদের কাউন্সিলের গৃহীত এই সিদ্ধান্তটি সাধারণ সারির সাদামাটা মানুষেরাই আমাদের কাছে সুপারিশ করেছিল।

অপর দৃষ্টান্তটি। কমরেড নিকোলায়েঙ্কোর ব্যাপারটা আমি বলতে চাইছি। নিকোলায়েঙ্কো কে ছিলেন? নিকোলায়েঙ্কো হলেন পার্টির একজন সাধারণ সারির সদস্যা। তিনি হলেন একজন সাধারণ 'ছোট মানুষ'। একটা গোটা বছর ধরে তিনি এই ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন যে কিয়েভের পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যা যা চলছে তার সব কিছুই ভাল নয়; পারিবারিক মানসিকতা, শ্রমিকদের প্রতি উদাসীন পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী, আত্ম-সমালোচনাকে চেপে দেওয়া, ট্রট্স্কিপন্থী ধ্বংসবাজদের প্রাধান্য—এই সমস্তকে তিনি উদ্ঘাটন করে দেন। কিন্তু সব সময়েই তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যেন তিনি একটা ব্যাধিবাহী মাছি। সব শেষে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাকে পার্টি থেকে তারা বহিষ্কার করে দিল। কিয়েভের পার্টি সংগঠন বা ইউক্রেন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কেউই তাকে সাহায্য করল না যাতে তিনি সত্যকে আলোর সামনে তুলে ধরতে পারেন। একমাত্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপই জটটার পাক খুলতে সাহায্য করেছিল। আর ব্যাপারটা তদন্ত হওয়ার পর কি পরিস্ফুট হল? পরিস্ফুট হল এই যে নিকোলায়েঙ্কো ছিলেন ঠিক আর কিয়েভ সংগঠন ছিল ভুল। এর বেশিও কিছু নয়, কিছু কমও নয়। আর তথাপি প্রশ্ন যে এই নিকোলায়েঙ্কো কে? অবশ্যই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা নন, নন কোনও গণকমিশার, তিনি কিয়েভ আঞ্চলিক সংগঠনের সম্পাদিকা নন, এমনকি তিনি একটা পার্টি সেলেরও সম্পাদিকা নন, তিনি কেবল পার্টির একজন সাদামাটা সাধারণ সারির সদস্যা।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সাদামাটা লোকেরাও অনেক সময় কোনও কোনও বড় প্রতিষ্ঠানের থেকে সত্যের অনেক নিকটতর বলে প্রমাণ হয়ে থাকেন।

আমি এরকম শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে পারি। সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে নেতৃত্ব দরকার সেখানে একা আমাদের অভিজ্ঞতা, নেতাদের অভিজ্ঞতা আদৌ যথেষ্ট নয়। সঠিক নেতৃত্ব দিতে হলে নেতাদের অতিজ্ঞতাকে অবশ্যই সমন্বিত করতে হবে পার্টি সদস্যদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা, মেহনতি মানুষের অভিজ্ঞতা, তথাকথিত 'ছোট মানুষ'দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয় কখন ?

এটা করা সম্ভব হয় একমাত্র তখন যখন নেতারা জনসাধারণের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন, যখন তারা পার্টি সদস্যদের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, কৃষক সমাজের সঙ্গে, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

জনগণের সঙ্গে সংযোগ, এই সংযোগকে শক্তিশালী করা, জনসাধারণের কথা মনোনিবেশ সহকারে শোনার জন্য প্রস্তুতি—এখানেই নিহিত থাকে বলশেভিক নেতৃত্বের শক্তি ও অপরাজেয়তা।

এই ব্যাপারটাকে আমরা একটি বিধি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যে বলশেভিকরা যতদিন পর্যন্ত ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে চলবেন ততদিন তারা অপরাজেয় থাকবেন। আর পক্ষান্তরে যেদিনই বলশেভিকরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডবেন ও তাদের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলবেন, যে মুহূর্তে তারা আমলাতান্ত্রিক মরিচায় ঢাকা হয়ে পড়বেন তখনই তারা তাদের সকল শক্তি হারিয়ে ফেলবেন ও একটা নিছক নগণ্যতায় পরিণত হবেন।

প্রাচীন গ্রীকদের পুরাণে আন্টিয়ুস নামে এক প্রসিদ্ধ বীর আছেন। কিম্বদন্তীতে বলে যে তিনি ছিলেন সমুদ্রদেব পোসিডন ও পৃথ্বী দেবী গীয়ার পুত্র। যে মা তার জন্ম দিয়েছিলেন, স্তন্যপান করিয়েছিলেন ও লালন-পালন করেছিলেন আন্টিয়ুস তার সেই মায়ের প্রতি ছিলেন বিশেষ অনুরক্ত। এমন কোনও বীর ছিলেন না যাকে আন্টিয়ুস পরাস্ত করেননি। তিনি একজন অপরাজেয় বীর বলে গণ্য ছিলেন। তার শক্তিটা ছিল কোথায় ? শক্তি ছিল এইখানে যে যখনই তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াইয়ে দুরূহ অবস্থায় পড়তেন তখনই তিনি স্পর্শ করতেন পৃথিবীকে, তার সেই মাকে যিনি তাকে জন্ম দিয়েছিলেন ও স্তন্যদান করেছিলেন এবং আন্টিয়ুসকে সেটাই এনে দিত নতুন শক্তি।

কিন্তু তার একটা বিপজ্জনক স্থান ছিল—সেটা হল কোনওক্রমে পৃথিবীর

মাটি থেকে স্পর্শচ্যুত হওয়ার বিপদ। তার শত্রুরা এটা প্রণিধান করেছিল ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন এক শত্রু এসে এই বিপজ্জনক স্থানটির সুযোগ নিল ও আন্টিয়ুসকে পরাস্ত করল। তিনি ছিলেন হারকিউলিস। হারকিউলিস কিভাবে আন্টিয়ুসকে পরাস্ত করেছিলেন? তিনি আন্টিয়ুসকে মাটি থেকে তুলে নিয়েছিলেন, শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, আন্টিয়ুসকে মাটি স্পর্শ করতে বাধা দিয়েছিলেন ও কণ্ঠরোধ করে মেরেছিলেন।

আমার মনে হয় যে বলশেভিরা আমাদের গ্রীক পুরাণের বীর আন্টিয়ুসের কথা মনে করিয়ে দেয়। আন্টিয়ুসের মত তারাও শক্তিমান কারণ তারা তাদের মায়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে চলে, সেই মা হল জনগণ যারা তাদের জন্ম দিয়েছে, তাদেরকে স্তন্যদান করেছে ও প্রতিপালন করেছে। আর যতদিন তারা তাদের মায়ের সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে চলবে, ততদিনই অপরাজেয় থাকার সকল সম্ভাবনা তাদের থাকবে।

এটাই হল বলশেভিক নেতৃত্বের অপরাজেয়তার চাবিকাঠি।

(৭) সবশেষে আরেকটি প্রশ্ন। আমি বলতে চাইছি পার্টির সদস্যদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের প্রতি, পার্টি থেকে সদস্যদের বহিষ্কারের প্রশ্নটির প্রতি, অথবা বহিষ্কৃত সদস্যদের পার্টিতে আবার নিয়ে আসার প্রশ্নটির প্রতি আমাদের কিছু কিছু পার্টি কমরেডের আনুষ্ঠানিক ও নির্মম আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। ব্যাপারটা এই যে জনগণের জন্য, পার্টির সদস্যদের জন্য, কর্মীদের জন্য আমাদের কিছু কিছু পার্টি নেতা উদ্বেগের অভাবে ভোগেন। তার থেকেও যেটা বেশি তা হল এই যে তারা পার্টির সদস্যদের অনুধাবন করেন না, তাদের আগ্রহের বিষয়গুলো জানেন না, কিভাবে তাদের বিকাশ ঘটছে জানেন না, সাধারণত তারা কর্মীদেরই জানেন না। সেইজন্যই পার্টি সদস্যদের ও পার্টি কর্মীদের প্রতি তাদের কোনও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী নেই। আর যেহেতু পার্টি সদস্য ও কর্মীদের মূল্যায়ণ করার কোনও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী তাদের নেই তাই তারা সচরাচর একটি এলোপাতাড়ি পথে চলেন: হয় তারা এই সদস্য ও কর্মীদেরকে মাত্রাছাড়া পাইকারি প্রশংসা করেন অথবা তাদের সেই মাত্রাছাড়া ও পাইকারিভাবেই আগাগোড়া তিরস্কার করেন এবং পার্টি থেকে হাজার হাজার সদস্যকে বহিষ্কার করে দেন। এই ধরনের নেতারা সাধারণত হাজারের অংকেই ভাবার চেষ্টা করেন ও 'এককগুলো'কে আমল দেন না, আমল দেন না পার্টির একক সদস্যদেরকে

বা তাদের ভবিষ্যতকে। পার্টি থেকে হাজার হাজার মানুষের বহিষ্কারকে তারা নিছক একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলে গণ্য করেন এবং নিজেদেরকে এই চিন্তার দ্বারা আশ্বস্ত করেন যে আমাদের পার্টির বিশ লক্ষ সদস্য আছে ও কয়েক হাজারের বহিষ্কার পার্টির অবস্থানকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না কিন্তু বস্তুতপক্ষে যেসব ব্যক্তি গভীরভাবে পার্টিবিরোধী একমাত্র তাদেরই অমন দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে পার্টি সদস্যদের প্রতি।

জনগণের প্রতি, পার্টির সদস্য ও পার্টির কর্মীদের প্রতি এই নির্মম দৃষ্টিভঙ্গীর ফলস্বরূপ পার্টির একটা অংশের ভেতর কৃত্রিমভাবে অসন্তোষ ও তিক্ততার সৃষ্টি করা হয় আর ট্রট্‌স্কিপন্থী দ্বৈতচারীরা ধূর্ততার সঙ্গে এই তিতবিরক্ত কমরেডদেরকে ফাঁদে ফেলে ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংসকাণ্ডের পাঁকের ভেতর তাদেরকে দক্ষতার সঙ্গে টেনে নামায়।

ট্রট্‌স্কিপন্থীদের নিজেদেরই যদি ধরা যায় তাহলে তারা কখনই আমাদের পার্টিতে একটা বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়নি। ১৯২৭ সালে আমাদের পার্টিতে শেষ আলোচনাটার কথা স্মরণ করুন। সেটা ছিল পার্টিতে একটা সত্যকারের গণভোট। পার্টির মোট ৮৫৪,০০০ জন সদস্যের মধ্যে ৭৩০,০০০ জন ভোটে অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৭২৪,০০০ জন পার্টি সদস্য বলশেভিকদের পক্ষে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে এবং ট্রট্‌স্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। আর ৪,০০০ জন পার্টি সদস্য অর্থাৎ প্রায় অর্ধ শতাংশ ভোট দিয়েছিলেন ট্রট্‌স্কিপন্থীদের পক্ষে এবং ২,৬০০ জন পার্টি সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন। পার্টির একশ তেইশ হাজার সদস্য ভোটে অংশ নেননি। হয় তারা বাইরে ছিলেন অথবা তারা রাতের খেপে কাজ করছিলেন বলে ভোটে অংশ নেননি। যে ৪,০০০ জন ট্রট্‌স্কিপন্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তার সঙ্গে যদি আমরা ভোটদানে যারা বিরত ছিলেন তাদের সবাইয়ের সংখ্যাটা যোগ করি এই ধারণা করে যে তারাও ট্রট্‌স্কিপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং যদি এই সংখ্যাটার সঙ্গে আমরা, যারা ভোটে অংশ নেননি আমাদের অধিকারমত তাদের অর্ধ শতাংশকে যোগ না করে ৫ শতাংশকে অর্থাৎ প্রায় ৬,০০০ পার্টি সদস্যকে যোগ করি তাহলে আমরা পাই প্রায় ১২,০০০ পার্টি সদস্য যারা কোনও না কোনও-ভাবে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেছিলেন। এই হল ট্রট্‌স্কিপন্থী মহোদয়বৃন্দের সমগ্র শক্তি। এর সঙ্গে এই ঘটনাটা জুড়ে দিন যে

তাদের অনেকেরই ট্রট্‌স্কিবাদ সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটেছিল ও তারা সেটা ত্যাগ করেছিলেন আর তাহলেই আপনারা ট্রট্‌স্কিপন্থী শক্তিসমূহের গুরুত্বহীনতা সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। আর এ সত্ত্বেও যদি ট্রট্‌স্কিপন্থী ধ্বংস-বাজেরা আমাদের পার্টির চারপাশে কিছু মজুত বাহিনী পেয়ে যায় তাহলে তার কারণ হল এই যে পার্টি সদস্যদের বহিষ্কার ও পুনর্গ্রহণের প্রশ্নে আমাদের কিছু কিছু কমরেডের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি, পার্টির একক সদস্যদের ও একক কর্মীদের ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের কিছু কিছু কমরেডের নির্মল দৃষ্টিভঙ্গী কৃত্রিমভাবে একটা অসন্তুষ্ট ও তিতবিরক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা তৈরি করেছিল এবং এইভাবেই ট্রট্‌স্কিপন্থীদের জন্য এই মজুতগুলো তৈরি করেছিল।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তথাকথিত নিষ্ক্রিয়তার জন্য লোককে বহিষ্কার করা হয়েছে। নিষ্ক্রিয়তা কাকে বলে? এটাই দেখা গেছে যে কোনও পার্টি সদস্য যদি পার্টি কর্মসূচীটিকে আগাগোড়া আয়ত্ত না করেন তাহলে তাকে নিষ্ক্রিয় বলে ও বহিষ্কারের যোগ্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু কমরেডস্‌, এটা ভুল। এরকম বিচার-বুদ্ধিহীন পণ্ডিতি কায়দায় আপনি পার্টির বিধিগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। পার্টি কর্মসূচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত করতে হলে একজনকে অবশ্যই সত্যকারের মার্কসবাদী হতে হবে, হতে হবে এক পরীক্ষিত ও তাত্ত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত মার্কসবাদী। আমি তো জানি না যে আমাদের পার্টিতে এরকম বহুসংখ্যক মার্কসবাদী আছেন কিনা যারা আমাদের পার্টি কর্মসূচীকে আদ্যন্ত আয়ত্ত করেছেন, যারা সত্যকারের, তাত্ত্বিক-ভাবে প্রশিক্ষিত ও পরীক্ষিত মার্কসবাদীতে পরিণত হয়েছেন। আমরা যদি এই পথ ধরেই আরও এগিয়ে চলতে থাকি তাহলে সাধারণভাবে বলা যায় যে আমাদেব পার্টিতে কেবল বুদ্ধিজীবী আর পণ্ডিত লোকেরাই পড়ে থাকবেন। এরকম একটা পার্টি কে চায়? পার্টির একজন সদস্য বলতে কি বোঝায় তার সংজ্ঞা নির্দেশ করে লেনিনের আত্যন্ত সঠিক-প্রমাণিত ও পরীক্ষিত একটি সূত্র আমাদের আছে। এই সূত্র অনুসারে একজন পার্টি সদস্য হলেন তিনিই যিনি পার্টির কর্মসূচীকে গ্রহণ করেছেন, দেয় সদস্য চাঁদা দিয়ে থাকেন ও পার্টির কোনও একটি সংগঠনে কাজ করেন। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে লেনিনের সূত্রটিতে পার্টি কর্মসূচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত করার কথা নেই, আছে পার্টি কর্মসূচীকে গ্রহণ করার কথা। এই দুটো একেবারে আলাদা জিনিস। এটা প্রমাণের দরকার নেই যে এই ক্ষেত্রে আমাদের যেসব পার্টি

কমরেড কর্মসূচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত করা নিয়ে অলস বকবকানি চালান তারা সঠিক নন, সঠিক হলেন লেনিন। এটা পরিষ্কার থাকা উচিত। পার্টি যদি এরকম একটা ধারণা থেকেই এগোত যে একমাত্র যেসব কমরেড কর্মসূচীকে আয়ত্ত করেছেন এবং তাত্ত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত মার্কসবাদী হয়ে উঠেছেন তারাই পার্টির সদস্য হতে পারেন তাহলে পার্টি আর হাজার হাজার পার্টি চক্র, শত শত পার্টি স্কুল তৈরি করত না যেখানে পার্টির সদস্যদের মার্কসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যেখানে তাদেরকে আমাদের কর্মসূচীটি আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়। এটা খুবই পরিষ্কার যে আমাদের পার্টি যদি সদস্যদের জন্য এরকম স্কুল ও চক্র সংগঠিতই করে থাকে তাহলে সেটা করা হয়েছে এই কারণে যে পার্টি জানে যে তার সদস্যরা এখনও পার্টি কর্মসূচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত করেনি, এখনও পর্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত মার্কসবাদী হয়ে ওঠেনি।

ফলত, পার্টির সদস্যপদ ও পার্টি থেকে বহিষ্কারের প্রশ্নটির বিষয়ে আমাদের নীতিকে সংশোধন করতে হলে নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটির প্রচলিত নির্বোধ ব্যাখ্যাটিকে আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরেকটি ভুল আছে। সে ভুল হল এই যে আমাদের কমরেডরা দুটো চরমের মাঝামাঝি কোনও রাস্তাকে চেনেন না। কোনও কর্মী, কোনও পার্টি সদস্যের পক্ষে এক মুহূর্তে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য একটা ছোট্ট অপরাধ করা, পার্টি সভায় দুয়েকবার দেরিতে আসা অথবা কোনও না কোনও কারণে দেয় সদস্য চাঁদা মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হওয়াই যথেষ্ট। কোন্ মাত্রায় তাকে দোষ দেওয়া যায়, কেন সে সভায় আসতে ব্যর্থ হল, কেন সে দেয় সদস্যপদ চাঁদা মিটিয়ে দেয়নি সেসব জানবার কোনও আগ্রহই দেখানো হয় না। এইসব প্রশ্নে প্রদর্শিত আমলাতান্ত্রিক মানসিকতাটি নিশ্চিতভাবেই নজিরবিহীন। এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে ঠিক এই নির্মম নীতির জন্যই চমৎকার, দক্ষ কর্মীরা, চমৎকার স্তাখানোভাইটরা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। পার্টি থেকে বহিষ্কার করার আগে তাদের সাবধান করে দেওয়া, অথবা সেই সাবধানে কাজ না হলে, তাদের ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা, অথবা তাতে কাজ না হলে একটি সুনির্দিষ্ট সময় ধরে তাদেরকে পরীক্ষাধীন পর্বে রেখে দেওয়া, অথবা একটা চরম ব্যবস্থা হিসেবে তাদেবকে এক ধাক্কায় পার্টি থেকে না তাড়িয়ে প্রার্থী সদস্যের স্থানে নামিয়ে আনা কি সম্ভব নয়? অবশ্যই, এটা

করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হল মানুষের জন্য, পার্টির সদস্যদের জন্য, পার্টি সদস্যদের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ থাকা। আর ঠিক এই জিনিসটারই অভাব আছে আমাদের কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে।

কমরেডস্, এই জঘন্য অবস্থা বন্ধ করার জন্য এটাই হল সময়, প্রকৃষ্ট সময়। (করতালি।)

প্রাভদা
১লা এপ্রিল, ১৯৩৭

'কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতাদের কাছে চিঠি

আমি মনে করি যে আমাদের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' পুস্তকগুলো তিনটি মূল কারণের জন্য আদৌ সন্তোষজনক হয়নি। সেগুলো সন্তোষজনক হয়নি হয় এই কারণে যে সেখানে ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসটিকে দেশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত না করে হাজির করা হয়েছে অথবা সেগুলো প্রয়োজনীয় মার্কসবাদী ব্যাখ্যা না দিয়ে ঘটনাধারার ও বর্তমান সংগ্রামের অর্জিত সাফল্যগুলোর বিবরণে বা নিছক একটা বর্ণনায় নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছে অথবা সেগুলো তাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও প্রদত্ত সময়কালে ঘটনাগুলোর যে পর্বভাগ সেগুলো করেছে সেটা ভ্রান্ত।

এইসব ত্রুটি পরিহারের উদ্দেশ্যে রচয়িতাদের অবশ্যই নিম্নরূপ চিন্তাগুলো সম্বন্ধে অবহিত হবে: প্রথমত, গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের (বা ভাগের) আগে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-ভিত্তিক ভূমিকা থাকা দরকার। অন্যথায় ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের কোনও ইতিহাসের দিক থাকবে না, পক্ষান্তরে তার যেটা থাকবে তা হল অতীতের অবোধগম্য বিষয়গুলোর একটা উপরসা বিবরণীর দিক।

দ্বিতীয়ত, যেসব তথ্য ইউ. এস. এস. আর.-এ পুঁজিবাদের সময়কালে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরের দ্বন্দ্বের প্রাচুর্যকে প্রদর্শন করে শুধু সেগুলোকে হাজির করাই আবশ্যক নয়, সেই সঙ্গে আরও যা আবশ্যক তা হল নিম্নরূপ বিষয়গুলোকে নির্দেশ করে এইসব তথ্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া, যথা: (ক) পুরানো প্রাক্-পুঁজিপতিশ্রেণীগুলোর উপস্থিতির সঙ্গে সমভাবে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় নতুন সেই শ্রেণীগুলোর উপস্থিতি যারা পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক; (খ) দেশের পেটি-বুর্জোয়া লক্ষণসমূহ, শ্রমিকশ্রেণীর অসমসত্ব অন্তর্গঠন। এই বিষয়গুলো নির্দেশ করা দরকার এইদিক থেকে যে এইগুলোই সেই পরিবেশকে তৈরি করেছে যা পার্টির ভেতরে ও শ্রমিক-শ্রেণীর ভেতরে বহুসংখ্যক দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের অনুকূল। অন্যথায় এইসব দ্বন্দ্বের প্রাচুর্য বোধগম্য হয় না।

তৃতীয়ত, দ্বন্দ্বগুলোর সমাধানের জন্য এই বেপরোয়া লড়াইয়ের এই ঘটনাগুলোর একটা বিবরণী পেশ করাই শুধু আবশ্যক নয়, সেই সঙ্গে আরও আবশ্যক হল এই লক্ষণগুলোর মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া এই বিষয়টিকে নির্দেশ করে যে এই বলশেভিকবিরোধী উপদল ও দ্বন্দ্বগুলোর বিরুদ্ধে বলশেভিকদের লড়াইটা ছিল মূলত লেনিনবাদের নীতিগুলোর জন্য একটি লড়াই; যে এইসব পুঁজিবাদী পরিবেশে ও একটি সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব, পার্টির ভেতর দ্বন্দ্ব ও মতদ্বৈধতার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী; যে এইসব দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা হয়েছে এই ধরনের নির্দেশিত পরিবেশেই মাত্র আমরা সর্বহারার পার্টিগুলোকে বিকশিত ও সুসংহত করতে পারি; যে লেনিনবাদবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে নীতিগত সংগ্রাম ছাড়া, তাদেরকে পরাস্ত করা ছাড়া আমাদের পার্টি অবধারিতভাবে অধঃপতিত হবে যেমন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলো যারা এই সংগ্রামকে স্বীকার করেনি তারা অধঃপতিত হয়েছিল। এই সুযোগটিকে বার্নস্টাইনের কাছে লেখা এঙ্গেলসের একটি প্রসিদ্ধ পত্রের (১৮৮২)[২৫] উল্লেখ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেটা আমি সপ্তম বর্ধিত অধিবেশনে উপস্থাপিত আমার রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি 'ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টিতে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে[২৬] এবং তার আলোচিত বিষয়ের ওপর আমার মন্তব্যগুলো সংযোজন করেছি। এইসব ব্যাখ্যা ছাড়া ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে উপদল এবং দ্বন্দ্বগুলোর লড়াইকে নিছক একটা অবোধগম্য বিরোধের তথ্য বলে এবং বলশেভিকদেরকে দুঃসহ ও অক্লান্ত বাকচতুর ও ঝগড়াটে বলে মনে হবে।

পরিশেষে দরকার হল ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে ঘটনাগুলোর সময়কালকে পরিষ্কার করে তুলে ধরে পর্বভাগের ক্ষেত্রে কিছুটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসা।

আমি মনে করি যে নিম্নলিখিত ছক বা উপমাটি একটা ভাল বনিয়াদের কাজ দিতে পারে।

ছক :[২৭]

১। রাশিয়ার একটি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে নির্মাণের জন্য লড়াই (১৮৮৩ সালে প্লেখানভের 'শ্রমিকমুক্তি' গোষ্ঠী গঠনের সময়

থেকে ১৯০০-১৯০১ সালে ইস্‌ক্রার প্রথম সংখ্যাগুলো বেরোনো পর্যন্ত)।

২। রাশিয়ায় প্রথম সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি গঠন এবং পার্টির ভেতরে বলশেভিক ও মেনশেভিক গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব (১৯০১-১৯০৪)।

৩। রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় মেনশেভিক ও বল-শেভিকদের অবস্থা (১৯০৪-১৯০৭)।

৪। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেনশেভিক ও বলশেভিকদের ভূমিকা। বলশেভিকদের নিজেদের একটি স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি গঠন (১৯০৮-১৯১২)।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্নে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির সময়কালে বলশেভিক পার্টির ভূমিকা (১৯১২-১৯১৪)।

৬। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়পর্বে বলশেভিক পার্টির ভূমিকা এবং ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব (১৯১৪-মার্চ,১৯১৭)।

৭। অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও রূপায়ণপর্বে বলশেভিক পার্টির ভূমিকা (এপ্রিল, ১৯১৭-১৯১৮)।

৮। গৃহযুদ্ধের আমলে বলশেভিক পার্টি (১৯১৮-১৯২০)।

৯। জাতীয় অর্থনীতির শান্তিপূর্ণ নির্মাণ-কার্যক্রমে অতিক্রান্তির পর্বে বলশেভিক পার্টি (১৯১৮-১৯২৫)।

১০। দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সংগ্রামে বলশেভিক পার্টি (১৯২৬-২৯)।

১১। কৃষির যৌথীকরণের সংগ্রামে বলশেভিক পার্টি (১৯৩০-১৯৩৪)।

১২। সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার সংগ্রামে বলশেভিক পার্টি। সেই সঙ্গে নতুন সংবিধান প্রবর্তন (১৯৩৫-১৯৩৭)।

জে. স্তালিন

প্রাভদা
৬ই মে, ১৯৩৭

ধাতুশিল্প ও কয়লা খনিশিল্পের পরিচালক ও স্তাখানোভাইটদের অভ্যর্থনাসভায় প্রদত্ত ভাষণ

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭

কমরেডস্,

আমি এখানে যে স্বাস্থ্যপান করব তা হবে কিছুটা অনন্য ও অস্বাভাবিক ধরনের। আমাদের প্রথা হল পরিচালক, প্রধান, নেতা ও গণ-কমিশারদের স্বাস্থ্যপান করা। স্বভাবতই এটা কিছু খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু উচ্চস্তরের নেতাদের বাইরে থাকেন মধ্য ও নিম্ন সারির নেতারা এবং এরকম মধ্য ও নিম্ন সারির নেতারা আমাদের মধ্যে ডজন ডজন আছেন। এরা হলেন বিনয়ী মানুষ, এরা নিজেদেরকে সামনে এগিয়ে ধরেন না, এদের লক্ষ্যও করা যায় কমই। তবু এদের লক্ষ্য না করাটা হল অন্ধতার লক্ষণ কারণ এই মানুষগুলোর ওপরেই আমাদের গোটা জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদন নির্ভর করে অর্থাৎ এদের ওপর আমাদের অর্থনৈতিক পরিবেশের ভবিষ্যতও নির্ভর করে।

আমাদের মধ্য ও নিম্ন সারির অর্থনীতিক্ষেত্রীয় নেতাদের স্বাস্থ্যপান করছি। (জয়ধ্বনি ও হর্ষধ্বনি।)

সাধারণভাবে এই নেতাদের সম্বন্ধে অবশ্যই এ-কথা বলা যায় যে সোভিয়েত শাসনের পরিবেশে ইতিহাস তাদেরকে কোন্ উচ্চতায় উন্নীত করেছে সে সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশত তারা সর্বদা অবহিত থাকেন না। তারা এটা সর্বদা অনুধাবন করেন না যে আমাদের দেশের পরিবেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে নেতা হওয়ার অর্থ এই যে তাদেরকে অবশ্যই এই মহান্ সম্মানের, এই মহান্ বিবেচনার যোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে এবং তাদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর, জনগণের প্রদর্শিত মহান্ বিশ্বাসের যে তারা যোগ্য তার প্রমাণ দিতে হবে। পুরানো আমলে পুঁজিবাদের সময়কালে অর্থনীতির নেতাদের, নানান পরিচালক, প্রশাসক, প্রধান, ফোরম্যান ও সুপারভাইজারদের মালিক ও পুঁজিপতিদের পাহারাদার কুকুর হিসেবে ধরা হত, তারা যে মালিকের স্বার্থ ও পুঁজিপতিদের মুনাফার দাবি অনুসারে অর্থনীতিকে পরিচালনা করে এ কথা

জনগণ জানত বলে তাদেরকে ঘৃণা করত ও শত্রু হিসেবে দেখত। বিপরীত-ক্রমে, আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থায় অর্থনীতিক্ষেত্রের পরিচালকদের জনগণের আস্থা ও ভালবাসায় আনন্দিত বোধ করার সমস্ত কারণই আছে কারণ তারা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য নয়, বরং সমগ্র জনগণের স্বার্থের জন্য অর্থনীতিকে পরিচালনা করে থাকে। সেইজন্যই আমাদের দেশের পরিবেশে 'অর্থনীতিক্ষেত্রের নেতা' হল একটা সম্মানের উপাধি এবং সেইজন্যই সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রত্যেক প্রধানকে জনগণের সামনে নিজেকে এই মহান্ সম্মানের, এই মহান্ আস্থার যোগ্য বলে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। কমরেডস্, অর্থনীতি-ক্ষেত্রের কর্মী-পরিচালকদের ওপর জনগণের আস্থাটা হল এক বিরাট ব্যাপার। নেতারা আসে যায় কিন্তু জনগণ তো থেকে যায়। একমাত্র জনগণই হল অমর, বাকিরা সবাই ক্ষণজীবী। সেই কারণেই জনগণের আস্থার সম্পূর্ণ মূল্যটিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

যারা নিজেদের কর্তব্যের বিরাটত্বকে অনুধাবন করেছেন ও সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং যারা সোভিয়েত অর্থনীতির পরিচালকের এই মহান্ উপাধিকে অমর্যাদা ও নিন্দিত করতে কাউকে সুযোগ দেবেন না আমাদের অর্থনীতিক্ষেত্রের সেই কর্মী-পরিচালকদের স্বাস্থ্যপান করছি। (জয়ধ্বনি ও হর্ষধ্বনি।)

কমরেডস্, আমরা আমাদের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রের নতুন আদর্শের পথের অগ্রযাত্রীদের—স্তাখানোভ আন্দোলনের যোদ্ধাদেরকে পেয়েছি। নতুন আদর্শের পথের অগ্রযাত্রী ও যোদ্ধাদের স্বাস্থ্যপান করছি। কমরেড স্তাখানোভ, কমরেড দ্রোকানোভ, কমরেড আইসোতোভ, কমরেড রায়োবাশাপ্‌কা ও অন্যান্যদের স্বাস্থ্যপান করছি। (হর্ষধ্বনি।)

আর পরিশেষে, ধাতুশিল্পের, ব্লাস্ট ফার্নেসের তরুণ ও প্রবীণ অগ্রদূতদের স্বাস্থ্যপান করছি এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যপান করছি ব্লাস্ট ফার্নেসের শ্রমিকদের, কমরেড কোরোলোভের, তার বাবার ও তার ছেলের এবং ব্লাস্ট ফার্নেসের শ্রমিক গোটা কোরোলোভ পরিবারের যাতে কোরোলোভ পরিবার নতুন পদ্ধতির কাজের থেকে পিছিয়ে না পড়ে থাকে। (তুমুল হর্ষধ্বনি।)

প্রাভদা

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৭

মস্কোয় স্তালিন নির্বাচনী এলাকায় ভোটদাতাদের একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণ

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

কমরেডস্, সত্য বলতে কি আমার বক্তৃতা দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু আমাদের মাননীয় নিকিতা সের্গেয়েভিচ এই সভায়, বলা যায়, আমায় টেনেই নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'একটা জবর ভাষণ দিন তো।' কি নিয়ে আমি বলব, ঠিক কি ধরনের ভাষণ ? নির্বাচনের আগে যা যা বলতে হয় সেইসব কিছুই বারংবার বলা হয়েছে আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেড কালিনিন, মলোটভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ, য়েজভ ও অন্য অনেক দায়িত্বশীল কমরেডদের ভাষণে। এইসব ভাষণের সঙ্গে সংযোজনের মত আর কি থাকতে পারে ?

বলা হচ্ছে যে এখন দরকার হল নির্বাচনী অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের ব্যাখ্যা। কোন্ প্রশ্নগুলোয় কি ব্যাখ্যা ? যা কিছু ব্যাখ্যার মত ছিল তা সবই বারংবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলশেভিক পার্টি, যুব কমিউনিস্ট লীগ, সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, ওসোয়াভিয়াখিম এবং শরীর শিক্ষার কমিটির আবেদনে। এইসব ব্যাখ্যার সঙ্গে আর কি যোগ করার মত আছে ?

অবশ্য হাল্কা ধরনের একটা বক্তৃতা সব কিছু জিনিসের ওপরেই দেওয়া চলে। (হাসি।) মনে হয় এরকম একটি বক্তৃতা শ্রোতাদের মজা দেবে। বলা হচ্ছে যে কেবল ওখানেই, পুঁজিবাদী দেশেই এরকম বক্তৃতা দেওয়ায় পারঙ্গম মানুষ নেই, এখানেও, এই সোভিয়েত দেশেও এমন পারঙ্গম মানুষ আছেন। (হাসি ও করতালি।) কিন্তু, প্রথমত, আমি এরকম বক্তৃতায় পারঙ্গম ব্যক্তি নই। দ্বিতীয়ত, ঠিক যে সময় আমরা সমস্ত বলশেভিক কাজের ভেতর 'আকণ্ঠ নিমগ্ন' তখন কিছু নিয়ে মজা করে প্রশ্রয় দেওয়াটা কি যথাযথ ? আমর মনে হয় যে তা যথাযথ নয়।

স্পষ্টতই, এরকম পরিস্থিতিতে আপনি একটা ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন না।

যাইহোক, আমি যেহেতু বক্তৃতামঞ্চে উঠেছি তাই কোনও না কোনওভাবে আমাকে অবশ্যই কিছু বলতে হবে। (সোচ্চার করতালি।)

প্রথমত, নির্বাচকমণ্ডলী আমার প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছেন (করতালি) তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। (করতালি।)

আমি একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছি এবং সোভিয়েত রাজধানীর স্তালিন এলাকার নির্বাচন কমিশন আমার প্রার্থীপদ নিবন্ধভুক্ত করেছেন। কমরেডস্, এটা বিরাট এক আস্থার প্রকাশ। আমি যার সদস্য সেই বলশেভিক পার্টির প্রতি ও সেই পার্টির একজন প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি এই যে আস্থা আপনারা দেখিয়েছেন তার জন্য আমার গভীর বলশেভিক কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ আমাকে দিন। (সোচ্চার করতালি।)

আস্থার অর্থ কি তা আমি জানি। স্বাভাবিকভাবেই তা আমার ওপর নতুন ও অতিরিক্ত কর্তব্য এবং ফলত নতুন ও অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে। বেশ, আমাদের বলশেভিকদের মধ্যে দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করাটা নিয়ম নয়। আমি তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলাম। (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি।)

আমার তরফ থেকে আমি আপনাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে আপনারা নিরাপদেই কমরেড স্তালিনের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি। জনৈক কণ্ঠ: 'আর আমরা সবাই আছি কমরেড স্তালিনের পক্ষে।') আপনারা এটা স্থির ধরে নিতে পারেন যে কমরেড স্তালিনের জনগণের প্রতি (করতালি), শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি (করতালি), কৃষকদের প্রতি (করতালি) ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি (করতালি) তার কর্তব্য পালনে সক্ষম হবেন।

পুনশ্চ কমরেডস্, আসন্ন জাতীয় শুভদিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনের দিন উপলক্ষে আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই। (সোচ্চার করতালি।) কমরেডস্, আসন্ন নির্বাচনটি নিছক নির্বাচন নয়, তা হল আমাদের শ্রমিকদের কাছে, আমাদের কৃষকদের ও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাছে সত্যসত্যই একটা জাতীয় শুভদিন। (সোচ্চার করতালি।) দুনিয়ার ইতিহাসে কখনও এমন সত্যকারের অবাধ ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়নি—কখনও না! এর আর কোনও উদাহরণ ইতিহাসে জানা নেই। (করতালি।) ব্যাপারটা এই নয় যে আমাদের নির্বাচনটা হবে সর্বজনীন, সমান, গোপন ও প্রত্যক্ষ, যদিও খোদ এই ঘটনাটাই বিরাট

গুরুত্বের। ব্যাপারটা এই যে আমাদের সর্বজনীন এই নির্বাচনটি পরিচালিত হবে ছুনিয়ার যে-কোনও দেশের ভেতর সবচেয়ে অবাধ ও সবচেয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন হিসেবে।

কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক দেশে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশেও সর্বজনীন নির্বাচন আছে ও তা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় কোন্ পরিবেশে? সেটা অনুষ্ঠিত হয় শ্রেণীসংঘাতের পরিবেশে, শ্রেণী-বৈরিতার পরিবেশে, পুঁজিপতি, জমিদার, ব্যাঙ্কমালিক ও অন্যান্য পুঁজিবাদী হাঙরদের তরফ থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর আরোপিত চাপের পরিবেশে। এরকম নির্বাচন সর্বজনীন, সমান, গোপন ও প্রত্যক্ষ হলেও তাকে পুরোপুরি অবাধ ও পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা চলে না।

পক্ষান্তরে এখানে আমাদের দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একেবারে ভিন্ন পরিবেশে, এখানে কোনও পুঁজিপতি এবং জমিদার নেই এবং ফলত সম্পত্তিহীন শ্রেণীদের ওপর সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো কোনও চাপও আরোপ করে না। এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক সহযোগিতার পরিবেশে, তাদের ভেতর পারস্পরিক আস্থার এক পরিবেশে, অমি বলব এক পারস্পরিক মিত্রতার পরিবেশে; এর কারণ এই যে আমাদের দেশে জনগণের ইচ্ছাকে বিকৃত করার জন্য তাদের ওপর চাপ আরোপ করবে বস্তুতপক্ষে এমন কোনও পুঁজিপতি নেই, নেই জমিদার, নেই শোষণ বা অন্য কেউ।

সেই কারণেই সারা ছুনিয়ার ভেতর একমাত্র আমাদের নির্বাচনই সত্যকারের অবাধ ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক। (সোচ্চার করতালি।)

এরকম অবাধ ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়লাভের ভিত্তিতে, একমাত্র এই ঘটনার ভিত্তিতে যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র কেবল নির্মিতই হচ্ছে না বরং ইতোমধ্যেই তা জীবনের অংশে, জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। বছর দশেক আগে এই প্রশ্নটি নিয়ে তখনও বিতর্ক করা যেত যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ সম্ভব কিনা। আজ আর তা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন নয়। আজ এটা হল এমন বাস্তব ব্যাপার, বাস্তব জীবনের ব্যাপার, অভ্যাসের ব্যাপার যা জনগণের গোটা জীবনকে আপ্লুত করেছে। আমাদের কলকারখানাগুলো চালানো হচ্ছে পুঁজিপতিদের বাদ দিয়েই। সেখানে জনগণের ভেতরকার

পুরুষ ও নারীরাই কাজ পরিচালনা করে। একেই আমরা ব্যবহারিক সমাজ-তন্ত্র বলে অভিহিত করি। আমাদের জমিতে কৃষকেরা চাষ করে জমিদারদের বাদ দিয়ে, কুলাকদের বাদ দিয়ে। সেখানে জনগণের ভেতরকার পুরুষ ও নারীরাই কাজ পরিচালনা করে। একেই আমরা বলি প্রাত্যহিক জীবনের সমাজতন্ত্র, একেই আমরা বলি একটি মুক্ত, সমাজতান্ত্রিক জীবন।

এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই আমাদের নতুন, সত্যকারের অবাধ ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন গড়ে উঠেছে যে নির্বাচনের কোনও নজির মানুষের ইতিহাসে নেই।

এর পরেও জাতীয় উৎসবের দিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনের দিন উপলক্ষে আপনাদের অভিনন্দন না জানিয়ে কিভাবে কেউ থাকতে পারে? (সোচ্চার, সাধারণ হর্ষধ্বনি।)

পুনশ্চ, কমরেডস্, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে একজন নির্বাচন-প্রার্থীর পরামর্শ হিসেবে আমি আপনাদেরকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই। আপনারা যদি পুঁজিবাদী দেশগুলো ধরেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে প্রতিনিধি ডেপুটি ও ভোটদাতাদের মধ্যে একটা বিশেষ, আমার মতে, কিছুটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন চলে ততক্ষণ প্রতিনিধিরা নির্বাচকদের সঙ্গে মেকি প্রণয় চালায়, তাদেরকে তোষামোদ করে, সাধুতার শপথ নেয় এবং যত রাজ্যের প্রতিজ্ঞা পুঞ্জীভূত করে। মনে হয় যে প্রতিনিধিরা নির্বাচকদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর নির্বাচন যেই মিটে যায় এবং প্রার্থীরা ডেপুটি হয়ে যায় অমনি সম্পর্কটা আমূল পাল্টে যায়। ডেপুটিরা নির্বাচকদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার বদলে একেবারেই স্বাধীন স্বতন্ত্র বনে যায়। চার-পাঁচ বছর ধরে অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ডেপুটিরা জনগণের থেকে, তার নির্বাচকদের থেকে বেশ স্বাধীন, স্বতন্ত্র বোধ করে। সে এক শিবির থেকে অন্যশিবিরে চলে যেতে পারে, সে ঠিক রাস্তা থেকে চলে যেতে পারে ভুল রাস্তায়, এমনকি সে পুরোপুরি একটা বাঞ্ছিত প্রকৃতির নয় এমন ষড়যন্ত্রেও জড়িত হতে পারে, যত খুশি ডিগবাজি সে খেতে পারে—সে হয় স্বাধীন।

এই ধরনের সম্পর্ককে কি স্বাভাবিক বলে গণ্য করা যায়? কমরেডস্, কিছুতেই তা যায় না। এই পরিস্থিতিটা আমাদের সংবিধানে বিবেচিত হয়েছে এবং সেখানে এটা একটা আইনই করা হয়েছে যে ডেপুটিরা যদি বাঁদরামি

করতে সুরু করে, যদি তারা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায় অথবা যদি তারা ভুলে যায় যে তারা জনগণের ওপর, নির্বাচকদের ওপর নির্ভরশীল তাহলে তাদের কাজের মেয়াদ ফুরাবার আগেই তাদেরকে প্রত্যাহার (recall) করে আনার অধিকার নির্বাচকদের আছে।

কমরেডস্, এটা একটা চমৎকার আইন।[২৮] একজন ডেপুটির এটা জানতে হবে যে সে জনগণের সেবক, সুপ্রীম সোভিয়েতে তাদেরই প্রেরিত দূত এবং তাকে জনগণ যে নির্বাচনী রায় দিয়েছে তাতে উল্লিখিত লাইনটি তার অনুসরণ করতেই হবে। যদি সে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায় তাহলে জনগণ নতুন নির্বাচনের দাবি করার অধিকারী এবং যে ডেপুটি রাস্তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে জনগণের অধিকার আছে তাকে বয়কট করার। (হাসি ও করতালি।) এটা একটা চমৎকার আইন। আমাব পরামর্শ, একজন প্রার্থীর তরফ থেকে তাব নির্বাচকদের কাছে পরামর্শ হল এই যে তারা যেন এই নির্বাচকদের অধিকারটির কথা, ডেপুটিদের কাজের মেয়াদ ফুরাবার আগেই তাদেরকে প্রত্যাহার করার অধিকারটির কথা মনে রাখে, তাবা যেন তাদের ডেপুটিদের ওপর নজব রাখে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই ডেপুটিরা যদি সঠিক রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ানোর মতলব আঁটে তাহলে নির্বাচকরা যেন তাদের হটিয়ে দেয় ও নতুন নির্বাচনের দাবি করে। সরকার বাধ্য নতুন নির্বাচন করতে। আমার পরামর্শ হল এই আইনটি যেন মনে থাকে এবং দরকার পড়লে এর সুযোগ যেন নেওয়া হয়।

আর সবশেষে নির্বাচকদের কাছে নির্বাচন-প্রার্থীর আরেকটি পরামর্শ। একজন ব্যক্তি তার ডেপুটিব কাছ থেকে সমস্ত সম্ভাব্য দাবিসমূহের ভেতর বাছাই করে সাধারণত সবচেয়ে প্রাথমিক কোন্ দাবিটি অবশ্যই করবে?

নির্বাচকমণ্ডলী, জনগণ অবশ্যই দাবি করবে যে তাদের ডেপুটিদের নিজ নিজ কর্তব্যের সমকক্ষ থাকতে হবে, তাদের কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদাসীনের পর্যায়ে তাদের নেমে যাওয়া চলবে না, তাদের স্ব স্ব পদে তাদের লেনিনীয় আদলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকতে হবে, জনগণের ব্যক্তি হিসেবে তাদেরকে লেনিন যেমন ছিলেন তেমনই পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে (করতালি), লেনিন যেমন ছিলেন তাদের তেমনভাবে লড়াইয়ে নির্ভীক ও জনগণের শত্রুদের প্রতি নিষ্করুণ থাকতে হবে (করতালি), সমস্ত ভয় থেকে, ভয়ের চিহ্নমাত্র থেকেও তাদের মুক্ত থাকতে হবে, যখন ব্যাপারগুলো জটিল হতে সুরু করবে এবং দিগন্তে কোনও না কোনও বিপদ

ঘনিয়ে উঠবে তখন লেনিন যেমন ছিলেন তেমনভাবে তাদের সমস্ত ভয়ের চিহ্নমাত্র থেকেও মুক্ত থাকতে হবে (করতালি), যেসব জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য একটা ব্যাপক পরিস্থিতিগত জ্ঞান ও ভালমন্দ সবকিছুর একটা ব্যাপক বিচার প্রয়োজন সেগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে লেনিন যেমন ছিলেন তেমন তাদেরকে প্রাজ্ঞ ও সুচিন্তিত হতে হবে (করতালি), লেনিন যেমন ছিলেন তাদের তেমন ঋজু ও সৎ থাকতে হবে (করতালি), লেনিনের মত তাদের জনগণকে ভালবাসতে হবে। (করতালি।)

আমরা কি এটা বলতে পারি যে সমস্ত প্রার্থীরাই জনগণের ঠিক এমনই ধরনের ব্যক্তিত্ব? আমি তা বলব না। দুনিয়ায় সমস্ত ধরনের মানুষ আছে, দুনিয়ায় সমস্ত ধরনেরই জনগণের ব্যক্তিত্ব আছে। এরকম মানুষ আছে যাদের সম্বন্ধে আপনি বলতে পারবেন না যে তারা কিরকম মানুষ, ভাল না মন্দ, সাহসী না ভীরু, মনেপ্রাণে জনগণের পক্ষে না জনগণের শত্রুদের পক্ষে। এরকম সব মানুষ আছে এবং জনগণের ব্যক্তিরাও এমন আছে। আমাদের বলশেভিকদের মধ্যেও এদের দেখা যাবে। আপনারা নিজেরাই, কমরেডস্ জানেন যে প্রত্যেক পরিবারের ভেতরেই কলঙ্কিত মানুষ থাকে। (হাসি ও করতালি।) এই ধরনের অনির্দেশ্য গোছের মানুষ যাদেরকে জনগণের ব্যক্তির চাইতে রাজনৈতিক উদাসীন বলেই মনে হয়, এইরকম ধোঁয়াটে, আকারবিহীন গোছের লোকদের সম্বন্ধে মহান্ রুশ লেখক গোগোল বেশ সঠিকভাবেই লিখেছিলেন যে, 'ধোঁয়াটে গোছের মানুষ, তিনি বলছেন, এটাও নয় বা ওটাও নয়, আপনি তাদের মাথামুণ্ডু ঠাহর করতে পারবেন না, তারা শহরের বোগ্‌দান নয় আবার গ্রামের সেলিফানও নয়।' (হাসি ও করতালি।) এরকম অনির্দেশ্য মানুষ ও জনগণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বেশ যথোচিত লোককথা আছেঃ 'একটি মাঝারি গোছের মানুষ—মাছও না, মাংসও না। (সকলের হাসি ও করতালি), দেবতার প্রদীপও নয় আবার শয়তানের খোঁচাও নয়।' (সকলের হাসি ও করতালি।)

আমি চূড়ান্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে এ-কথা বলতে পারি না যে আমাদের প্রার্থীদের মধ্যে (আমি অবশ্য তাদের মার্জনা চাইছি) এবং আমাদের ভেতর যারা জনগণের ব্যক্তি তাদের এমন লোক নেই যারা রাজনৈতিক

উদাসীনদের চাইতে অন্য কিছুর সঙ্গে বেশি তুলনীয়, যারা চরিত্রে বা চেহারায় সেই 'দেবতার প্রদীপও নয় আবার শয়তানের খোঁচাও নয়' বলে যে লোককথাটি আছে তাতে উল্লিখিত ধরনের লোকদের চাইতে অন্য কিছুর সঙ্গে বেশি তুলনীয়। (হাসি ও করতালি।)

কমরেডস্, আমি চাই যে আপনারা আপনাদের ডেপুটিদের ওপর রীতিমাফিক প্রভাব প্রয়োগ করুন, তাদেরকে এটা ভাল মত বুঝিয়ে দিন যে তাদের সব সময়েই নিজেদের সামনে মহান্ লেনিনের মহান্ ভাবমূর্তিটিকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং সমস্ত ব্যাপারে অবশ্যই লেনিনকে অনুধাবন করে চলতে হবে। (করতালি।)

নির্বাচন মিটে গেলেই নির্বাচকদের কাজ সাঙ্গ হয় না। নির্দিষ্ট সুপ্রীম সোভিয়েতের গোটা মেয়াদটা জুড়েই তাদের কাজ অব্যাহতভাবে চলে। আমি আগেই সেই আইনটির কথা বলেছি যা নির্বাচকদের এই ক্ষমতা দিয়েছে যে তাদের ডেপুটিরা যদি সঠিক রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় তাহলে তাদের কাজের মেয়াদ ফুরাবার আগেই নির্বাচকেরা তাদের প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সুতরাং নির্বাচকদের কর্তব্য ও অধিকার হল তাদের ডেপুটি-দেরকে সবসময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তাদেরকে এটা ভালমত বোঝানো যে কোনও পরিস্থিতিতেই তাদের কিছুতেই রাজনৈতিক উদাসীনের পর্যায়ে নেমে যাওয়া চলবে না, সেই ডেপুটিদের এটাও ভালমত বোঝাতে হবে যে তাদেরকে অবশ্যই মহান্ লেনিনের মত হতে হবে। (করতালি।)

কমরেডস্, এটাই হল আপনাদের কাছে আমার, নির্বাচকদের কাছে এক নির্বাচন-প্রার্থীর দ্বিতীয় পরামর্শ। (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি ও হর্ষধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ায় ও সরকারী আসনের দিকে এগিয়ে যায় যেখানে কমরেড স্তালিন মঞ্চ থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আওয়াজ ওঠে: 'মহান্ স্তালিন হুররে!', 'কমরেড স্তালিন হুররে!,' 'কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন্!', 'লেনিনবাদীদের মধ্যে প্রথম এবং ইউনিয়নের সোভিয়েতের প্রার্থী কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!')

প্রাভদা,
১২ই, ডিসেম্বর, ১৯৩৭

টীকা

১। এঙ্গেলসের এই নিবন্ধটি বিশিষ্ট সাহিত্য ও রাজনীতিবিষয়ক সমীক্ষাপত্র 'সোৎসিয়াল ডেমোক্র্যাট' পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যায় 'রুশ সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি' নামে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৮৯০-৯২ সালে লণ্ডন ও জেনেভা থেকে বেরোত। পত্রিকাব প্রকাশক ছিল শ্রমিক মুক্তি দল। একদা এই দল ও পত্রিকাটি রুশদেশে মার্কসবাদের প্রচারে বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

২। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশিষ্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪-৭৬ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ, পৃঃ ১৭৮ দ্র.।

৪। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পার্থক্য সম্বন্ধে স্তালিনের আরও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে স্তালিন রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ২৯৩-৯৪-এ।

৫। রুজভেল্টের নয়া ব্যবস্থা (New Deal)—১৯২৯ সালের ধনতান্ত্রিক বিশ্বে যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়ায় খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় দুর্দশা নামে। ১৯৩২ সালে হার্বার্ট হুভারকে নির্বাচনে হারিয়ে রুজভেল্ট রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। অর্থনৈতিক সংকট হ্রাস করে কিছুটা সামাজিক সুস্থিতি অর্জনের উদ্দেশ্যে রুজভেল্ট এই 'নয়া ব্যবস্থা' ঘোষণা করেন। এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি কিছুটা চাঙ্গা হয়েছিল এবং পুরস্কারস্বরূপ ১৯৩৬ সালে রুজভেল্ট পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৬। চার্টিস্ট আন্দোলন—চার্টিস্ট আন্দোলন ছিল ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ শ্রমিকদের সংগঠিত একটি বৈপ্লবিক গণআন্দোলন। সর্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টের প্রার্থীপদের জন্য সম্পত্তির যোগ্যতার মাপকাঠি বিলোপ, গোপন ভোটদান ইত্যাদির দাবিতে শ্রমিকরা

পার্লামেণ্টের কাছে একটি সনদ বা চার্টার পেশ করে এবং এর সমর্থনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করে। সরকার আন্দোলন-কারীদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছিল।

লেনিন এই আন্দোলনকে 'প্রথম ব্যাপক, সত্যকারের গণচরিত্রবিশিষ্ট, রাজনীতিগতভাবে পরিপক্ক, সর্বহারার বৈপ্লবিক আন্দোলন' বলে অভিহিত করেছিলেন।

ব্রিটেনের ও সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন চার্টিস্টদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল।

৭। পোক্রোভস্কি (১৮৬৮-১৯৩২)—একদা বিশিষ্ট রুশ ঐতিহাসিক। ১৯১৮ সালে বুখারিন যে 'বাম কমিউনিস্ট' গোষ্ঠী গড়েছিলেন পোক্রোভস্কি তাতে যোগ দেন। তিনি ব্রেস্ট্ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিরোধিতাও করেছিলেন।

৮। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩৫৪-৬০।

৯। দনেৎস্ অববাহিকায় মধ্য-ইর্মিনো কয়লাখনির শ্রমিক আলেক্সি স্তাখানোভের নামে স্তাখানোভ আন্দোলন চিহ্নিত হয়। ১৯৩৫ সালের ৩১শে আগস্ট স্তাখানোভ এক পালাতেই ১০২ টন কয়লা উত্তোলন করে-ছিলেন। এই বিরাট কৃতিত্ব শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক মহান্ আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে। এই আন্দোলনই ছিল স্তাখানোভ আন্দোলন। অটোমোবাইল শিল্পে বুসিগিন, জুতার কারখানায় স্মেতানিন, রেলওয়েতে ক্রিভোনোস, বস্ত্রশিল্পে এভ্দোকিয়া এবং মারিয়া ভিনোগ্রাদোভা, কাষ্ঠশিল্পে মুসিন্স্কি, কৃষিক্ষেত্রে মারিয়া দেমশেঙ্কো, মারিনা গ্নাতেঙ্কো, পি. আঞ্জেলিনা, পোলাগুতিন, কোলেসো, কোভার্দাক এবং বোরিন ছিলেন স্তাখানোভ আন্দোলনের প্রথম পথিকৃৎ। এই আন্দোলন পরে ব্যাপকতর রূপ নিয়েছিল।

১০। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩৫৪-৬০।

১১। ক্লডিয়াস টলেমি ছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বিজ্ঞানী। তার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ 'অ্যালমাজেস্ট'-এ সূর্য, চন্দ্র. গ্রহদের গতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য বিস্তৃতভাবে আছে। পরিবৃত্ত

ডেকারেন্ট প্রভৃতি নানান অবাস্তব জ্যামিতিক কৌশল প্রয়োগ করে তিনি তার মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। গ্রহদের গতির ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার বক্তব্যে ছিল গুরুতর অসঙ্গতি। তার স্বকীয়তাতেও সন্দেহ ছিল কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তার পূর্বতন বিজ্ঞানী হিপার্কাসকে অনুসরণ করেছিলেন। অনেক পরে নিকোলাস কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) লেখায় টলেমির বক্তব্যের ভ্রান্তি পুরোপুরি প্রমাণ হয়।

১২। চীনে, আলেকজান্দ্রিয়ায় ও পরে আরব দেশে একদা কিমিয়াবিদ্যার চর্চা হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও আগে লি শাও-চুন নামে এক যাদুকর ও কিমিয়াবিদের নাম শোনা গেছিল। কিমিয়াবিদরা এক একটি ধাতুকে এক একটি গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তারা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভণ্ড দৈবজ্ঞ, ভাণ করতেন যেন সব কিছুই তাদের হাতের মুঠোয়। হান্ বংশের সম্রাট উ তি (খ্রীঃ পূঃ ১৫৬-৮৭)-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে লি শাও-চুন বলেছিলেন ঃ

'হিঙ্গুল (Cinnabar) কিরূপে তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিয়া পীতবর্ণ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, আমি সেই তথ্য অবগত আছি। আমি উড়ন্ত ড্রাগনকে লাগামবদ্ধ করিতে পারি এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান পরিদর্শন করিতে পারি। বৃদ্ধ সারসপক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নবম স্বর্গে বিচরণ করাও আমার পক্ষে অতি সহজ।'

পরে আরব দেশের রসায়নবিদেরা কিমিয়ার ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা থেকে প্রকৃত রসায়নকে উদ্ধারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। (বিজ্ঞানের ইতিহাস, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দা কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স, সমরেন্দ্রনাথ সেন।)

১৩। এক সেণ্টনার=১১০.২৩ পাউণ্ড প্রায়।

১৪। আর্টেল হল 'একটি বিশেষ স্তরে যৌথ কৃষি-আন্দোলনের **মুখ্য** রূপ...।' এখানে 'উৎপাদনের **প্রধান** উপকরণগুলোকেই শুধু সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়।' (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩২৬-২৭।)

১৫। 'সমাজবাদের লক্ষ্য শুধু মানবজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাজন এবং

জাতিসমূহের সকল বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা নয়, জাতিগুলোকে শুধু আরও কাছাকাছি টেনে আনা নয়, বরং তাদের এক সত্তায় মিলিয়ে দেওয়াই সমাজবাদের লক্ষ্য।' (লেনিন, রচনাবলী, ১৯তম খণ্ড।)

১৬। জাতিসংঘ (League of Nations): আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে গঠিত বিশ্বসংস্থা। লীগের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৬০। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে লীগ ভেঙে যায়।

১৭। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

১৮। ১৯২৪ সালে ইউ. এস. এস আর.-এর প্রথম সংবিধানটি গৃহীত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের গোটা সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্তালিনের সভাপতিত্বে একটি সংবিধান কমিশন গঠিত হয়। বৎসরাধিক কাল কাজ করার পর ১৯৩৬ সালের জুন মাসে ঐ কমিশন একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে। অসংখ্য সভা-সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খসড়াটি অনুপুঙ্খ আলোচিত হয়, অনেক সংযোজনী ও সংশোধনী আসে। পরিশেষে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সংবিধানটি গৃহীত হয় কতকগুলো সংশোধনী সমেত। স্তালিনের নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সংবিধানটি রচিত হওয়ায় এটি 'স্তালিন সংবিধান' নামে উত্তরকালে পরিচিত হয়। এ সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন বি. এ. সং, পৃঃ ৩৬০-৬৫ দ্রষ্টব্য।

১৯। খসড়া সংবিধানটিরে জনগণ যাতে ব্যাপক আলোচনা করতে পারে তার জন্য প্রায় ৬ কোটি কপি খসড়া তাদের মধ্যে বিলি করা হয়। ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ ঐ খসড়াটি নিয়ে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভায় আলোচনা করে প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার সংশোধনী ও সংযোজনী পাঠায়। সংশোধনী ও সংযোজনীগুলোর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠই যদিও একই গোত্রের ও সংবিধানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতাবিহীন তবু এ থেকে বোঝা যায় যে খসড়া সংবিধানকে কেন্দ্র করে জনগণের ভেতর কি ধরনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল।

২০। খসড়া সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ণকারী সংস্থা (সুপ্রীম সোভিয়েত)-কে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী দুটি কক্ষ হল ইউনিয়নের সোভিয়েত ও জাতিপুঞ্জের সোভিয়েত।

২১। ব্রিটেনের আইনসভা (পার্লামেণ্ট) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। তার দুটি কক্ষ হল হাউস অফ কমন্স্ ও হাউস অফ লর্ডস। মার্কিন আইনসভা (কংগ্রেস)-র দুটি কক্ষ সিনেট ও হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্।
সচরাচর আইনপ্রণয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। আলোচনায় তা অংশ নেয় বটে, কিন্তু প্রথম কক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রায়শই সম্ভব হয় না। অন্তর্গঠনের দিক থেকেই দ্বিতীয় কক্ষ প্রত্যক্ষ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় না দেখা যায়। ব্রিটেনে হাউস অফ লর্ডস্ মুখ্যত আমীর ও যাজকদের নিয়েই তৈরি।

২২। শাখ্তির ঘটনা : ১৯২৮ সালের ১৮ই মে থেকে ৫ই জুলাই তারিখে মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অধিবেশনে শাখ্তি মামলার বিচার হয়েছিল।
শাখ্তির ঘটনা প্রসঙ্গে স্তালিন রচনাবলী, ১১তম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন সং, পৃঃ ৬০-৬৯ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩১১ দ্রষ্টব্য।

২৩। 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হল নতুন শ্রেণী কর্তৃক একটি শক্তিশালীতর শত্রু, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে এক দৃঢ়পণ ও সবচেয়ে নির্মম যুদ্ধ যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা তাদের উৎসাদনের ফলে দশগুণ বেড়ে যায়·····।' (বামপন্থী কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা —লেনিন)

২৪। স্তালিন রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ১৮৫, ২৬০ ও ২৬৫।

২৫। স্তালিন রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ২১-২২।

২৬। ২২শে নভেম্বর, ১৯২৬ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৬ মস্কোতে কমিউনিস্ট, আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে স্তালিনের প্রদত্ত

রিপোর্ট ছিল 'আমাদের পার্টিতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি প্রসঙ্গে·।' এই রিপোর্টেই স্তালিন বার্নস্টাইনের প্রতি এঙ্গেলসের ১৮৮২ সালে লিখিত একটি প্রাসঙ্গিক পত্রের উল্লেখ করেছিলেন।

২৭। ১৯৩৮ সালের ৯ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাভদায় যখন স্তালিনের 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল এই ছকটিকেই সেখানে হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের এন. বি. এ. সংস্করণের সূচীপত্র অংশ দ্রষ্টব্য।

২৮। এখানে ইউ. এস. এস. আর-এর ১৯৩৬ সালের সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে লেখা আছে যে প্রত্যেক ডেপুটির কর্তব্য হল তার নির্বাচকদের কাছে নিজের কাজ সম্বন্ধে ও শ্রমজীবী জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতের কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন-বিহিত পদ্ধতিতে তাকে যে-কোনও সময় প্রত্যাহার (recall) করে নেওয়া যেতে পারে।